জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ঝুলনকে ডি.লিট

বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ঝুলন গোস্বামীকে প্রদান করা হল ডি.লিট সম্মান। ক্রীড়াক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ঝুলনকে এই সম্মান দিল বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

সাগরে নিম্নচাপ

গত কয়েক দিনে রাতের তাপমাত্রা বেড়েছে ২-৩ ডিগ্রি। আজ তাপমাত্রা ছাড়াতে পারে ৩০ ডিগ্রি। তবে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে রাতের দিকে তাপমাত্রা নামতে পারে ১৪ ডিগ্রি পর্যন্ত

সীমান্তের বাণিজ্যে গতি আনতে রাজ্য ফি কমাল, সুবিধা পোর্টালের

আফটার শক বাংলাদেশে রিখটার স্কেলে মাত্রা ৩.৩

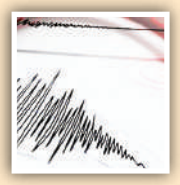

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৭৮ ● ২৩ নভেম্বর, ২০২৫ ● ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● রবিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 178 ● JAGO BANGLA ● SUNDAY ● 23 NOVEMBER, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

এসআইআরের চাপ ● নদিয়ায় আত্মঘাতী বিএলও ● মধ্যপ্রদেশে মৃত ২

আর কত প্রাণ যাবে, আর কত মূল্য চোকাতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : ক্রমেই প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে কেন্দ্রের চাপিয়ে দেওয়া এই অপরিকল্পিত এসআইআর। নির্বাচন কমিশনের অত্যধিক কাজের চাপের ফলে রাজ্যে আবারও আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন মহিলা বিএলও। তাঁর আত্মহত্যার ঘটনায় মর্মাহত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নিশানা করলেন নির্বাচন কমিশনকে। ছুঁড়ে দিলেন একাধিক প্রশ্ন। ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, এই এসআইআরের জন্যে আর কতজন মানুষের প্রাণ যাবে? আর কতজনকে মরতে হবে? অপরিকল্পিত এই প্রক্রিয়ায় আমরা আরও কত মৃতদেহ দেখব? এটি সত্যিই উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে!

দু'মাসের মধ্যে অপরিকল্পিতভাবে এসআইআর করার জন্য অসম্ভব চাপ তৈরি হয়েছে বিওলও-দের উপর। একদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে বিএলও-রা পড়েছেন ফাঁপরে। এইভাবে ৩৪ জন সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। তিনজন বিএলও প্রাণ হারিয়েছেন। এদিন আবার কৃষ্ণনগরে আরও একজন মহিলা বিএলও প্যারা-শিক্ষিকা আত্মহত্যা করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আত্মঘাতী মহিলা বিএলও-র ছবি এবং তাঁর লেখা সুইসাইড নোট শেয়ার করেছেন। এরপর তিনি লিখেছেন, আজ কৃষ্ণনগরে আরও একজন বিএলও আত্মহত্যা করেছেন। তিনি একজন মহিলা পার্শ্বশিক্ষক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবরে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। এসি ৮২ চাপড়ার ২০১ নম্বর পার্টের বিএলও, শ্রীমতী রিঙ্কু তরফদার। আজ তাঁর বাড়িতে আত্মহত্যা করার আগে সুইসাইড নোটে নির্বাচন কমিশনকে দোষারোপ করেছেন।

দু'পাতার মর্মান্তিক জবানবন্দি লিখে আত্মঘাতী হলেন নদিয়ার বিএলও

আত্মঘাতী বিএলও রিঙ্কু তরফদার।

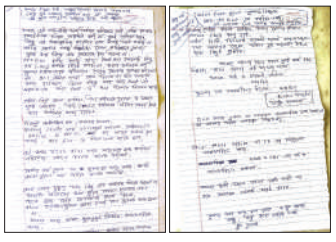

জবানবন্দি সেই দু'পাতার নোট।

প্রতিবেদন : মাত্রাছাড়া চাপ সহ্য করতে পারছেন না বিএলওরা। ফের আত্মহত্যা, অসুস্থ হয়ে মৃত্যু, মানসিক অবসাদে হাউ-হাউ করে কান্না— এর মধ্যে বিজেপির রাজ্যেও পরপর বিএলওদের মৃত্যুর খবর মিলেছে। একই দিনে এতগুলি ঘটনা প্রকাশ্যে এল। ফের এসআইআরের চাপে আত্মঘাতী হয়েছেন এক বিএলও। বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় তাঁর ঝুলন্ত দেহ। নদিয়ার কৃষ্ণনগরের ঘটনা। মৃতের নাম রিঙ্কু তরফদার (৫৩)। স্কুল শিক্ষিকা ছিলেন। বিএলও হিসেবে নিয়োগের পর থেকেই অতিরিক্ত চাপে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। আর পেরে উঠছেন না (এরপর ১০ পাতায়)

কমিশনে নালিশ জানিয়ে এল তৃণমূল

বিজেপিকে সুবিধা করে দিতেই বাংলায় চলছে জোড়া ষড়যন্ত্র

প্রতিবেদন : মানুষের জীবনহানিতেও থামছে না কেন্দ্র ও কমিশনের মিলিত ষড়যন্ত্রের এই এসআইআর। শুধু বিশেষ একটি দলকে খুশি করতে এবং ভোট বাক্সে সুবিধে পাইয়ে দিতে অপরিকল্পিত উপায়ে এসআইআর করা হচ্ছে। শনিবার রাজ্য মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের অফিসে স্মারকলিপি জমা দিয়ে কেন্দ্র ও কমিশনকে একহাত নিল তৃণমূল। এসআইআর নিয়ে ফের কমিশনকে তোপ দেগে তৃণমূল জানিয়ে দিল, ২ বছরের কাজ দু'মাসে করতে গিয়ে মানুষের জীবন বলি দিতে হচ্ছে। তারপরও ভ্রুক্ষেপ নেই কমিশনের। কেন্দ্রের সরকারের অঙ্গুলিহেলনে একটি বিশেষ দলকে সুবিধা পাইয়ে দিতে এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে কমিশন। শনিবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে ধুয়ে দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল এবং মুখপাত্র ও কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী। দু'জনেই একযোগে স্পষ্ট জানিয়েছেন, এসআইআরকে কেন্দ্র করে এখনও পর্যন্ত যে ৩১ জন ভোটার ও ৩ জন বিএলওর মৃত্যু হয়েছে এর দায়ী নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-মনোজ আগরওয়াল। এবং সর্বোপরি বিজেপিকে নিতে হবে এই দায়। কারণ শুধুমাত্র বাংলা দখলের জন্য এই ঘৃণ্য চক্রান্ত করেছে বিজেপি। প্রতিমা এবং অরূপ বলেন, আত্মঘাতী বিএলও রিঙ্কু তরফদার লিখে (এরপর ১২ পাতায়)

কমিশনে সাংবাদিক বৈঠকে অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পার্থ ভৌমিক, বাপি হালদার।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

শান্তি

শান্তির তীরে
শান্ত নীরে
হাসুক সারা বিশ্ব
সব সংহতির সুস্থতায়
সহিষ্ণুতা হোক শীর্ষ।
শান্ত পৃথিবী
শান্তির সকাল
স্বস্তির আলো
মেঘের আড়াল
দুশ্চিন্তা নেই
সমুদ্র শান্ত
ঢেউ সাগরে
মাছেরা ক্লান্ত।
সুখের মাঝারে
আকাশ অবিচল
মৌসুমি বাতাসে
নিঃশ্বাস সফল।

কথা রাখেননি বোস, অভিযান তাই রাজভবনে

প্রতিবেদন : কথা দিয়েও কথা রাখেননি রাজ্যপাল বোস! প্রায় দু'বছর আগে চোপড়ার চার শিশুর পরিবারকে চার লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা পূরণ করেননি। তাই এবারের রাজভবনের পথে বোসের প্রতিশ্রুতিতে প্রতারিত সেই চার পরিবার। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তর দিনাজপুর জেলার সীমান্তবর্তী চোপড়া ব্লকের দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চেতনাগছ গ্রামে বিএসএফ-এর খোঁড়া ড্রেনে মাটি চাপা পড়ে চার তরতাজা শিশুর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর চার শিশুর পরিবারের পাশে দাঁড়ায় তৃণমূল সরকার। স্থানীয় বিধায়ক হামিদুল রহমানের নেতৃত্বে দোষীদের শাস্তির দাবিতে টানা ৯ দিন চেতনাগছ বিএসএফ ক্যাম্পের সামনে ধরনা চলে। (এরপর ১২ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

23 November, 2025 • Sunday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৯৭ নীরদচন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৭-১৯৯৯) এদিন অবিভক্ত ভারতের ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট লেখক। জীবনের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে শুধু পাণ্ডিত্য ও লেখনীর জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বিএ পরীক্ষায় ইতিহাসে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হলেও এমএ পড়া সম্পূর্ণ করেননি। ১৯৭০-এ ম্যাক্সমুলারের জীবনী লেখার কাজে ইংল্যান্ডে যান। তার পর আর দেশে ফেরেননি। বাংলার স্বদেশি যুগের আবহাওয়ায় বড় হয়ে উঠলেও জাতীয় আবেগ থেকে নিজেকে বরাবর সরিয়ে রেখেছিলেন। আবার দীর্ঘদিন সস্ত্রীক বিলাতে থাকলেও ভারতীয় নাগরিকত্ব ছাড়েননি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি লিট উপাধি দেয়। পেয়েছেন সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, দেশিকোত্তম। বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'আত্মঘাতী বাঙালি', 'আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ', 'আজি হতে শতবর্ষ আগে' ইত্যাদি।

১৯৩০ গীতা দত্ত (১৯৩০-১৯৭২) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। একসময় তামাম ভারতের মহিলা 'সিংগিং-সুপারস্টার'। লুকিয়ে-চুরিয়ে আজও বলা হয়, 'লতাকণ্ঠী, আশাকণ্ঠী হওয়া যায়। কিন্তু গীতাকণ্ঠী হওয়া যায় না।' তার কারণ, তিনি অননুকরণীয়। তাঁর স্বরযন্ত্রটা আসলে ঈশ্বরের নিজের তৈরি মোহনবাঁশি। তার সঙ্গে ভীষণ আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন। তাই তাঁর সুরে রোম্যান্স, উৎসব, যন্ত্রণা, ছলনা— সব ভীষণ তীব্রভাবে বেজে উঠত। শচীনকর্তা একদা নিজেই গেয়েছিলেন শুধু ফরিদপুরের গীতার জন্য সরিয়ে রাখা একটি পল্লিগীতি। সে গান আজও যেন গীতা দত্তের জন্যই বিলাপ করে। "বাঁশি শুনে আর কাজ নাই, সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি!..."।

১৯০৭ বাণীকুমার (১৯০৭-১৯৭৮) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য। ১৯২৮-এ একুশের যুবক বৈদ্যনাথ টাঁকশালের চাকরি ছেড়ে যোগ দেন রেডিওতে। সরকারি চাকরি ছেড়ে অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়ান, তবে তাঁকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। সাধারণ মানুষের কাছে যে ভাবে 'মহিষাসুরমর্দিনী'র সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত পঙ্কজকুমার ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, সেই তুলনায় একটু হয়তো আড়ালেই থেকে গিয়েছেন বাণীকুমার। অথচ মূল অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা ও রচনা বাণীকুমারেরই। ১৯৩২-এ তাঁরই প্রযোজনায় সম্প্রচারিত হয় শারদ-আগমনি গীতিআলেখ্য 'মহিষাসুরমর্দিনী'। তাঁর সিদ্ধান্ত মেনেই মহালয়ার ভোরেই প্রচারিত হয়ে আসছে 'মহিষাসুরমর্দিনী'।

২০০৬ মিন্টু দাশগুপ্ত (১৯৩১-২০০৬) এদিন মারা যান। বাংলা প্যারডি গানের রচয়িতা ও শিল্পী। গত শতাব্দীর পঞ্চাশ-ষাটের দশকে হাসির গানের আসরে পর্দা সরত মিন্টু দাশগুপ্তের প্যারডিতে, "প্রভু শনিবারে কোরো মোরে রাজা, আছে ঘোড়ার খবর কিছু তাজা।" চলতি হিন্দি ছবির জনপ্রিয় গানে মুহূর্তে মজাদার কথা বসিয়ে তাক লাগিয়ে দিতেন। যেমন, শাম্মি কাপুর-শর্মিলা ঠাকুর অভিনীত 'অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস' মুক্তি পেলে গেয়েছিলেন: 'আরে ছেলের কথা শুনে হলাম হাবা/ বলে, সিনেমায় নিয়ে চল না বাবা/ পথে পথে পোস্টার দেখি টুপির ওপর মেয়ে নাচে/ নিয়ে চল, চল, চল, চল/ অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস...' অথবা, রাজেশ খান্না-শর্মিলা ঠাকুরের 'আরাধনা'র 'রূপ তেরা মস্তানা'র অনুসরণে— 'কোথায় তোমার আস্তানা/ দিয়েছিলে ভুল ঠিকানা/ কোন পাড়ার কোন মোড়ের ডাইনে-বাঁয়ে...'।

১৯৩৭ জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) এদিন প্রয়াত হন। বিশ্ববিশ্রুত পদার্থবিদ ও জীববিজ্ঞানী। ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞানচর্চার জনক। বেতার যন্ত্রের প্রথম উদ্ভাবক হিসাবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। যদিও বেতারের আবিষ্কারক হিসাবে বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন মার্কনি, কারণ জগদীশ বসু এটার আবিষ্কারকে নিজের নামে পেটেন্ট করেননি। আবিষ্কার করেছিলেন অতি ক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গ, যার থেকে তৈরি হয়েছে আজকের মাইক্রোওয়েভ, যা পরবর্তীতে 'সলিড স্টেট ফিজিক্স'-এর বিকাশে সাহায্য করেছিল। গাছ যে বাইরের আঘাতে বা তাকে উত্তেজিত করলে তাতে সাড়া দেয় সেটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করেন জগদীশচন্দ্র।

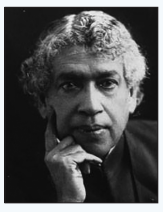

১৯২২ লিন্ডসে স্ট্রিটে এদিন গ্লোব চিত্রগৃহের উদ্বোধন হয়। প্রথম প্রদর্শিত ছবি 'অ্যাসপিরেটিং ডবল'। এখন অবশ্য 'গ্লোব' প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কর্মসূচি

■ জাঙ্গিপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের এসআইআর ওয়ার রুম পরিদর্শনে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সাংসদের সঙ্গে ছিলেন জেলা পরিষদের মেন্টর সুবীর মুখোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৬৪

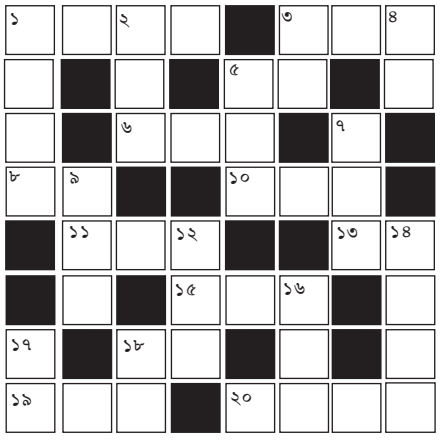

পাশাপাশি : ১. আনাহার, না খেয়ে থাকা ৩. টান ৫. ধাপ্পা, ফাঁকি ৬. কপট ঝগড়া ৮. সমস্ত ১০. আঘাত, চোট ১১. প্রথা ১৩. শব্দ, ধ্বনি ১৫. উচ্চারণ ১৮. কটু বাক্য ১৯. গণ্ডগ্রাম ২০. নির্মূল করে।

উপর-নিচ : ১. মুখবন্ধ ২. ছয় প্রকার ৩. চারটি ৪. নৌকার দাঁড় ৫. পাললিক ৭. অভিলাষ, ইচ্ছা ৯. নারী ১২. মধু সংগ্রাহক ১৪. শিথিল ১৬. কৌতুকপ্রিয়, আমুদ ১৭. কোমর ১৮. কলঙ্কযুক্ত করা বা হওয়া।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৬৩ : পাশাপাশি : ২. কানাই ৪. আভাস ৬. ক্রমে ৭. মণিকাঞ্চন ৮. লহর ১০. অনিশ ১২. বয়সকাল ১৩. লাফা ১৪. খটকা ১৬. রজনি। **উপর-নিচ :** ১. বিভা ২. কাব্যকাহিনি ৩. ইন্ধন ৪. আমেল ৫. সমর ৯. হংসধ্বনি ১০. অলখ ১১. শলাকা ১২. বছর ১৫. টঙ্ক।

২২ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৪২০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৪৮৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৮৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৫৪৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৫৫০৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯০.৯৩	৮৮.৫১
ইউরো	১০৪.৭৮	১০২.৫০
পাউন্ড	১১৯.১৬	১১৬.৫৫

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কোয়েল

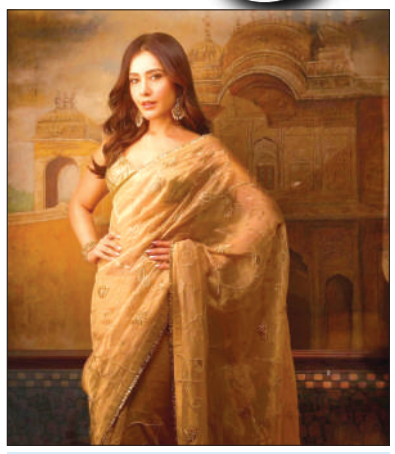

■ রাশি খান্না

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শুক্রবার রাতে এসএসকেএম ও মেডিক্যাল কলেজ থেকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। অভিযোগ এরা হাসপাতালে ভর্তি করানোর নামে রোগীদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছিল

আমার শহর

23 November, 2025 • Sunday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২৩ নভেম্বর ২০২৫
রবিবার

এসআইআরের নামে রাজনৈতিক গণহত্যা

সরব দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের প্রতিনিধিরা

প্রতিবেদন : এসআইআর একটা রাজনৈতিক গণহত্যা। কেন্দ্রীয় সরকার এর মাধ্যমে অধিকাংশ মানুষকে বঞ্চিত করছে তাঁদের মৌলিক রাজনৈতিক অধিকার থেকে। শনিবার এসআইআরের বিরুদ্ধে এ-ভাবেই সুর চড়ালেন অর্থনীতিবিদ পরাকলা প্রভাকর। তাঁর মতে, এসআইআর এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষ কোনও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারবে না— এটাই এসআইআরের মূল উদ্দেশ্য। তাঁর পর্যবেক্ষণ, যেখানে সাধারণ মানুষ সরকারকে নির্বাচিত করে, এসআইআরের ক্ষেত্রে হচ্ছে উল্টো। সরকার মানুষকে নির্বাচন করছে। এটা দেশের সাংবিধানিক গুরুত্বকে নষ্ট করছে।

তাঁর সাফ কথা, কেউ যদি মারা গিয়ে থাকে, কিংবা কারও যদি নথিতে গরমিল থাকে, কেউ অসত্য তথ্য দিয়ে থাকে তাহলে তালিকা থেকে বের করে দেওয়া হোক। কিন্তু যাঁরা বৈধ ভোটার তাঁদের অহেতুক নাজেহাল করার মানে দেশের গণতান্ত্রিক ভারসাম্য নষ্ট করা।

■ শনিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এডুকেশনিস্ট ফোরাম ও দেশবাঁচাও গণমঞ্চের সাংবাদিক বৈঠক। রয়েছেন ডাঃ প্রভাকর পরাকলা, ওমপ্রকাশ মিশ্র, পূর্ণেন্দু বসু, যোগেন্দ্র যাদব প্রমুখ।

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু বলেন, সাংবিধানিকভাবে বড়লোক গরিব— সকলেরই ভোটাধিকার রয়েছে। ভোটারের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন থাকলে তা আগে কমিশনকে প্রমাণ করতে হত। এখন সেটা সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কমিশনকে হাতিয়ার করে বিজেপি বাংলা দখলের চেষ্টা করছে।

সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদব বলেন, তার সুপ্রিম কোর্টের কাছে এবং নির্বাচন কমিশনের কাছেও পর্যাপ্ত তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন বিহারে ২৫ হাজার এমন ভোটার রয়েছেন যাদের বাবা-মায়ের ঠিকমতো পরিচয় দেওয়া নেই। সর্বোচ্চ ১০ টি বারের তালিকা দিয়ে দেখানো হয়েছে সেখানে ৮০০ এমন ভোটার রয়েছেন যা ভুয়ো। কিন্তু কমিশন সে ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি। এর থেকে পরিষ্কার কমিশনের উদ্দেশ্য নয় ভোট ভোটার তালিকাকে পরিষ্কার করা। বরং তাদের উদ্দেশ্য বিজেপিকে পেছন দরজা দিয়ে সাহায্য করা।

প্রাক্তন মন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, বিরোধী দলনেতা বলছে, দু কোটি মুসলমান এখানে আছে। তিনি কোথা থেকে সে-তথ্য পেলেন তা আমাদের বলতে হবে। তাহলে কি এখানে এসআইআরের নামে বকলমে এনআরসি চলছে?

গণমঞ্চের বক্তব্য, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে ভিনরাজ্য থেকে যেসব ব্যক্তিকে ডুপ্লিকেট এপিক কার্ড বা ভোটার কার্ড বানিয়ে ভোটে কারচুপি করার কুমতলবে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় ঢোকানো হচ্ছে তাদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে।

কিছুতেই পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে রোহিঙ্গা, অনুপ্রবেশকারী, বাংলাদেশি সন্দেহে বৈধ ভোটার বাতিল করা যাবে না। গুজরাত, উত্তরপ্রদেশের মানুষদের নামে ভুয়ো এপিক কার্ড বানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় যোগ করা যাবে না।

তাঁদের সাফ কথা, যদি শুধুমাত্র ভোটে কারচুপি করে ভোট জেতানোর জন্য বিজেপির প্ররোচনায় নির্বাচন কমিশন এসআইআর প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নিতে চায়, তাহলে বাংলার মানুষ প্রতিবাদে বারবার রাস্তায় নামবে।

সীমান্তে পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল মসৃণ করতে কমছে পোর্টাল-ফি

প্রতিবেদন : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ভূমি শুল্ক স্টেশন এবং ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট হয়ে পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলের প্রক্রিয়া আরও মসৃণ করতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। এ জন্য অনলাইন পোর্টাল ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। নির্ধারিত 'সুবিধা পোর্টাল'-এ কমানো হচ্ছে ধার্য ফি। পরিবহণ দফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নতুন হার ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে।

রাজ্য সরকার জানিয়েছে, বর্তমান বাজার পরিস্থিতির প্রভাবে পচনশীল ও অপচনশীল— দুই ধরনের পণ্যের রফতানিকারক এবং পরিবহণকারীরা আর্থিক চাপে পড়ছিলেন। বিশেষ করে স্টোন চিপস ও বোল্ডার রফতানিতে ব্যয়বৃদ্ধি পরিষেবায় প্রভাব ফেলছিল। সেই কারণেই ক্রস-বর্ডার রফতানি আরও স্বচ্ছ ও গতিময় করতে ফি পুনর্গঠন করা হয়েছে। সুবিধা পোর্টাল রাজ্য সরকারের ডিজিটাল গাড়ি ফ্যাসিলিটেশন ব্যবস্থা— যা এলপিএআই, ভারতীয় শুল্ক দপ্তর এবং বিএসএফ-এর সহযোগিতায় তৈরি। ইতিমধ্যেই সীমান্তবর্তী রাজ্যের বিভিন্ন আইসিপি-তে সব ধরনের পণ্যবাহী গাড়ির রফতানিতে এই পোর্টাল চালু আছে। দ্রুত ক্লিয়ারেন্স এবং যান চলাচলে স্বচ্ছতা আনাই এর মূল লক্ষ্য।

নতুন কাঠামোয় চ্যাসি, খালি ট্রাক এবং অন্যান্য খালি গাড়ির ফি ৫,০০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৪,২৫০ টাকা করা হয়েছে। পচনশীল পণ্য ও অপচনশীল বিপজ্জনক সামগ্রীবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে ৩,০০০ টাকা থেকে কমিয়ে ২,৫৫০ টাকা ধার্য হয়েছে। ছ'চাকা পর্যন্ত অ-পচনশীল পণ্য বহনকারী ট্রাক এখন ৫,০০০ টাকার বদলে ৪,২৫০ টাকা দেবে। ভারী মালবাহী যানবাহনের ক্ষেত্রেও বড়রকম ছাড় দেওয়া হয়েছে। ১৪ থেকে ১৮ চাকাবিশিষ্ট পচনশীল পণ্যবাহী ট্রাককে আগের ১২,০০০ টাকার বদলে ১০,২০০ টাকা দিতে হবে। ২০ চাকা এবং তার বেশি পণ্যবাহী গাড়ির ফি ১৫,০০০ টাকা থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ১২,৭৫০ টাকা।

নদী থেকে সংগৃহীত পাথরের বোল্ডার ও স্টোন চিপস পরিবহণকারী গাড়ির ক্ষেত্রেও হার কমানো হয়েছে। কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা এবং জলপাইগুড়ির ফুলবাড়ি আইসিপি-র জন্য কম হারে ট্যারিফ বিজ্ঞপ্তি করা হয়েছে। অন্যান্য লোডেড গাড়ির ক্ষেত্রে নতুন ফি ১০,০০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৮,৫০০ টাকা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সংশোধিত ফি'র ওপর প্রযোজ্য জিএসটি রিভার্স চার্জ মেকানিজম অনুযায়ী সরাসরি জিএসটি কর্তৃপক্ষকে প্রদান করতে হবে রফতানিকারকদেরই।

পথশ্রী প্রকল্পে বালিতে হবে ৭৬টি রাস্তা

সংবাদদাতা, হাওড়া : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় চালু হওয়া 'পথশ্রী' প্রকল্পের অধীনে বালি পুর এলাকায় ৭৬টি রাস্তা তৈরি হবে। লিলুয়া, বেলুড় ও বালি এলাকায় নতুন এই রাস্তাগুলি তৈরি।

কোথায়, কীভাবে রাস্তাগুলি তৈরি হবে তার মাপজোক করতে শনিবার কেএমডিএর ইঞ্জিনিয়র ও আধিকারিকরা বালির পুর প্রশাসক ও বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করলেন। ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায় জানান, বালির ৩৫টি ওয়ার্ডেই এই রাস্তাগুলি তৈরি হবে। পথশ্রী প্রকল্পে নির্মিত হবে এগুলি।

■ আগামী ৬ ডিসেম্বর গান্ধীমূর্তির নিচে তৃণমূলের সম্প্রীতি সভা। শনিবার তার প্রস্তুতি সভায় বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, অশোক দেব, শান্তিরঞ্জন কুণ্ডু-সহ ছাত্র-যুব নেতৃবৃন্দ।

এসআইআরের কাজের সঙ্গে উন্নয়নেও নজরদারির নির্দেশ

প্রতিবেদন : রাজ্যে এসআইআরের কাজে নিযুক্ত বিএলওদের সঙ্গে সর্বতভাবে সহযোগিতা করতে হবে প্রশাসনের সর্বস্তরের আধিকারিকদের। শনিবার নবান্ন থেকে জেলাশাসকদের সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন। এসআইআরের কাজের জন্য সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির কাজের গতি যাতে কোনওভাবেই থমকে না যায়, সেদিকেও বিশেষ নজর দিতে হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিনের বৈঠকে মুখ্যসচিব জানান, রাজ্য জুড়ে এসআইআরের কাজের পাশাপাশি পরিকাঠামো—সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি ঠিকমতো পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোনওভাবেই যেন এসআইআরের চাপ দেখিয়ে উন্নয়নের কাজে গাফিলতি না হয়। এদিন থেকেই জেলাগুলিতে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা চালু হওয়ায় সেই ইউনিটগুলির কার্যকারিতা নিয়েও নির্দেশ দেন মুখ্যসচিব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করা এই দরজায়-দরজায় চিকিৎসা পরিষেবা ঠিকঠাক কাজ করছে কি না, কোথাও সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত সমাধানে নজর রাখতে বলেন তিনি। 'আমাদের পাড়া-আমাদের সমাধান' প্রকল্প ২০২৬ সালের জানুয়ারির মধ্যে শেষ করতে হবে। পাশাপাশি ডিসেম্বর মাসে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে ১৬ লক্ষ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের তালিকাও খতিয়ে দেখতে হবে।

সম্পাদকীয়

23 November, 2025 • Sunday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজনৈতিক গণহত্যা

এসআইআর এখন দেশের আতঙ্ক। বাংলায় ভোটের আগে চক্রান্তের জাল বুনতে এসআইআর শুরু হয়েছে। আতঙ্কে আত্মহত্যা এবং মৃত্যুর ঘটনা ঘটেই চলেছে। শুধু বাংলায় নয়, গুজরাত, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশেও এসআইআরে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। এসআইআর যেন এখন গোটা দেশের কাছে মৃত্যুর প্রতীক। সেই কারণেই এসআইআরকে রাজনৈতিক গণহত্যা বললেন অর্থনীতিবিদ পরাকলা প্রভাকর। কে এই প্রভাকর? তিনি দেশের অর্থমন্ত্রী সীতারামনের স্বামী। স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'সার' হল মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার হাতিয়ার। মানুষ যাতে কোনও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে না পারে, সেটাই মূল উদ্দেশ্য। মানুষ সরকারকে নির্বাচিত করে। আর এখানে হচ্ছে ঠিক উল্টোটা। সরকার মানুষকে নির্বাচিত করছে। সংবিধানের কাঠামোকে ভেঙেচুরে ছারখার করে দেওয়া হচ্ছে। দেশের বৈধ ভোটারদের অহেতুক নাজেহাল কেন করা হচ্ছে তার জবাব কমিশন তথা সরকারকে দিতে হবে। আগে ছিল ভোটারের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন থাকলে সে নিয়ে কমিশনকে প্রমাণ করতে হত, এখন সেটা মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যোগেন্দ্র যাদব সাম্প্রতিক বিহারের উদাহরণ তুলে বলেছেন, তালিকায় বিহারের ২৫ হাজার এমন মানুষ রয়েছেন, যাঁদের বাবা-মায়ের ঠিকমতো পরিচয় নেই। ৮০০ ভুয়ো ভোটার বেরিয়েছে। কমিশন ব্যবস্থা নেয়নি। স্পষ্ট হচ্ছে কমিশনের আসল উদ্দেশ্য। তারা কাদের হয়ে কাজ করছে।

e-mail থেকে চিঠি

আর কত বাহানায় টাকা আটকবে মোদির সরকার?

প্রথমে হাইকোর্ট, তারপর সুপ্রিম কোর্ট, আবার হাইকোর্ট— এ রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ শুরু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সর্বশেষ নির্দেশটি এসেছিল ৭ নভেম্বর। তারপর দু'সপ্তাহ অতিক্রান্ত। আদালতের নির্দেশ মানা তো দূরের কথা, বরং নতুন বাহানা তৈরি করে রাজ্যের উপর পালটা চাপ তৈরির কৌশল নিয়েছে মোদি সরকার। ফলে একদিকে যেমন আদালত অবমাননার প্রশ্ন উঠেছে, অন্যদিকে কেন্দ্র কাজ চালু করার সবুজ সংকেত দেবে কি না, বাংলার শ্রমিকদের বকেয়া মজুরির টাকা মেটাবে কি না, সেই প্রশ্নও উঠেছে। অনেকে মনে করছেন, চলতি অর্থবর্ষে (২০২৫-'২৬) কেন্দ্রীয় বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের ১০০ দিনের কাজের জন্য কোনও অর্থ বরাদ্দ করাই হয়নি। এখন মাঝপথে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ করে সেই সমস্যা সমাধানে হয়তো আদৌ আগ্রহী নয় কেন্দ্র। আগামী বছরের এপ্রিলে রাজ্য বিধানসভার ভোট হতে পারে। তার আগে ফেব্রুয়ারি মাসে পরের আর্থিক বছরের বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে বন্ধ থাকা প্রকল্প ফের চালুর নির্দেশ দিতে পারে কেন্দ্র। এর অর্থ, আদালত যাই নির্দেশ দিক, এখনই রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ শুরুর সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। মূলত চারটি জেলায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ২০২১ সালে টাকা আটকে রেখে গোটা রাজ্যে প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দেয় কেন্দ্র। তারা একাধিকবার রাজ্যে প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে অভিযোগ খতিয়ে দেখে তা শুধরে নেওয়ার জন্য রাজ্যকে পরামর্শ দেয়। নবান্ন সেইমতো ব্যবস্থাও নেয়। কিন্তু তারপরেও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রাজ্যকে বিপাকে ফেলতে ফের প্রকল্প চালু করতে অস্বীকার করে দিল্লি। এর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়। আদালত ১ আগস্ট থেকে কাজ চালু করার নির্দেশ দেয়। আদালতের যুক্তি ছিল, দুর্নীতি রুখতে রাজ্য সরকারকে যে কোনও শর্ত দিতে পারে কেন্দ্র। কিন্তু গোটা রাজ্যে কাজ আটকে রাখা যাবে না। আদালত প্রশ্ন তোলে, দুই সরকারের বিরোধে কেন সাধারণ মানুষ ফল ভুগবে? আদালত এও জানায়, প্রয়োজনে ওই চার জেলাকে বাদ দিয়ে রাজ্যের বাকি অংশে এই কাজ চালু করতে হবে। জনস্বার্থে এই কাজ চালু হওয়া দরকার। এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় কেন্দ্র। কিন্তু শীর্ষ আদালত তাতে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে কেন্দ্রের মামলা খারিজ করে দেয়। অগত্যা মামলাটি ফিরে আসে হাইকোর্টে। রাজ্যের আদালত দ্রুত ১০০ দিনের কাজ শুরু করার নির্দেশ দেয়। তাতে মান্যতা দিচ্ছে কই কেন্দ্রের মোদি সরকার? এরা নির্লজ্জ, দুই কানকাটা। ভোটে এদের শূন্য করতে না পারলে শিক্ষা হবে না এদের।

— সোমনাথ শী, সিঙ্গুর, হুগলি

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

এঁদের এই পরিণতির জন্য দায়ী
বিজেপির এজেন্ট দানবিক কমিশন

কেউ সুইসাইড নোটে লিখছেন, 'আমার পরিণতির জন্য কমিশন দায়ী', কেউ আবার লিখছেন, 'কোনওভাবেই চাপ নিতে পারছি না। এসআইআরের কাজ করতে পারছি না।' একের পর এক বিএলও আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। আর তাই নিয়ে নীরব বিজেপির এজেন্ট নির্বাচন কমিশন। মজা করছে বিজেপি। হে ঈশ্বর! এদের কি শাস্তি হবে না? জানতে চাইছেন **অনির্বাণ সাহা**

১৯ নভেম্বর, ২০২৫, বুধবার। ভোরবেলা জলপাইগুড়ির মাল ব্লকের নিউ গ্লেনকো চা বাগান এলাকায় উদ্ধার হল শান্তিমুনি ওঁরাওয়ের দেহ। ঝুলন্ত দেহ। বিএলও ছিলেন। অঙ্গনওয়াড়ির কর্মী ছিলেন। এসআইআর প্রক্রিয়ায় রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০/১০১ নম্বর বুথের বিএলও-র দায়িত্ব পান তিনি। ১৮ নভেম্বর রাতে অন্যান্য দিনের মতো খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমোতে যান শান্তিমুনি। বুধবার ভোরে বাড়ির সংলগ্ন একটি গাছ থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। জানা যায় কাজের চাপেই আত্মহত্যা করেছেন।

এরপর ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কোন্নগরের বুথ লেভেল অফিসার তপতী বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আপাতত সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। বুধবার কোন্নগর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করছিলেন তপতী। আচমকাই অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তপতী কোন্নগর নবগ্রামের বাসিন্দা এবং পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। তপতীর স্বামীর দাবি, এসআইআর-এর ফর্ম বিলি করা, তা জমা নেওয়া, তার তথ্য অ্যাপে আপলোড করার কাজের চাপ তপতী নিতে পারছিলেন না। নাজেহাল হয়ে পড়েছিলেন গত কয়েক দিনে। ইন্টারনেটের সমস্যার কারণে কিউআর কোড স্ক্যান করে ফর্মের তথ্য আপলোড করা যাচ্ছিল না। চিন্তায় রাতে ঘুমোতে পারছিলেন না তাঁর স্ত্রী। অভিযোগ, ফর্ম জমা নেওয়ার জন্য ঘন ঘন ফোন আসছিল। তপতী পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। সেই কারণে তাঁর সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে।

কিছুদিন আগে পূর্ব বর্ধমান জেলায় ব্রেন স্ট্রোক হয়ে মৃত্যু হয়েছে নমিতা হাঁসাদ নামে এক বিএলও-র। তিনি মেমারির চক বলরামপুরে ২৭৮ নম্বর বুথের বিএলও ছিলেন। সেই সঙ্গে অঙ্গনওয়ারির কর্মীও ছিলেন। এনুমারেশন ফর্ম বাড়ি বাড়ি বিলি করার সময়ই ব্রেন স্ট্রোক হয় বলে অভিযোগ তাঁর পরিবারের।

আর শনিবার ২২ নভেম্বর ফের বিএলও-র মৃত্যু। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী। বাড়ি থেকে দেহ উদ্ধার। পরিবারের দাবি, কাজের চাপে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন বিএলও রিঙ্কু তরফদার। বছর ৫৪-র ওই বিএলও বাঙালঝি স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের পার্শ্বশিক্ষক ছিলেন। চাপড়া ২ নম্বর পঞ্চায়েতের ২০১ নম্বর বুথের বিএলও হিসেবে কাজ করছিলেন তিনি। কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার ষষ্ঠীতলা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার সকালে বাড়ি থেকে গলায় ফাঁস দেওয়া ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেন পরিবারের সদস্যরা। চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে রিঙ্কুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন তিনি। এরপরেই খবর দেওয়া হয় কোতোয়ালি থানায়।

ঘটনাস্থল থেকে একটি 'সুইসাইড নোট' উদ্ধার হয়েছে। সুইসাইড নোট'-এ ওই বিএলও-র অভিযোগ, তিনি পার্শ্ব শিক্ষিকা, বেতন কম পান। অফলাইনের কাজ প্রায় ৭৫ শতাংশ শেষ করে ফেলেছিলেন। অনলাইনে সড়গড় নন, সে কথা চিঠিতে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর আরও অভিযোগ, বিডিও অফিস এবং সুপারভাইজারকে বলেও কোনও সমাধান হয়নি। সন্তানের উদ্দেশে তিনি লিখেছেন, 'প্রতিষ্ঠিত হও, বাবাকে দেখো।' পরিবারের একজনের নাম ভুল থাকায় অনলাইনের

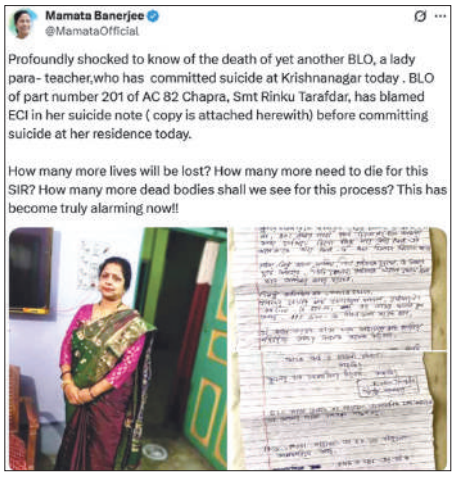

পরিবর্তে তাঁকে অফলাইনে ফর্ম পূরণ করতে হবে বলেও চিঠিতে লিখেছেন তিনি। তাঁর কাছে থাকা ফর্ম কোথায় রয়েছে, তাও ওই চিঠিতে জানিয়েছেন। শিক্ষিকার আক্ষেপ, 'এখন আমার সুখের সময়। তাও এরা বাঁচতে দিল না।'

শনিবারই কোচবিহারে মৃত্যু হয়েছে আর এক বুথ লেভেল অফিসারের। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান শীতলখুচির বাসিন্দা ললিত অধিকারী (৫৩)। ললিত কোচবিহারের শীতলখুচির বড়ধাপের চাত্রা গ্রামের গোঁসাইঘাট এলাকার বাসিন্দা। মহিষমুড়ি শিয়ালডাঙা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। ২০৫ নম্বর বুথের বিএলও-র দায়িত্ব পালন করছিলেন। রোজকার মতো বৃহস্পতিবার সকালে স্কুলে যান ললিত। স্কুলের ডিউটি সেরে বার হন এসআইআরের কাজে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মাথাভাঙার ধরলা নদীর উপর পঞ্চানন উড়ালপুলের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন ললিত। সেই পঞ্চানন উড়ালপুলের কাছে ওই তাঁর বাইকের সঙ্গে একটি পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বাইক থেকে ছিটকে পড়েন রাস্তায়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে মাথাভাঙা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পরেও অবস্থার উন্নতি না-হওয়ায় কোচবিহারের এক বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ললিতের। মৃতের স্ত্রী শ্যামলী অধিকারী বলেন, "স্কুলে যাওয়ার আগেও বাড়িতে বসে এসআইআরের কিছু কাজ সারেন। তার পরে স্কুলে যান। তার পরে আবার বার হন এসআইআরের কাজে।" অর্থাৎ, পথ দুর্ঘটনাকালে তাঁর মাথায় ঘুরছিল এস আই আর সংক্রান্ত উদ্বেগ। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, এমন চিত্র গোটা ভারত জুড়ে। কাজের চাপে বিএলওদের আত্মঘাতী হওয়ার অভিযোগ আসছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই।

'কোনওভাবেই চাপ নিতে পারছি না। এসআইআরের কাজ করতে পারছি না। গত কয়েকদিন ধরেই সমস্যার মধ্যে আছি। ভেরি স্যরি। আমার প্রিয় স্ত্রী সঙ্গীতা, আদরের (সন্তান) কৃশ।' —পকেটে এমনই এক চিরকূট লিখে আত্মঘাতী হলেন ৪০ বছরের অরবিন্দ ভাদের। মোদির রাজ্য গুজরাতের ছারা গ্রামের কোডিনার এলাকার বিএলও। এবং গুজরাতে শুক্রবারের ওই ঘটনা প্রথম নয়। এর আগেও হয়েছে।

কিন্তু নিষ্ঠুর অমানবিক নির্বাচন কমিশনের কোনও হেলদোল নেই। মানবিকতার 'ম'-টুকু নেই বিজেপির এজেন্ট এই ইসি-র। আর্থিক ক্ষতিপূরণও দেবে না। মৃত্যুর কারণ কাজের চাপ বলেও মানতে নারাজ তারা। বলা হচ্ছে, বিএলও'রা রাজ্য সরকারের কর্মী। ফলে যদি কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, সেটা রাজ্য সরকারই তাদের সরকারি নিয়ম মোতাবেক করবে। কিন্তু বিএলও'রা তো ভারতের নির্বাচন কমিশনেরই কাজ করছে। রাজ্যের নয়। তাহলে? প্রশ্ন করার কমিশন চুপ।

আর কত জীবন যাবে? এই এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়ার জন্য আরও কতকে মরতে হবে? কত মৃতদেহ দেখলে কমিশনের (Election Commission) হুঁশ হবে? প্রশ্নগুলো শুধু জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নয়। প্রশ্নগুলো আমাদের সবার। যাদের মধ্যে মানবিকতার কণামাত্র আছে, তাদেরই।

প্রশাসনিক চাহিদা, কাজের টার্গেট পূরণের চাপ এবং কোনও ভুল হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আতঙ্ক— সব মিলিয়েই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছেন বিএলও-রা। আর সেটা জানার পর অবলাকান্ত হাফপ্যান্ট মন্ত্রী, কাঁথির গদ্দার কুলের মেজো পোদ্দার, এরা মশকরা করছে।

মৃত্যু নিয়ে মশকরা! ছিঃ, বিজেপি ছিঃ!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আগামী সোমবার প্রকাশিত হতে পারে এসএসসির নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল

বনগাঁয় জনসভা মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় জোর, ট্রায়াল রান

সংবাদদাতা, বনগাঁ : মঙ্গলবার মতুয়া-গড়ে মুখ্যমন্ত্রী। একাধিক কর্মসূচি নিয়ে বনগাঁয় আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মসূচির তালিকায় রয়েছে জনসভা, পদযাত্রা ও প্রতিবাদ মিছিল। মতুয়া-গড়ে এসে বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কে জনসভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরনগর পর্যন্ত পদযাত্রা করবেন। সেই জনসভা নিয়ে শনিবার থেকেই শুরু হয়ে গেল প্রস্তুতি। এদিন বনগাঁয় মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শন করলেন নিরাপত্তা আধিকারিকরা। কিষান মান্ডি হেলিপ্যাডে হল কপ্টারের ট্রায়াল রান। সভাস্থলের নিরাপত্তা পরিদর্শনে ছিলেন এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার, ডিআইজি (বারাসত) রেঞ্জ ভাস্কর, বনগাঁর এসপি, এসডিও-সহ অন্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর, বনগাঁ তৃণমূলের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস-সহ অন্যরা। মঙ্গলবার বাংলায় বিজেপি-কমিশনের এসআইআর-চক্রান্তের প্রতিবাদে মতুয়া-গড়ে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মতুয়া-প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করবেন, কথা বলবেন। বনগাঁর সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এসআইআর-বিরোধিতায় গর্জে উঠবে গোটা মতুয়া সম্প্রদায়।

■ আসবেন মুখ্যমন্ত্রী। চলছে হেলিপ্যাডের ট্রায়াল।

সাগরে নিম্নচাপ বাড়বে তাপমাত্রা

প্রতিবেদন: গত কয়েক দিনে রাতের তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি বেড়ে গিয়েছে। ফলে নভেম্বরেও চালাতে হচ্ছে পাখা। শহর কলকাতায় রীতিমতো গরম লাগছে। দুপুরে ঘাম হচ্ছে। আজ পর্যন্ত দিনের তাপমাত্রা আরও বাড়বে। এমনকী দুপুরের দিকে তাপমাত্রা ছাড়াতে পারে ৩০ ডিগ্রি। তবে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে রাতের দিকে তাপমাত্রা নামতে পারে ১৪ ডিগ্রি পর্যন্ত। ভোরের দিকে কুয়াশার দেখা মিলবে বেশ কিছু জেলায়। দার্জিলিঙের কিছু জায়গায় সোমবার পর্যন্ত হালকা বৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু অন্য জেলাগুলিতে আবহাওয়া শুষ্কই থাকবে। নভেম্বরে আর জাঁকিয়ে শীত ফেরার কোনও সম্ভাবনা দেখছেন না আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা। ডিসেম্বরের ১০ তারিখের পর ফিরতে চলেছে শীত। নতুন করে কোনও বাধা তৈরি হয়ে পথের কাঁটা না হলে বড়দিন অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত জাঁকিয়ে শীতের স্পেল চলতে পারে। আগামী মঙ্গলবার বিকেলের পর থেকে মেঘলা হবে দক্ষিণবঙ্গের আকাশ। বুধ, বৃহস্পতিবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে উপকূল এবং লাগোয়া দুই জেলায়।

■ দেগঙ্গায় বাংলার ভোটরক্ষা শিবিরে মানুষকে সহায়তা দিতে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে উপস্থিত সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার।

■ ১১৬ বিধাননগর বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে দিশারী হলে এসআইআর নিয়ে আলোচনাসভা। ছিলেন মন্ত্রী সুজিত বসু, মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী ও কাউন্সিলররা।

কসবার হোটেলে যুবকের দেহ

প্রতিবেদন : পার্ক স্ট্রিটের পর কসবা। ফের হোটেলের রুমে উদ্ধার যুবকের দেহ। শনিবার রাজডাঙা এলাকার হোটেল কনস্যুলেট-এর রুম থেকে মিলল বীরভূমের যুবকের দেহ। কসবা থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ-কুকুর নিয়ে চলে তল্লাশি। যান যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) রূপেশ কুমার, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ও লালবাজারের হোমিসাইড বিভাগের তদন্তকারীরা। মৃত যুবক আদর্শ লোসাঙ্কা (৩৩) বীরভূমের দুবরাজপুরের বাসিন্দা। পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ওই যুবক সল্টলেকের এক বহুজাতিক সংস্থায় কাজ করতেন। শুক্রবার রাত সাড়ে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে কসবার ওই হোটেলে চেক-ইন করেন আদর্শ। মধ্যরাত নাগাদ বাকি দু'জন বেরিয়ে যায়। শনিবার সকালে রুম সার্ভিসে গিয়ে হোটেলকর্মী বন্ধ ঘরে যুবকের অর্ধনগ্ন ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখতে পায়। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্তে নেমেছে।

মাটিয়ায় উদ্ধার মহিলার দেহ

প্রতিবেদন : অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার ক্ষতবিক্ষত গলাকাটা রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য বসিরহাট মহকুমার মাটিয়া থানার শ্রীনগর মাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সাংবেরিয়া ধানকল এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই মহিলার আনুমানিক বয়স ৫২ বছর। মহিলার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন এমনকী মাথায় কোপের দাগ রয়েছে। তদন্তে মাটিয়া থানার পুলিশ। দুপুর পর্যন্ত এই মহিলার কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি।

আগামী সপ্তাহেই বিএলওদের টাকা, এবার বেড়ে ১৮ হাজার

প্রতিবেদন : বিএলওদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। ২২ নভেম্বর শনিবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন ভোটকর্মী ও বিএলও ঐক্যমঞ্চের প্রতিনিধিরা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল জানান, বিএলওদের পারিশ্রমিক বেড়ে হচ্ছে ১৮ হাজার টাকা। পারিশ্রমিক আগেই ৬ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২ হাজার টাকা করা হয়। এখন তা দাঁড়াল ১৮ হাজার টাকা। ডিজিটাইজেশনের জন্য ডেটা খরচও বিএলওদের দেওয়া হবে। এছাড়া এসআইআরের এনুমারেশন প্রক্রিয়ায় যাঁরা দৃষ্টান্তমূলক দক্ষতা দেখিয়েছেন, সেই সমস্ত বিএলওদের পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। যে সমস্ত বিএলও তাঁদের নিজস্ব বুথে ৯৯ শতাংশের বেশি ফর্ম সংগ্রহ ও ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন করেছেন, তাঁদের বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হবে।

সিইওর ডাকে জরুরি বৈঠক

প্রতিবেদন : রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ায় এনুমারেশন ফর্ম পূরণ ও সংগ্রহের শেষ পর্বে বিএলও অ্যাপ ও সার্ভারের সমস্যা নিরসনে জরুরি বৈঠক ডাকলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। আগামী সোমবার দুপুরে এই কাজে নিযুক্ত সমস্ত এজেন্সি ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন তিনি। সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগত বিপর্যয়ে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিএলও, সবাই সমস্যায় পড়েছেন। ডেটা আপলোড, যাচাইকরণ ও ডিজিটাইজেশনের প্রক্রিয়া শ্লথ হয়ে পড়ায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ফর্ম আপলোড করতে সমস্যায় পড়ছেন বিএলওরা। ফলে চাপ বাড়ছে তাঁদের উপর। প্রযুক্তিগত এই সমস্যা মেটাতে তাই এগিয়ে এল সিইও দফতর। সোমবারের বৈঠকে সার্ভার ডাউন-এর কারণ, প্রযুক্তিগত ঘাটতি, তাৎক্ষণিক সমাধান এবং বিকল্প ব্যাক-আপ ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে জানা গেছে। কমিশনের তরফে স্পষ্ট বার্তা প্রযুক্তিগত সমস্যার দ্রুত সমাধান করতেই হবে, না হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা কঠিন হয়ে পড়বে।

মহিলাকে অশ্লীল প্রস্তাব দিয়ে ধৃত ডেলিভারি বয়

সংবাদদাতা, হুগলি : অর্ডার পৌঁছে দিয়ে মহিলা গ্রাহককে অশ্লীল প্রস্তাব ডেলিভারি বয়ের। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ওই অভিযুক্তকে খুঁজে বের করে গণধোলাই দিল ক্ষুব্ধ জনতা। অভিযুক্ত যুবকের নাম ইমতিয়াজ লস্কর। ঘটনাটি ঘটেছে ডানকুনি এলাকায়। শুক্রবার রাতে বেশ কিছু জিনিস অনলাইনে অর্ডার করেছিলেন বছর ১৮-র এক তরুণী। সেই অর্ডার ডেলিভারি দিতে আসে ইমতিয়াজ। ফিরে যাওয়ার সময় তরুণীকে অভিযুক্ত অশ্লীল প্রস্তাব দেয় এবং অশালীন অঙ্গভঙ্গি করে। প্রতিবাদ জানালে দ্রুত এলাকা থেকে চম্পট দেয় সে। গোটা বিষয়টি সমাজ মাধ্যমে জানিয়েছেন ওই নির্যাতিতা। এরপরেই অভিযুক্ত যুবকের নাম এবং ফোন নম্বর জোগাড় করে তাকে ডাকা হয়। যুবক মহিলার বাড়ির সামনে এলে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত যুবককে ধরে গণধোলাই দেন। অভিযুক্ত যুবকের বাড়ি চণ্ডীতলা থানা এলাকার গোবরা অঞ্চলে।

ফের মেট্রোয় আত্মহত্যার চেষ্টা

প্রতিবেদন : আবার ব্যাহত মেট্রো পরিষেবা। নিরাপত্তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শনিবার দুপুরে কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে আত্মহত্যার চেষ্টা সেন্ট্রাল স্টেশনে দক্ষিণেশ্বরগামী মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেন এক ব্যক্তি। ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় বন্ধ হতে যায় পরিষেবা। হয়রানির শিকার হতে হয় বাকি যাত্রীদের। মেট্রো কর্তৃপক্ষের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেন যাত্রীরা। এদিকে ওই ব্যক্তিকে তখনই মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাসপাতালে। মেট্রোতে আত্মহত্যা যেন রোজকার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এত সিসিটিভি লাগিয়ে, নজরদারি বাড়িয়ে তাহলে লাভ কী হচ্ছে। যাত্রীদের হয়রানি তো কমছে না বিন্দুমাত্রও, এর উপর তো যান্ত্রিক ত্রুটি লেগেই রয়েছে। সব মিলিয়ে মেট্রোর অবস্থা যে তথৈবচ তা বলাই যায়।

জঞ্জালমুক্ত বারাসত গড়ার লক্ষ্যে রোড ম্যাপ নিয়ে বৈঠকে পুরপ্রধান

সংবাদদাতা, বারাসত : উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সদর বারাসতকে আবর্জনামুক্ত করার দাবি উঠেছিল। নতুন দায়িত্ব নিয়েই বারাসতের পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় সেই কাজকে প্রাধান্য দিলেন। শনিবার বারাসতকে সম্পূর্ণ আবর্জনামুক্ত করার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সুডার আধিকারিকদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয় পুরসভায়। এদিন পুরসভায় পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের (সুডা) স্পেশাল সেক্রেটারি ও ডাইরেক্টর জলি চৌধুরী, ডেপুটি ডাইরেক্টর অমিতাভ দাশগুপ্ত-সহ সুডার কর্তাদের উপস্থিতিতে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। আলোচনায় উঠে আসে বারাসত শহরকে সম্পূর্ণ আবর্জনা-মুক্ত করার রোডম্যাপ। আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শহরের সৌন্দর্যায়ন, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন। ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কৌশল নিয়েও এদিন আলোচনা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়, উপপ্রধান তাপস দাশগুপ্ত-সহ সিআইসি ও কাউন্সিলররা। পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় জানান, এদিন সকলের উপস্থিতিতে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। আগামী দিনে বারাসতকে আরও পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তুলতে পুরসভার সকলেই অগ্রণী ভূমিকা নেবে বলে আশা করছি। আপাতত শহর পরিষ্কারের কাজ ২৪ ঘণ্টা চলবে। তদারকি করার জন্য লোক নিয়োগ করা হয়েছে। আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কাজ শেষ হয়ে যাবে। ফলে মার্চ থেকেই বারাসত সম্পূর্ণ আবর্জনা মুক্ত হয়ে যাবে বলে জানান সুনীল মুখোপাধ্যায়।

■ সুডার আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক বারাসতের পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়। শনিবার।

রাজ্য
23 November, 2025 • Sunday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হুগলি জেলার ১০টি বিধানসভাকে ১০টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র প্রদান করা হল। শনিবার বলাগড়ে এর উদ্বোধন করেন সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া

লেবার কোডের বিরোধিতায় কর্মিসভায় চড়া সুর ঋতব্রতর

৮ ঘণ্টার বেশি বাড়ানো যাবে না কাজের সময়

প্রতিবেদন : কাজের সময় বাড়ানো যাবে না! কোনও শ্রমিককে ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করানো যাবে না! ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার রক্ষার্থে কেন্দ্রের শ্রমিক-বিরোধী শ্রমকোডের বিরোধিতায় গর্জে উঠলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বিধাননগরে বিদ্যুৎভবনের বাইরে আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত তৃণমূল ইউনিয়ন ফর পাওয়ার এমপ্লয়িজ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিদ্যুৎকর্মীদের শ্রমিক সমাবেশে আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সভাপতির মুখে উঠে আসে শ্রমকোড থেকে এসআইআর-এর প্রসঙ্গ। নিউ জলপাইগুড়ি, কাঁথির পর সল্টলেকে বিদ্যুৎ কর্মীদের তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নের এই শ্রমিক সমাবেশেও উপচে পড়ল শ্রমিকদের উপস্থিতি। আইএনটিটিইউসি'র তরফে 'বাংলার শ্রমিকের অঙ্গীকার, ছাব্বিশে দিদির সরকার' স্লোগান নিয়ে আগামী জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে এই লাগাতার শ্রমিক সমাবেশ চলবে।

■ আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত তৃণমূল ইউনিয়ন ফর পাওয়ার এমপ্লয়িজ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর কর্মী সমাবেশে বক্তা রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার।

এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকার চারটি শ্রমকোড বলবৎ করেছে। বাংলা-সহ অন্য বেশ কিছু রাজ্যের ট্রেড ইউনিয়নের ধারাবাহিক আপত্তি রয়েছে এই শ্রমকোডগুলি নিয়ে। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের খেটে খাওয়া শ্রমিক শ্রেণির জন্য যে শ্রমআইন তৈরি হয়, বিজেপি সরকার সেই ২৯টি শ্রমআইন বাতিল করে শ্রমকোড বলবৎ করছে। ২০১৯ সালে একটি ও ২০২০ সালে তিনটি শ্রমকোড পার্লামেন্টে পাশ হয়। সংসদে তখন কোনও বিরোধী নেই। কৃষিবিল নিয়ে প্রতিবাদের সুযোগে বিরোধীশূন্য সংসদে কেন্দ্রীয় সরকার সেই শ্রমকোড পাশ করে। দেশের প্রায় সমস্ত স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন এই শ্রমকোডের বিরোধিতা করেছে। কারণ, এই শ্রমকোড চালু হওয়া মানে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার চলে যাওয়া। তা সত্ত্বেও গায়ের জোরে শ্রমকোড পাশ করেছে বিজেপি সরকার! তাঁর আরও সংযোজন, এই শ্রমকোডে আমাদের প্রধান আপত্তি কাজের সময়। একজন মানুষ ৮ ঘণ্টা কাজ করবেন, ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম করবেন, ৮ ঘণ্টা তাঁর নিজের প্রয়োজনীয় কাজ করবেন। এই সিস্টেম আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। কিন্তু ৮ ঘণ্টা কাজের যে প্রাতিষ্ঠানিক এবং সাংবিধানিক অধিকার, কেন্দ্রের এই শ্রমকোড সেই অধিকারের বিরুদ্ধে!

■ শনিবার টালিগঞ্জের ১১৩ নং ওয়ার্ডে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প এবং কলকাতা পুরসভার আর্থিক সহযোগিতায় নিরঞ্জনপল্লি প্লট ১৯৩ ট্যাঙ্ক পুকুর, নিরঞ্জনপল্লি ব্লক এ পুকুর ও নিরঞ্জনপল্লি প্লট ২০৪ ট্যাঙ্ক পুকুর-এর সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের উদ্বোধন করলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন বরো চেয়ারম্যান তারকেশ্বর চক্রবর্তী, স্থানীয় কাউন্সিলর অনিতা কর মজুমদার, তপন দাশগুপ্ত ও বিশ্বজিৎ মণ্ডল।

রিয়াল-টাইম দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবার রাজ্যের শিল্পতালুকগুলিতে

প্রতিবেদন : রাজ্যের শিল্পতালুকগুলির দূষণ নিয়ন্ত্রণে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে শিল্পপার্কগুলিতে প্রথমবার রিয়াল-টাইম পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বসানো হচ্ছে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে পার্কগুলির ভেতরে বাতাসের মান ও শব্দদূষণ সম্পর্কে মুহূর্তে তথ্য পাওয়া যাবে।

উত্তর ২৪ পরগনার মানিকাঞ্চন বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, কলকাতার পরিচয় পোশাক পার্ক, নৈহাটির ঋষি বঙ্কিম শিল্পোদ্যান এবং পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া শিল্পপার্ক— এই পাঁচটি জায়গায় শুরু হবে পরিষেবা। কর্মতৎপরতা এবং বিভিন্নরকমের শিল্প ইউনিট থাকার কারণে এই তালুকগুলোকেই প্রথম ধাপে বেছে নেওয়া হয়েছে। রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, শিল্পতালুকগুলিতে ক্লাউড-সংযুক্ত মনিটরিং ইউনিট বসানো হবে, যা বাতাসে ক্ষুদ্র কণার পরিমাণ, ধূলিকণা, বিভিন্ন গ্যাস ও শব্দস্তর পরিমাপ করবে। সঙ্গে ধুলো ও ভাসমান কণাকে দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করার প্রযুক্তিও বসানো হবে। প্রতিটি

শিল্পতালুকের প্রধান প্রবেশদ্বারে বড় আকারের স্ক্রিন বসানো হবে, যেখানে রিয়াল-টাইম দূষণ মাত্রা প্রকাশ পাবে। এতে শ্রমিক, উদ্যোক্তা ও আগত সাধারণ মানুষ এক নজরে পরিবেশের অবস্থা দেখতে পারবেন।

রাজ্য চাইছে একটি ব্যবস্থাপনা— যেখানে কোনও পার্কে দূষণের মাত্রা হঠাৎ বেড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সতর্কবার্তা যাবে এবং সংশ্লিষ্ট অফিসার দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারবেন। নিযুক্ত সংস্থাকে ছ'মাসের মধ্যে সমস্ত ইউনিট বসানো ও কমিশনিংয়ের কাজ শেষ করতে হবে। অধিকাংশ যন্ত্রের জন্য টেন্ডারে ৩৬ মাসের রক্ষণাবেক্ষণের শর্ত রাখা হয়েছে, যাতে এগুলি সবসময় কার্যকর থাকে। প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের কথায়, যন্ত্রপাতিগুলি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতেই হবে এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলিতে ব্যবহারের পূর্ব ইতিহাস থাকা আবশ্যক। দীর্ঘমেয়াদি তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ—যেখানে বছর বছর দূষণের প্রবণতা বোঝা যাবে, ভবিষ্যৎ শিল্প সম্প্রসারণ ও পরিকাঠামো পরিকল্পনায় ব্যবহার হবে এবং একইসঙ্গে নিরাপত্তা ও দায়বদ্ধতা বাড়বে।

বস্ত্র উপহার ও ভোগ বিতরণ

প্রতিবেদন : হাওড়ার দাসনগরে সানপুর তারা মা সমিতির উদ্যোগে মা তারার পুজো, শীতবস্ত্র উপহার থেকে শুরু করে মায়ের ভোগ বিতরণ, অন্নকূট উৎসব ও মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হল। বুধবার থেকে শুরু হওয়া এই পুজো ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষ হবে আজ, রবিবার এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। শীতবস্ত্র উপহারের মাধ্যমে পুজোর সূচনা করেন পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমিতির সভাপতি সমীর পণ্ডিত, পার্থ মাঝি, লিটু বাগ, প্রভাস সাহা প্রমুখ। তারা মা সমিতির যুগ্ম সম্পাদক মেঘনাথ মান্না ও প্রভাত বারিক জানান, শতাধিক মানুষের হাতে শীতবস্ত্র উপহার দেওয়া হয়। পুজোর ক'দিন কয়েক হাজার মানুষের সমাগম হয়েছিল সমিতির মন্দির প্রাঙ্গণে।

■ কলকাতা লেদার কমপ্লেক্সে অগ্নিকাণ্ডের জেরে আহতদের দেখতে এসএসকেএম হাসপাতালে মন্ত্রী মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শনিবার।

লেদার কমপ্লেক্সে আগুন হাসপাতালে গেলেন মন্ত্রী

প্রতিবেদন : বানতলার চর্মনগরীতে বিধ্বংসী আগুন। শনিবার চর্মনগরীর ৯ নম্বর জোনের ৬৫ নম্বর প্লটের এক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে অগ্নিদগ্ধ হন বেশ কয়েকজন শ্রমিক। প্রচুর পরিমাণে চামড়ার দাহ্য বস্তু মজুত থাকায় আগুন মুহূর্তে ভয়াবহ আকার নেয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের অন্তত ২০টি ইঞ্জিন। ঘটনাস্থলে রয়েছে পুলিশ বাহিনী। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। অগ্নিদগ্ধদের দ্রুত উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে ক্ষত কতটা গুরুতর, জানার চেষ্টা করেন।

সাংসদ কল্যাণের নিশানায় ফের রাজ্যপাল

সংবাদদাতা, হুগলি : ফের একবার রাজ্যপালকে নিশানা করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, কৃষ্ণের দশ অবতারের মতো রাজ্যপালও হলেন এক অবতার। শনিবার চণ্ডীতলায় তৃণমূলের এসআইআর সহায়তা কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল সাংসদ। মাঠ পর্যায় থেকে তিনি সমস্তটা পর্যবেক্ষণ করেন। বিএলওদের সঙ্গে থেকে সাধারণ মানুষকে এসআইআর ফর্ম পূরণে সহায়তা করেন তিনি। সেখান থেকে বিএলওদের ওপর হওয়া চাপ নিয়ে সরব হন তৃণমূল সাংসদ। তিনি বলেন, বিএলওদের ওপর একটা অস্বাভাবিক চাপ আসছে। মুখ্য উপনির্বাচন আধিকারিকের কাছে আমি অনুরোধ করব, এসি ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে এঁদের অবস্থা একটু দেখুন। যারা গ্রামে থাকে তাদের নেটওয়ার্কের সমস্যা হয়। তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশনের জেদের জন্য একাধিক

মানুষ মারা যাচ্ছে। যেখানে ঠিকমতো নেটওয়ার্ক কাজ করে না সেখানে বিএলওরা কাজ করবেন কীভাবে। সেই বিষয়গুলো একটু নিজেরা দেখুন। এদিন রাজ্যপালকে নিশানা করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যপাল হচ্ছে কৃষ্ণের দশ অবতারের মতো এক অবতার। অনেক কিছুই উনি লেখেন কিন্তু কোনওটাই কেউ পড়ে না। তাতে কোনও লাভও হয় না। শুধু রাজ্য সরকারের টাকাগুলো ধ্বংস হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শনিবার সকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড নাগরাকাটায়। পুড়ে গেল বাড়ি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল। শটসার্কিটের ফলে আগুন বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান

আমার বাংলা
23 November, 2025 • Sunday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

কেন্দ্র করেনি, ভাঙন থেকে গ্রাম বাঁচাতে উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য

■ এই নদী বরাবর তৈরি হবে বাঁধ। (ডানদিকে) নির্মাণের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে প্রকাশ চিক বড়াইক, বিনোদ মিঞ্জ, কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জুলি লামা।

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: ভুটান থেকে উত্তরবঙ্গে নেমে আসা নদীগুলির প্রভাব মোকাবিলায় ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশনের দাবি জানিয়েছিল রাজ্য। সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদে এই প্রস্তাব তোলেন কিন্তু কেন্দ্র খারিজ করে। এর জেরে একের পর এক দুর্যোগের মুখোমুখি হতে হয়েছে উত্তরকে। গত অক্টোবরেই ভুটানের নদীর জলে ভেসেছে উত্তর। এবার ভুটান সীমান্তের ওই খরস্রোতা নদীর গ্রাস থেকে লাগোয়া উত্তর গ্রামগুলি বাঁচাতে উদ্যোগ নিল রাজ্য। বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। প্রতিবছরই নিয়ম করে সংকোশ নদী, ভুটান থেকে নেমে আসা জলরাশির ক্ষমতায় বলিয়ান হয়ে নদীগর্ভে নিয়ে যায় বিত্তিবাড়ি গ্রামের বিঘের পর বিঘে জমি। আর উপরি পাওনা হিসেবে প্লাবিত করে পুরো গ্রামকে। বাম আমলে এই গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে দুয়োরানির মতো আচরণ ছিল রাজ্য সরকারের। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হতেই, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে শুরু করে গ্রামের বাসিন্দাদের। এই ব্লকের বাসিন্দা রাজ্যসভার সাংসদ তথা জেলা তৃণমূলের সভাপতি প্রকাশ চিক বড়াইক, গ্রামের বাসিন্দাদের যন্ত্রণার কথা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হন, এই গ্রাম বাঁচানোর স্বার্থে। শেষ পর্যন্ত ২০২৪ সাল থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছায় জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্যোগ কাটতে শুরু করে বিত্তিবাড়ির বাসিন্দাদের। গতবছর আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে ওই গ্রামের সংকোশ নদীর তীর বরাবর ৫০০ মিটারের একটি গ্রাম রক্ষাকারী বোল্ডার বাঁধের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। নিয়ম করে এবারের বর্ষাতেও বিত্তিবাড়িতে নদী ভাঙন হয়েছে ও গ্রামে বন্যাও হয়েছে, তবে তার প্রকোপ ছিল অনেকটাই কম, নতুন ওই বাঁধের কারণে। রবিবার ফের একবার বিত্তিবাড়ি গ্রামেরই অন্য একটি অংশে আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে সংকোশ নদীকে শাসন করতে ৭০০ মিটার বোল্ডার বাঁধের কাজের সূচনা করেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক। বাঁধের এই অর্থমঞ্জুরের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান প্রকাশ। আর নতুন বাঁধের কাজ শুরু হওয়াতে, খুশি গ্রামের বাসিন্দারাও।

শ্রমিকদের সহায়তা

■ এসআইআর আতঙ্কে চা-বাগানের শ্রমিকরা। তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি। চা-বাগান এলাকায় হয়েছে সহায়তা কেন্দ্র। শ্রমিকদের ফর্ম পূরণে সহায়তা করছেন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। শনিবার দার্জিলিং জেলার আশাপুর, বেলগাছি ও মারাপুর চা-বাগানে বাংলার ভোট রক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিকদের নিজে ফর্ম ফিলাপ করে দেন দার্জিলিং জেলা সমতলের আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নির্জল দে।

অভিযোগে বহিষ্কার

■ রাজ্যের নির্দেশে কোচবিহারের তৃণমূল কংগ্রেসের ২ নং ব্লক সভাপতি সজল সরকারকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্লক সভাপতিকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। এদিন নতুন ব্লক সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় শুভঙ্কর দে'কে। অক্টোবর মাসে কোচবিহার ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে সজল সরকারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে দায়িত্ব পাওয়ার পরে বিভিন্ন সভা থেকে দলবিরোধী কথা বলায় তাঁকে শোকজ করে তৃণমূল কংগ্রেস জেলা নেতৃত্ব। জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সজল সরকারকে। একটি অভিযোগ রয়েছে, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করলে পরবর্তীতে রাজ্য কমিটি যেভাবে নির্দেশ দেবে সেভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ময়দানে লোকশিল্পীরা

■ লোকগানের মাধ্যমে এসআইআরের সহায়তা। অভিনব উদ্যোগ নিল হেমতাবাদ ব্লক প্রশাসন। শনিবার একটি ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে করে লোকশিল্পীদের বিভিন্ন এলাকায় পরিক্রমা করাল হেমতাবাদ ব্লক প্রশাসন। এই লোকশিল্পীরা গানের মাধ্যমে গ্রামের মানুষদের এসআইআর ফর্ম পূরণ করার সচেতনতার কাজ করছেন। হেমতাবাদের বিডিও বিশ্বজিৎ দত্ত জানিয়েছেন, এসআইআর ফর্ম পূরণ ও ফর্ম জমা করার কাজে গতি আনতে এবারে লোকশিল্পীদের নিয়ে হেমতাবাদ ব্লক প্রশাসন গান বেঁধে প্রচার কর্মসূচি শুরু করল। ছিলেন হেমতাবাদের বিডিও বিশ্বজিৎ দত্ত, জয়েন্ট বিডিও দুলালচন্দ্র পাল সহ অন্যরা।

এসআইআর মানুষকে দিশাহারা করেছে: সামিরুল

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: নদিয়ায় এক বিএলও'র মর্মান্তিক আত্মহত্যা! সুইসাইড নোটে স্পষ্ট লিখে গিয়েছেন, তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী এসআইআর এবং নির্বাচন কমিশনের চাপ। নির্বাচন কমিশন এসআইআরের নামে মানুষকে দিশেহারা করে দিয়েছে। রাতের ঘুম পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে সাধারণ মানুষের! উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ ও কালিয়াগঞ্জের তৃণমূল কংগ্রেসের সহায়তা শিবির পরিদর্শন করতে এসে এমনটাই জানালেন রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম। এদিন বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে গিয়ে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন তিনি। তিনি জানান, একের পর এক মৃত্যুই প্রমাণ করে ভোটার তালিকার এই তথাকথিত 'নিবিড় সংশোধন' আসলে কতটা যন্ত্রণাদায়ক, জটিল এবং জন-সাধারণ-বিরোধী। একজন প্রকৃত ভোটারও যাতে এসআইআরের জটিলতার ফাঁদে পড়ে বাদ না যায়, সেই লক্ষ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ বাস্তবায়নে তৃণমূলের প্রতি স্তরের যোদ্ধারা মাঠে নেমে লড়ছে।

■ হেমতাবাদের শিবিরে সামিরুল ইসলামকে সংবর্ধনা। শনিবার।

ভ্রাম্যমাণ শিবির

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: ভ্রাম্যমাণ ফ্রম ফিলাপ কর্মসূচি শুরু করল হেমতাবাদ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। শুক্রবার হেমতাবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি গাড়ির উদ্বোধন করা হয়। এই গাড়ি হেমতাবাদের ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঘুরে ঘুরে ভোটারদের এসআইআর ফর্ম পূরণ করে দেবে। এর আগে গ্রামে গ্রামে এসআইআর ফর্ম পূরণ করতে সহায়তা শিবির করেছিল হেমতাবাদ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। এবার ভোটারদের কাছে পৌঁছতে ভ্রাম্যমাণ শিবির চালু করল তারা।

বিধায়কের উদ্যোগে মালদহের প্রত্যন্ত এলাকা পাচ্ছে রাস্তা

সংবাদদাতা, মালদহ: রাজ্য জুড়ে চলছে উন্নয়নের কাজ। প্রত্যন্ত এলাকাতেও পৌঁছে গিয়েছে উন্নয়নের আলো। বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে মালদহের প্রত্যন্ত এলাকায় তৈরি হচ্ছে পাকা রাস্তা। শনিবার হল কাজের শিলান্যাস। বাহারাল কালীতলা থেকে পরানপুর গোমস্তা মোড় পর্যন্ত তিন কিমি নতুন রাস্তা তৈরির খবরে খুশি গ্রামবাসীরাও। বিধায়ক জানিয়েছেন, দেড় কোটি ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে রাস্তা। বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়েই এই উদ্যোগ। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি, অজয় সিনহা সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের কথায়, এই রাস্তা শুধুমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থাই নয়, এলাকার সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে প্রায় সাত কিলোমিটার দীর্ঘ একটি পিচ রাস্তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। বহু বছর ধরে বেহাল হয়ে পড়ে থাকা এই সড়কটির কারণে সাধারণ মানুষকে পড়তে হচ্ছিল চরম সমস্যায়। কয়েক মাস আগে গ্রামবাসীরা আন্দোলনে নেমে দ্রুত সংস্কারের দাবিও জানিয়েছিলেন।

অবশেষে রাজ্য সরকারের প্রায় তিন কোটি টাকা বরাদ্দে সেই কাজ সম্পূর্ণ হয় এবং ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন মালদহ জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ।

■ বক্তা আবদুর রহিম বক্সি, আছেন সমর মুখোপাধ্যায়-সহ নেতৃত্ব।

আমার বাংলা
23 November, 2025 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

● হাজার হাজার মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল এবার। পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা বিধানসভার খড়্গপুর ২ ব্লকের ৫/২ কেলেয়াড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কংসাবতী ক্যানেলের উপর মেডিদিকে একটি কংক্রিট ব্রিজের শিলান্যাস হল শনিবার। শিল্যান্যাস করেন পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি-সহ অন্যরা।

দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্রী বিক্ষোভ জনতার

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : শনিবার দুপুরে এস এন ব্যানার্জি রোডের আমরাই মোড়ে পথদুর্ঘটনায় জখম হয় এক স্কুলছাত্রী। স্থানীয়দের তৎপরতায় ওই ছাত্রীকে বিধাননগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুর্ঘটনার জেরে বিক্ষুব্ধ জনতা পথ অবরোধ করেন। ঘটনাস্থলে দুর্গাপুর থানার পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ এলে উত্তেজিত জনতার সঙ্গে তাদের বচসা বাধে। জনতার দাবি, আহত ছাত্রীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই এলাকায় এত ভারী যান চলাচল অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। বিকেলে এই খবর লেখা পর্যন্ত মানুষের পথ অবরোধ চলছে।

পিংলায় বাস-বাইকে মুখোমুখি, মৃত দুই

সংবাদদাতা, পিংলা : শনিবার দুপুরে পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা ব্লকের মুন্ডুমারি এলাকায় বাইকের সঙ্গে বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মারা গেলেন দুই যুবক। ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায়। পিংলা থানা ও পিংলা ট্রাফিক বিভাগের পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ঘাতক বাসটিকে আটক করেছে পিংলা থানার পুলিশ। নিহতদের পরিবারকে খবর দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

মেমারিতে বোমা উদ্ধার

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বন্ধ হয়ে যাওয়া একটি চায়ের দোকানের পিছনের ফাঁকা মাঠ থেকে বোমা উদ্ধার হওয়াকে ঘিরে মেমারি থানার নুদিপুর এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দেয় শনিবার। বোমা উদ্ধারের পর থেকে জায়গাটিকে ঘিরে রেখেছে পুলিশ। একটি বস্তার ভিতর মেলে বেশ কয়েকটি বোমা। কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে বোমাগুলি রেখেছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ঝাড়গ্রামের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে শুরু হল দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবা

চালু করেই রোগী দেখলেন স্বয়ং বিধায়ক

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ইউনিটে বসে চিকিৎসা করছেন গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত। ডাক্তার বিধায়ককে পুরনো রূপে পেয়ে খুশি এলাকার মানুষজন। তৃণমূল স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে জেলায় ৪টি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট চালু হয়েছে শনিবার থেকে। ঝাড়গ্রাম জেলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে। জেলায় এখন মেডিক্যাল কলেজ-সহ তিনটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যাও বেড়েছে অনেকটাই। বেলপাহাড়ি, লালগড় এখন ব্লক হাসপাতাল। তারপরও প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের সুবিধার জন্য রাজ্য সরকার টানা তিন মাসের জন্য ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করেছে শনিবার থেকে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত গ্রামবাসীদের সুস্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য পরিষেবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যা এবার বিধানসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রীর তরফে বড় ও ব্যতিক্রমী চমক। ঝাড়গ্রাম জেলার চার বিধানসভা এলাকায়

ভ্রাম্যমাণ গাড়ির সূচনা করছেন বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো। গোপীবল্লভপুরে।

শুরু হয়েছে এই ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য পরিষেবা। গোপীবল্লভপুর বিধানসভার সাঁকরাইল ব্লকের ফুলবনি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে ফিতে কেটে এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গোপীবল্লভপুরের ডাক্তার বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত। তারপর নিজেই রোগী দেখতে বসে যান। নিজে বিএমওএইচ থাকার সময়ও এলাকায় ঘুরে রোগীদের খবর রাখতেন। ক্যাম্প করে চিকিৎসা করতেন। আর আজ যখন তৃণমূল স্তরে সরকারিভাবে চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তখন নিজেই ফের চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করলেন। গ্রামবাসীদের শারীরিক পরীক্ষা করে, প্রেসক্রিপশন লিখে দেন তিনি। বিধায়ক জানান, প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ যাতে প্রাথমিক ও জরুরি চিকিৎসা পা%, তার জন্যই সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। বয়স্ক মানুষ থেকে শুরু করে মহিলা ও শিশুরা চিকিৎসার জন্য ভিড় করেন। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাযানে ছিলেন ডাক্তার, নার্স, ফামাসিস্ট ও ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান। সঙ্গে থাকছে আধুনিক চিকিৎসার সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রও। রোগনির্ণয়ের জন্য হিমোগ্লোবিন, প্রেগন্যান্সি, ম্যালেরিয়া, ইসিজি, ব্লাড সুগার-সহ প্রায় ৩৫টি বিনামূল্যের ডায়াগনস্টিক টেস্ট এই গাড়ির মধ্যেই সম্পন্ন হবে। জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে এই স্বাস্থ্য পরিষেবা। গ্রামবাসীদের আশা, এই স্বাস্থ্য পরিষেবা তাঁদের জীবনে বড় পরিবর্তন আনবে। পাশাপাশি শনিবার ঝাড়গ্রামের বিনপুর বিধানসভার প্রত্যন্ত এলাকা বেলপাহাড়িতে পৌঁছল রাজ্য সরকারের উদ্যোগে অত্যাধুনিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাযান। যার শুভ করেন জেলা সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি। অরণ্যসুন্দরীর প্রত্যন্ত এলাকার মানুষদের কাছে এই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ায় তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান।

পাকা রাস্তা গড়ার শিলান্যাসে বিধায়ক, আড্ডার চেয়ারম্যান

শিলান্যাসে বিধায়ক, আড্ডার চেয়ারম্যান।

রানিগঞ্জ

সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ : রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের তরফে শনিবার রানিগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ি এলাকায় একটি কংক্রিট রাস্তা নির্মাণের শিলান্যাস অনুষ্ঠান পালিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কবি দত্ত, রানিগঞ্জের বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, রানিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিকাশ দত্ত, আমরাসোতা ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কাত্তার সিং-সহ অন্য বিশিষ্টজনেরা।

নো বিল, নো পারচেজ : সচেতনতায় উদ্যোগ নিল ক্রেতা সুরক্ষা দফতর

সংবাদদাতা, বর্ধমান : এই প্রথম ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে স্বচ্ছতা আনতে বড়সড় উদ্যোগ নিল রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দফতর। নো বিল নো পারচেজ এই স্লোগানকে বাস্তবে রূপ দিতে এবার অভিনব উদ্যোগ নিল বর্ধমান সদর পেয়ারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। রাজ্যে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে রাজ্যে প্রথম এমন ধারাবাহিক অভিযান। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে সোসাইটির সম্পাদক প্রলয় মজুমদার জানান, দীর্ঘদিন ধরেই সরকারিভাবে যতই বলা হোক না কেন, যা-ই কিনুন তার পাকা বিল নিন। কিন্তু সরকারের আবেদন আবেদনই থেকে গিয়েছে। এবার রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের উদ্যোগে আমরা পথে নামছি। রবিবার বর্ধমান শহর দিয়ে শুরু হবে এই কর্মসূচি। বর্ধমানের ১০টি বাজার এলাকায় সকাল থেকে সন্ধ্যা ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে থাকব আমরা। যে ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের বিল দিয়ে মাল বিক্রি করবেন এরকম ১০ জন এবং যে ক্রেতারা বিল নিয়েই মাল নেবেন সেইরকম ১০জনকে পুরস্কৃতও করা হবে। তবে পুরস্কার বড় বিষয় নয়, এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য, বারবার বলা সত্ত্বেও বিল দিতে এবং বিল নিতে অনীহার কারণ তাঁরা জানতে চান। এজন্য কিছু প্রশ্নমালাও তৈরি করা হয়েছে। প্রাপ্ত উত্তর ক্রেতা সুরক্ষা দফতরে পাঠিয়ে দেব। যাতে তারা এর ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করতে পারে।

‘সার’ নিয়ে বাউলশিল্পীদের প্রচার প্রয়োজন ছিল, মন্তব্য কার্তিকের

সংবাদদাতা, বর্ধমান : এসআইআর নিয়ে বাংলার বাউলশিল্পীদের দিয়ে প্রচার করানোর প্রয়োজন ছিল। তা হলে মানুষের মধ্যে এসআইআর-ভীতি বা দুশ্চিন্তা দূর হত। এই মত বঙ্গভূষণপ্রাপ্ত বাউলশিল্পী তথা পশ্চিমবঙ্গ বাউল আকাদেমির সভাপতি কার্তিক দাস বাউলের। শনিবার বর্ধমানের উদয়চাঁদ গ্রন্থাগারে মণিকর্ণিকা সংস্থার উদ্যোগে একদিনের বাউল আঙ্গিকের বিশেষ কর্মশালায় যোগ দিতে এসে কার্তিকবাবু জানান, এসআইআর নিয়ে বাউলশিল্পীদের দিয়ে যদি ব্যাপকভাবে প্রচার করানো হত তাহলে অনেক ভাল হত। কারণ তাঁরা প্রত্যন্ত গ্রামে ঘুরে বেড়ান।

বাউলশিল্পীদের কর্মশালার সূচনায় বঙ্গভূষণ কার্তিক দাস বাউল।

তাঁদের কণ্ঠ এবং ভাষা সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য। উল্লেখ্য, প্রায়শই অভিযোগ ওঠে বাউলশিল্পীরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ায় তাঁদের প্রতিভা অচিরেই শেষ হয়ে যায়। এদিন কার্তিকবাবু বলেন, বাউলশিল্পীদের নেশা থেকে দূরে থাকাই উচিত। জানা গিয়েছে, প্রায় ৫৫ জন একদিনের এই প্রশিক্ষণে অংশ নেন। বাউলগান কীভাবে গাওয়া উচিত তা নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন কার্তিক দাস-সহ অন্যরা। কর্মশালায় ভাষণ দেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশংকর মণ্ডল, লেখক কাশীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ড. সুমিত মজুমদার প্রমুখ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বর্ধমান গ্রিন হন্টার ও স্টুডেন্টস গোলের উদ্যোগে আইপিএল ধাঁচে দু'দিনের জিপিএল ক্রিকেট ম্যাচ চলছে বাজেপ্রতাপপুর মালির বাগানে। সম্পাদক রাকেশ খান জানান, রাজ্যের নামী খেলোয়াড়রা আছেন ১০ টিমে

আমার বাংলা
23 November, 2025 • Sunday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

জেলায় জেলায় সার-এর কাজ করতে গিয়ে রীতিমতো চাপে বিএলওরা

আত্মঘাতী রিঙ্কুর শেষযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রী, বিধায়ক

সংবাদদাতা, নদিয়া : এসআইআরের কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী হয়েছেন চাপড়ার বাঙালঝি অঞ্চলের এক স্কুলের শিক্ষিকা রিঙ্কু তরফদার। পোস্টমর্টেম হয়ে যাওয়ার পর শনিবার বিকেলে মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসেন তাঁর পরিজনেরা। সেখান থেকেই মৃতদেহ নিয়ে চাপড়ার বিধায়ক রুকবানুর রহমান ও অঞ্চল তৃণমূল নেতারা সেই শববাহী গাড়ি নিয়ে যান বাঙালঝি বিদ্যামন্দির স্কুলে। সেখানকার বাসিন্দা এবং রিঙ্কুদেবীর স্কুলের সহকর্মীরা শ্রদ্ধা জানানোর পর নবদ্বীপের মহাশ্মশানে তাঁর দাহকাজ সম্পন্ন হয়। প্রথমে রিঙ্কু দেবীর বাড়ি গিয়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। তাঁর সঙ্গে ছিলেন চাপড়ার বিধায়ক রুকবানুর রহমান, চাপড়ার তৃণমূল ব্লক সভাপতি শুকদেব ব্রহ্ম-সহ নেতৃত্ব। এভাবে নির্বাচন কমিশনের চাপে পড়ে বিএলওরা দ্রুত কাজ করতে গিয়ে প্রচণ্ড সমস্যায় পড়ে কেউ অসুস্থ, কেউ বা মারা যাওয়া বা আত্মঘাতী হওয়ার তীব্র বিরোধিতা করে উজ্জ্বল বিশ্বাস বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এটা বুঝতে পেরে অনেক আগেই এর প্রতিবাদ শুরু করেছিলেন। বিধায়ক রুকবানুর রহমানও তীব্র ক্ষোভ জানিয়ে বলেন, একদিকে নিজের সরকারি কাজ এবং তার ওপর নির্বাচন কমিশনের

নদিয়া

রিঙ্কুর বাড়িতে উজ্জ্বল বিশ্বাস, রুকবানুর রহমান।

এই ধরনের অল্প সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণেই চারিদিকে এত মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। এই মৃত্যুর দায় কে নেবে? উল্লেখ্য, আত্মঘাতী হওয়ার আগে রিঙ্কুর লেখা সুইসাইড নোটেও তিনি পরিষ্কার নির্বাচন কমিশনকেই তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী করে গিয়েছেন। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে রিঙ্কুদেবীর লেখা সুইসাইড নোট থেকে সে কথা পড়ে শোনান কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রও।

গুরুতর অসুস্থ হয়ে জঙ্গিপুরের বিএলও ভর্তি এইচডিইউ-তে

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : এসআইআর নিয়ে কাজের জটিলতা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। অতিরিক্ত কাজের চাপে অনেক বিএলও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। আবার অনেকে কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার মতো চরম পথ বেছে নিচ্ছেন। শনিবার নদিয়ার চাপড়ায় ২০১ নম্বর বুথের বিএলও রিঙ্কু তরফদারের আত্মহত্যার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ১৩৭ নম্বর বুথের বিএলও কৌশিক ঘোষের (৪৪) এই কাজ করতে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তির খবর পাওয়া গেল। বাংলার মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় নিজের সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করে লিখেছেন, এসআইআরের চাপে এভাবে আর কত জীবন নষ্ট হবে? আর কত মৃতদেহ গুনতে হবে? বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর আকার নিচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত ৪ নভেম্বর রাজ্যজুড়ে এসআইআর চালু হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের একাধিক প্রান্তে প্রচুর বিএলও অভিযোগ তুলেছেন নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে তাঁদের উপর মাত্রাতিরিক্ত কাজের ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক বিএলও

হাসপাতালে কৌশিক ঘোষ।

অভিযোগ করেছেন, তাঁরা কম্পিউটার বা মোবাইলে কাজ করতে না জানলেও জোর করে এসআইআর নথি 'ডিজিটাইজড' করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এভাবেই প্রচণ্ড চাপ নিয়ে শনিবার

মুর্শিদাবাদ

সকালে কৌশিকবাবু জঙ্গিপুর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বরোজ এলাকায় এসআইআরের কাজ করছিলেন। সূত্রের খবর, সেই কাজ করার সময়ই কৌশিকবাবু হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যান। দেখতে পেয়ে আশপাশে থাকা লোকজন দ্রুত তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কৌশিক জঙ্গিপুরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করেন। দীর্ঘদিন স্নায়ুর অসুখ, অন্যান্য রোগে ভোগায় স্কুলের অতিরিক্ত কাজ করাও সম্ভব হয় না। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসআইআরের কাজ শেষ করতে প্রচণ্ড চাপ পড়ায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। মা শিবানী ঘোষ বলেন, ছেলের খাওয়াদাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এত কাজের চাপ নিতে পারছিল না। শনিবার সেই কাজের মধ্যেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে।

ভ্রাম্যমাণ দুয়ারে স্বাস্থ্য : সূচনায় মন্ত্রী স্বপন

সংবাদদাতা, বর্ধমান : শনিবার পূর্ব বর্ধমানের মেমারি, খণ্ডঘোষ, আউশগ্রাম, মঙ্গলকোট ও পূর্বস্থলী বিধানসভায় চালু হল ৫টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা যানের। পূর্বস্থলী ১ ব্লকে উদ্বোধন করেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। ওই মেডিক্যাল ভ্যানেই নিজেরও স্বাস্থ্যপরীক্ষা করান তিনি। অন্যান্য ৪ বিধানসভাতেও উপস্থিত ছিলেন সেখানকার বিধায়ক ও জনপ্রতিনিধিরা। মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে ভ্রাম্যমাণ এই চিকিৎসা যানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য। সিএমওএইচ জয় হেমব্রম জানান, পূর্ব বর্ধমান জেলায় মোট ১২টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবার গাড়ির মধ্যে এদিন চালু হল পাঁচটি। কালনা ও কেতুগ্রামের জন্য দু-একদিনের মধ্যেই আরও দুটি গাড়ি এসে যাবে বলে জানান তিনি। মন্ত্রী জানান, ভ্রাম্যমাণ পরিষেবা দুর্গম, পশ্চাৎপদ এলাকার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। সেটা ঠিক করবেন রোগী কল্যাণ সমিতি ও জেলার প্রশাসনিক কর্তারা। এর ফলে গ্রামীণ চিকিৎসা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে। মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগে বাংলার মানুষ ঘরে বসেই উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে যাবেন।

পূর্ব বর্ধমান

পূর্বস্থলী ১ ব্লকে মোবাইল মেডিক্যাল ভ্যানের সূচনায় মন্ত্রী।

রাস্তায় ফেলে স্ত্রীকে ছুরি দিয়ে কোপ, গ্রেফতার স্বামী

সংবাদদাতা, অন্ডাল : দাম্পত্য কলহের জেরে সাতসকালে রাস্তায় ফেলে ছুরি দিয়ে স্ত্রীকে কোপাল স্বামী। শনিবার এই নৃশংস ঘটনার সাক্ষী হলেন অন্ডাল থানার হরিপুর বাজার এলাকার বাসিন্দা-সহ পথচলতি মানুষজন। স্থানীয়রা দুর্বৃত্ত স্বামীকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই মহিলাকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। জখম পায়েল গোপের মা চায়না দাস জানান, তাঁর মেয়ে হরিপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে কাজ করতেন। এটা তাঁর স্বামী পিন্টু গোপের পছন্দ ছিল না। সেই কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিত্যকলহ চলত। চায়নাদেবী জানান, পায়েলের স্বামী প্রচণ্ড পরিমাণে মদ্যপান করত। সেই কারণেও সংসারে অশান্তি লেগেই ছিল। মেয়ে পায়েল তাঁর স্বামীকে মদ খেতে বাধা দিলেই তাঁর ওপর অত্যাচার চলত বলে জানান তিনি। শনিবার সাতসকালে একেবারে প্রকাশ্য দিবালোকে জনসমক্ষে নিজের স্ত্রীকে ছুরি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপানোর দৃশ্য সামনে থেকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। তাঁরাই ঘটনাস্থলে ছুটে এসে অভিযুক্ত পিন্টুকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। পুলিশ গুরুতর আহত পায়েলকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনাস্থলে আশপাশের লোকজন জড়ো হওয়ায় অভিযুক্তকে পাকড়াও করা গিয়েছে। অভিযুক্ত পিন্টু গোপকে বনবাহাল ফাঁড়ির পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে।

প্রকাশ্যে ছুরি নিয়ে স্ত্রীর উপর হামলা স্বামীর।

তৃণমূলের ভোটরক্ষা শিবির ভাঙচুর, ধৃত ১ বিজেপিকর্মী

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : নন্দীগ্রামে ফের তৃণমূলের ভোটরক্ষা শিবির ভাঙচুর করল বিজেপি-দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার গভীররাতে নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীতলা এলাকায় তৃণমূলের ভোটরক্ষা শিবির ভাঙচুরের ঘটনায় ইতিমধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। এই ঘটনায় আবারও কাঠগড়ায় বিজেপি শিবির। গোটা ঘটনায় দোষী বিজেপি গুন্ডাদের গ্রেফতারের দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতারা। পরে পুলিশ তদন্তে নেমে অমিত প্রামাণিক নামের এক বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করে। জানা গিয়েছে, নন্দীগ্রামের হরিপুরের কালীতলা এলাকায় রাস্তার পাশেই তৃণমূলের তরফ থেকে সাধারণ মানুষকে এসআইআর ফর্মপূরণের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার জন্য অস্থায়ীভাবে ভোটরক্ষা শিবির তৈরি করা হয়। সেখানে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা উপস্থিত থেকে সাধারণ মানুষকে এসআইআর সংক্রান্ত পরিষেবা দিচ্ছিলেন কয়েকদিন ধরে। তৃণমূলের দাবি, অন্যান্য দিনের মতোই শুক্রবার রাত পর্যন্ত ওই শিবিরে এসআইআরের ফর্মপূরণের কাজ চলছিল। এরপর রাতে সকলে চলে যাওয়ার পর বিজেপি-দুষ্কৃতীরা এসে গোটা শিবিরে ভাঙচুর চালায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া সমস্ত ব্যানার টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়। শনিবার সকালে সেই গোটা ঘটনা সকলের চোখে পড়তেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। ছুটে আসেন তৃণমূলের ব্লক কোর কমিটির সদস্যরা। এরপর থানায় বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা-কর্মীর নামে অভিযোগ জানানো হয়। উল্লেখ্য, গত রবিবার একইভাবে ভেকুটিয়া এলাকায় তৃণমূলের অন্য একটি শিবির ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছিল বিজেপির বিরুদ্ধে। ফের

নন্দীগ্রামের হরিপুরে ভাঙচুর তৃণমূলের শিবির।

হরিপুর এলাকায় ভাঙচুরের ঘটনায় তৃণমূলের তরফে সরাসরি বিরোধী দলনেতার দিকেই অভিযোগের আঙুল তোলা হয়। এই নিয়ে নন্দীগ্রাম ১ ব্লক তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য বাপ্পাদিত্য গর্গ বলেন, কথায় আছে পিপীলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে। তাই ওরা ভোটের আগে শেষবারের মতো এইসব কাজ করে বেড়াচ্ছে। ভোটবাক্সে মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবেন। আমরা এই ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। এলাকার বিজেপি বিধায়কের উসকানি ছাড়া এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে না।

১০
২৩ নভেম্বর ২০২৫
রবিবার

আমার বাংলা

23 November, 2025 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে আবেদন অনুযায়ী চলছে উন্নয়নের কাজ

বালুরঘাটে অমৃতখণ্ড গ্রাম পাচ্ছে রাস্তা

সংবাদদাতা, বালুরঘাট: সাধারণের দাবি শুনতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচি। কী প্রয়োজন সাধারণ মানুষ জানিয়েছে প্রশাসনকে, সেইমতোই হচ্ছে কাজ। সেইমতই বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান-এ শুরু বহু প্রতীক্ষিত রাস্তা সংস্কারের কাজ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে একের পর এক প্রকল্পের কাজ। ২২টি বুথজুড়ে মোট ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে রাস্তাঘাট সংস্কারে। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবদূত বর্মন ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি রাস্তার কাজের উদ্বোধন করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া ঝিনাইপোতা বুথের রাস্তা। সাড়ে চার লক্ষ টাকার বেশি ব্যয়ে শুরু হয়েছে সংস্কারের কাজ। দু'-তিনটি গ্রামের মানুষের যাতায়াত নির্ভর করে এই রাস্তার ওপর। বহুদিন ধরেই দাবি ছিল তা সংস্কারের। স্থানীয় বৃদ্ধ পরেশ চৌধুরী জানান, এই রাস্তাটার সংস্কার আমাদের বহু বছরের দাবি। কাজ শুরু হওয়ায় আমাদের গ্রামগুলোর খুব উপকার হবে। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দেবদূত বর্মন জানান, সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলে প্রান্তিক মানুষের বসবাস। সেই কারণে রাস্তাঘাট উন্নয়নের দাবি প্রকল্প বৈঠকে সবচেয়ে বেশি উঠেছিল। তাঁর কথায়, ২২টি বুথ ও ২৪ জন সদস্য নিয়ে আমাদের পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকার কাজ হবে। নায়পোতা এলাকাতেও গতকাল নতুন রাস্তার কাজের সূচনা করেছি।

■ বালুরঘাটের অমৃতখণ্ড গ্রামে শীঘ্রই শুরু হবে রাস্তা।

রাস্তার কাজের শিল্যানাস।

জলপাইগুড়ির মাটিয়ালিতে তৈরি হচ্ছে নিকাশি নালা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: বাসিন্দারা শিবিরে জানিয়েছিলেন নিকাশি নালার প্রয়োজন। সেই দাবি মেনেই দ্রুত শুরু হচ্ছে কাজ। মাটিয়ালি বাতাবাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ২১/৫৩ নম্বর বুথের ১০০ মিটার নিকাশি নালার কাজের সূচনা হয়েছে ইতিমধ্যেই। ফিতে কেটে এদিন এই কাজের সূচনা করেন মাটিয়ালি বিডিও অভিনন্দন ঘোষ, জেলা পরিষদের সদস্যা স্নোমিতা কালান্দি, মেটলি ব্লকের যুব সভানেত্রী স্বপ্না ওরাওঁ, মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান-সহ অন্যরা। শিবিরে জানানোর পরই হয়েছে সমাধান, খুশি গ্রামবাসীরা। তাঁরা জানিয়েছেন, বর্ষায় খুব সমস্যা হত। 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে জানানোর পরই গুরুত্ব দিয়ে শুরু হয়েছে কাজ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান গ্রামবাসীরা। মাটিয়ালি বিডিও অভিনন্দন ঘোষ জানান, মাটিয়ালি ব্লকের ১০০টি বুথেই 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' ক্যাম্পে জনগণের দেওয়া প্রস্তাবে কাজ হবে। এদিন থেকে এই কাজগুলির শুরু হল বলে মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান জানান।

■ পাহাড়বাসীদের জলসমস্যা মেটাতে উদ্যোগী প্রশাসন। শনিবার কার্শিয়াংয়ে আমরুত প্রকল্পের শিলান্যাস করেন জিটিএ প্রধান অনীত থাপা। মিরিক এবং কালিম্পংয়েও শীঘ্রই এই জলপ্রকল্পের সূচনা হবে, জানিয়েছেন অনীত থাপা।

■ শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে দার্জিলিং পুরসভার উদ্যোগের সঙ্গী হলেন পাহাড়ের বাসিন্দারাও। শনিবার পরিচ্ছন্ন শৈলশহর তৈরি করতে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়।

ধান কাটতে গিয়ে চিতাবাঘের আক্রমণে জখম যুবতী, বাঁচাতে গিয়ে কবলে চার

সংবাদদাতা, কোচবিহার: চিতাবাঘের আক্রমণে মহিলাসহ জখম হন পাঁচ গ্রামবাসী। চিতাবাঘের আক্রমণের ঘটনাটি ঘটে মাথাভাঙা ১ ব্লকের বৈরাগির হাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতগাছি এলাকায়। বর্তমানে জখম ৫ জনই চিকিৎসাধীন মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে। শনিবার জখমদের দেখতে মাথাভাঙা হাসপাতালে যান উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। পার্থপ্রতিম রায়রা বলেন, আমরা লোকালয়ে চিতাবাঘ হানার খবর পেয়ে এলাকাতে যাই। এলাকাবাসীদের সঙ্গে কথা বলেছি। এরপরে আহতদের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে দেখা করে তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছি। জানা গেছে, এদিন সকালে প্রতিমা ডাকুয়া নামে এক গ্রামবাসী মাঠে ধান কাটতে গেলে প্রথমে তাঁর উপর আক্রমণ করে চিতাবাঘ। এরপর এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাবাসীরা ঘটনাস্থলে গেলে একে একে মোট পাঁচজন সেই চিতাবাঘের আক্রমণে জখম হয় বলে খবর। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাথাভাঙা থানার পুলিশ এবং বনদফতরের কর্মীরা। বর্তমানে ঘটনায় আতঙ্ক রয়েছে এলাকায় এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্ক করা হচ্ছে এলাকাবাসীদের। বন দফতর সূত্রে খবর, একটি চিতাবাঘের সন্ধান আপাতত পাওয়া গিয়েছে। এলাকায় বন দফতরের কর্মীরা উপস্থিত রয়েছে এবং সেই চিতাবাঘটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

■ ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু চিতাবাঘটি।

গাজোলে ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ইউনিট

সংবাদদাতা,মালদহ: শনিবার মালদহ জেলার গাজোল ব্লকের পান্ডুয়া অঞ্চলে স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে এক ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র বা মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় মানসম্মত চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়াই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাজোল ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ইনজামুল হক, গাজোলের বিডিও বিপ্লব কুমার বিশ্বাস, মালদহ জেলা পরিষদের সদস্যা সাগরিকা সরকার, রিতা সিংহ, বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজকুমার সরকার সহ আরও অনেকে।

গবাদি পশুদের খুড়াই রোগের প্রতিষেধক দেওয়া শুরু

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বনাঞ্চলের তৃণভোজী প্রাণীদের খুড়াই রোগের প্রকোপ থেকে বাঁচাতে, বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল সংলগ্ন গ্রামগুলোতে বিনামূল্যে গবাদি পশুদের প্রতিষেধক দেওয়ার কাজ শুরু করল বন দফতর। প্রায় প্রতিবছরই বর্ষার পরে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় গ্রামাঞ্চলের গবাদি পশুদের মধ্যে। আর যেহেতু বন সংলগ্ন গ্রামের গবাদি পশুর দল খাবারের খোঁজে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ঢোকে, তাই এদের মাধ্যমে জঙ্গলের তৃণভোজী প্রাণী, বিশেষ করে হাতি, বাইসন, হরিণের দেহে সংক্রমণের ঝুঁকি তৈরি হয়। তাই এই বিষয়টি মাথায় রেখে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল সংলগ্ন গ্রামগুলিতে প্রায় দুই হাজার গবাদিপশুকে বিনামূল্যে বন দফতর থেকে খুড়াই রোগের প্রতিষেধক দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। যেহেতু কোনওভাবেই বক্সার জঙ্গলে গবাদি পশুদের আনাগোনা আটকানো সম্ভব হয়নি। তাই গ্রামের গবাদি পশুদের মাধ্যমে খুড়াই রোগ যাতে জঙ্গলের প্রাণীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সেই কারণেই এই উদ্যোগ নিয়েছে বন দফতর। ইতিমধ্যে এই কাজের জন্য বিশেষ দল তৈরি করেছেন করে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বন্যপ্রাণী চিকিৎসক লিটন পাল। সেই দলকে সঙ্গে নিয়ে বনাঞ্চল লাগোয়া গ্রাম গুলিতে গবাদি পশুদের খুড়াই রোগে প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন দেওয়া শুরু করেছেন। আগামী ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই প্রতিষেধক প্রদান চলবে বলে জানা গেছে বন দফতর সূত্রে। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা অপূর্ব সেন জানিয়েছেন, জঙ্গলের ভেতরের তৃণভোজী বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষিত রাখতেই আমরা ওই টিকাকরণ অভিযান শুরু করেছি। এর পাশাপাশি গ্রামের গবাদি পশুগুলো বিনামূল্যে ওই প্রতিষেধক পেয়ে যাচ্ছে। যার ফলে উপকৃত হবেন বনবস্তির বাসিন্দারা।

■ পশুদের টিকা দিচ্ছেন বনকর্মীরা।

আত্মঘাতী হলেন নদিয়ার বিএলও

(প্রথম পাতার পর) বলে নির্বাচন কমিশনের স্থানীয় দফতরে জানালেও কোনও সুরাহা হয়নি। বরং চাপ আরও বাড়তে থাকে বলে আত্মঘাতী বিএলওর পরিবারের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে। মৃতের স্বামী আশিস তরফদার জানিয়েছেন, শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে আশিসবাবু স্ত্রীকে বিছানায় দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেখতে পান তিনতলার ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছেন রিঙ্কু! পাশে পড়ে থাকা সুইসাইড নোটে লিখে গিয়েছেন, নির্বাচন কমিশন তাঁকে বিএলও হিসেবে নিয়োগ করার পরে এত অতিরিক্ত কাজের চাপ তিনি সামলাতে পারছিলেন না। সেই কারণেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর এই আত্মহত্যার জন্য পরিবারের কেউ দায়ী নয়। খবর পাওয়ার পরই কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ এসে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠায়। উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের বিএলও মুস্তাফা কামাল পেশায় স্কুলশিক্ষক তিনিও অধিক কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের এক বিএলও অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে। হুগলির পান্ডুয়ায় অধিক কাজের চাপ সামলাতে না পেরে রীতিমতো হাউ-হাউ করে কাঁদছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিও। শুধু রাজ্যেই নয়, বিজেপির রাজ্যেও একের পর এক বিএলওর মৃত্যুর খবর সামনে আসছে। তামিলনাড়ু, রাজস্থান, কেরল, মোদির রাজ্য গুজরাতে দুই বিএলওর আত্মহত্যার পর এবার মধ্যপ্রদেশের দুই বিএলওর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের নাম সীতারাম গন্দ, রমাকান্ত পাণ্ডে। শুক্রবার তাঁদের মৃত্যু হয়। এসআইআরের অতিরিক্ত কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু বলে পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিয়ে করতে যাওয়ার আগে গাড়ি দুর্ঘটনা। বিয়ের মণ্ডপের পরিবর্তে হাসপাতালে ভর্তি কনে। তবে বিয়ে বাতিল করেনি দুই পরিবার। হাসপাতালেই কনের সিঁথিতে সিঁদুর দিলেন পাত্র। সাক্ষী থাকলেন চিকিৎসক এবং নার্সেরা। ঘটনা কেরলের কোচি শহরে। সেই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল

নির্বাচন কমিশনের অপরিকল্পিত পদক্ষেপের মাশুল দিতে হচ্ছে ডবল ইঞ্জিন রাজ্যের সরকারি কর্মীদেরও

এসআইআর 'বুমেরাং' বিজেপির, রাজস্থান ও গুজরাতের পর এবার মধ্যপ্রদেশে মৃত ২ বিএলও

নয়াদিল্লি: শুধু বাংলাই নয়, এসআইআর আতঙ্কের বলি এবার একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যও। ডবল ইঞ্জিনের রাজস্থান ও গুজরাতের পর এবার মধ্যপ্রদেশে এসআইআর ইস্যুতে মৃত্যু হয়েছে ২ বিএলওর। তৃণমূলের রাজনৈতিক বিরোধিতা করতে গিয়ে বাংলার বিজেপি নেতারা যে আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন এখন তা বুমেরাং হচ্ছে গেরুয়া শাসিত রাজ্যগুলিতেও।

বাংলার বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও জাতীয় নির্বাচন কমিশনের মধ্যে অশুভ আঁতাত চলছে বলে সরব রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। তড়িঘড়ি ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করতে গিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচার চালিয়ে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। শুধু সাধারণ ভোটাররাই নন, বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের কাজ যাঁরা করছেন সেই বিএলওদের উপরেও অপরিকল্পিতভাবে কম সময়ে বিপুল কাজের ভার চাপানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই বাংলায় ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে এসআইআর-আতঙ্কে। এই কাজ বন্ধ করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখে আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই ইস্যুতে সরব হয়েছেন, অন্যদিকে বিজেপি নেতারা নিজেদের সাংগঠনিক ব্যর্থতা ঢাকতে নির্বাচন কমিশনকে কার্যত নিজেদের 'বি-টিম' বানিয়ে

মৃত চারজনই শিক্ষক

আমজনতাকে প্রবল দুর্ভোগের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন।

অপরিকল্পিত এসআইআরের বিরোধিতা করে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে তা যে বাস্তবোচিত, তার প্রমাণ একাধিক বিজেপি রাজ্যে বিএলওদের মৃত্যু। অতিরিক্ত কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে বুধবার বিজেপি-শাসিত রাজস্থানে মৃত্যু হয়েছে বুথ-লেভেল অফিসারের। সোয়াই মাধেপুর জেলায় হরিওম বৈরওয়া নামে এক বিএলও সরকারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর পরিবারের অভিযোগ শিক্ষকতার কাজের পাশাপাশি এসআইআরের কাজের মাত্রাছাড়া বোঝা নিয়ে নাজেহাল ছিলেন তিনি। শারীরিক অসুস্থতার পাশাপাশি অবসাদেও ভুগছিলেন। কাজের চাপে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে মাত্র ৩৪ বছরের শিক্ষকের। একই ঘটনা মোদি রাজ্য গুজরাতেও। এসআইআরের চাপ সহ্য করতে না পেরে ৪০ বছরের শিক্ষক অরবিন্দ মুলজি ভাদের সুইসাইড নোট লিখে আত্মঘাতী হয়েছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন এসআইআরের কাজে আমার পক্ষে আর করা সম্ভব নয়। আমি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। তাই আমার কাছে অন্য বিকল্প নেই।

রাজস্থান গুজরাতের পর এবার বিজেপি-শাসিত মধ্যপ্রদেশেও একই ঘটনা। এসআইআরের কাজের চাপ প্রাণ কেড়ে নিল ২ বিএলওর। মধ্যপ্রদেশের রাইসেন ও দামোহ জেলায় কর্মরত ছিলেন তাঁরা। মৃতদের নাম রমাকান্ত পাণ্ডে ও সীতামার গণ্ড। রমাকান্ত ছিলেন পেশায় শিক্ষক। সুলতানপুর এলাকার একটি স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি মন্দিদীপ এলাকায় বিএলওর কাজ করছিলেন। কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে শুক্রবার মধ্যরাতে মৃত্যু হয় তাঁর। অন্যদিকে, মধ্যপ্রদেশের আরেক বিএলও সীতারামও ছিলেন স্কুল শিক্ষক। এনুমারেশন ফর্ম ভর্তি করার কাজ চলাকালীন হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন। শুক্রবার তাঁর মৃত্যু হয়। এই নিয়ে বিজেপি-শাসিত ৩ রাজ্যে বিএলওর কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল ৪ শিক্ষকের।

জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে ৫০ শতাংশ কর্মী নিয়ে অফিস চালানোর সিদ্ধান্ত

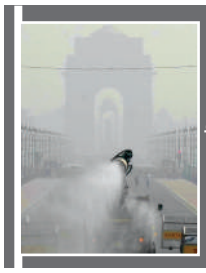

দূষণ মাত্রছাড়া হওয়ায় শনিবার গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান সংশোধন করে দূষণের একাধিক পর্যায়কে বদলানো হয়েছে। দিল্লি, গুরুগ্রাম, ফরিদাবাদ, গাজিয়াবাদ এবং গৌতমবুদ্ধ নগরের সরকারি ও বেসরকারি অফিসে ৫০ শতাংশ উপস্থিতি ও বাড়ি থেকে কাজ করার ব্যবস্থা চালু হতে পারে

দিল্লির বাতাসে বিষ

নয়াদিল্লি: জাতীয় রাজধানী অঞ্চল (এনসিআর) এবং সংলগ্ন এলাকার বায়ুর গুণমান ব্যবস্থাপনা কমিশন শনিবার গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান সংশোধন করে দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলিকে আরও কঠোর করেছে। দিল্লিতে বাতাসের গুণমান ক্রমাগত 'খুব খারাপ' শ্রেণিতে থাকায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান বা গ্র্যাপ হল গোটা এনসিআর-এর জন্য একটি জরুরি প্রক্রিয়া, যা দিল্লির দৈনিক গড় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স স্তর এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস-এর উপর ভিত্তি করে কাজ করে। প্রতিকূল বায়ু-দূষণ পরিস্থিতিতে একাধিক অংশীদার, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং কর্তৃপক্ষকে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে পদক্ষেপ নিতে এটি সাহায্য করে। বিশদ বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন, অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা, বিশেষজ্ঞের সুপারিশ এবং বছরের পর বছর মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি করা হয়েছে এই গ্যাপ।

দিল্লির ক্রমবর্ধমান দূষণের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধিত সময়সূচি অনুসারে, স্টেজ-২-এর বেশ কিছু ব্যবস্থা এখন স্টেজ-১ (বায়ু গুণমান ইনডেক্স : ২০১-৩০০, 'খারাপ')-এর আওতায় আনা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ডিজেল জেনারেটরের ব্যবহার কমাতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা, যানজটের স্থানগুলিতে অতিরিক্ত কর্মী মোতায়েন করে ট্র্যাফিকের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা, সংবাদপত্র, টিভি ও রেডিওর মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য দূষণ সতর্কতা জারি করা এবং সিএনজি ও ইলেকট্রিক বাসের সংখ্যা বাড়ানো ও অফ-পিক সময়ে ভ্রমণের জন্য উৎসাহ দিতে মেট্রো পরিষেবা ও ভাড়ায় তারতম্য এনে গণপরিবহণকে শক্তিশালী করা। যেসব ব্যবস্থা আগে স্টেজ-৩-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল, সেগুলিকে এখন স্টেজ-২ (বায়ু গুণমান : ৩০১-৪০০, 'খুব খারাপ')-এর আওতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দিল্লি, গুরুগ্রাম, ফরিদাবাদ, গাজিয়াবাদ এবং গৌতম বুদ্ধ নগরের সরকারি অফিস এবং পুরসংস্থাগুলির কাজের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা। এনসিআর-এর রাজ্য সরকারগুলি অন্যান্য জেলাগুলিতেও অনুরূপ পদক্ষেপ নিতে পারে এবং কেন্দ্রীয় সরকারও দিল্লি-এনসিআর জুড়ে তাদের অফিসগুলির সময়সূচিতে পরিবর্তন আনতে পারে। বাতাসের গুণমান এখনও 'খুব খারাপ' থাকার কারণে ব্যবস্থাপনা কমিশন এমন কিছু পদক্ষেপ প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছে যা আগে স্টেজ-৪ (গুরুতর পরিস্থিতি)-এর জন্য সংরক্ষিত ছিল, সেগুলিকে স্টেজ-৩-এর অধীনে বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে এনসিআর এলাকায় সরকারি এবং বেসরকারি অফিসগুলি ৫০% কর্মীর উপস্থিতিতে কাজ করবে কিনা তার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে বাকিদের বাড়ি থেকে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হতে পারে। দূষণের ভয়াবহতা অনুমান করে কেন্দ্রীয় সরকারও তার কর্মীদের জন্য অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

হিন্দুদের জন্যই টিকে আছে বিশ্ব! বিভাজন উসকে বিতর্কিত মন্তব্য

ইম্ফল: হিন্দুরা যদি না থাকে তবে পৃথিবীর অস্তিত্বও থাকবে না— এমন মন্তব্য করে ফের বিতর্ক ছড়ালেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত। জাতিগত সংঘর্ষে ক্ষতবিক্ষত মণিপুরে দাঁড়িয়ে হিন্দুত্বের নয়া ব্যাখ্যা দিয়ে বিভাজন আরও উসকে দিলেন সঙ্ঘপ্রধান। তিনি বলেন, আমাদের সভ্যতার মধ্যে এমন কিছু আছে, যার বলে আমরা এখনও টিকে আছি।

২০২৩-এর মে মাস থেকে মণিপুর জ্বলছে মেইতেই-কুকি সংঘর্ষের আগুনে। ২৬০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কয়েক হাজার মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন। কিন্তু অবিজেপি রাজ্যগুলিতে নানা মাপের টিম পাঠানো বিজেপি নেতৃত্ব মণিপুরমুখো হননি দীর্ঘদিন। অশান্তির বহুদিন পরে গিয়েছিলেন অমিত শাহ। আর মাত্র কিছুদিন আগে পা রাখেন প্রধানমন্ত্রী। তার আগেই প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। আর এবার উত্তেজনা কিছুটা থিতিয়ে আসার পর মণিপুর গেলেন আরএসএস প্রধান। ২০ নভেম্বর থেকে তিনদিনের কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। মণিপুরের বিভিন্ন গোষ্ঠীর অভিযোগ, দুবছরব্যাপী জাতি-সংঘর্ষের পিছনে পরিকল্পিত মদত রয়েছে আরএসএস-এর। অথচ সেই রাজ্যে গিয়েই ফের সুকৌশলে বিভাজন উসকে দিলেন ভাগবত। এক জমায়েতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান বলেন, পৃথিবীর প্রতিটি জাতিই নানা ধরনের পরিস্থিতি দেখেছে। মিশর, গ্রিস, রোমের মতো অনেক সভ্যতা পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের সভ্যতার মধ্যে এমন কিছু আছে, যার জোরে আমরা এখনও টিকে আছি। ভারত এক অমর সভ্যতার নাম। আমরা আমাদের সমাজে এমন একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছি যার মাধ্যমে হিন্দুরা সর্বদাই এখানে থাকবে। এর পরেই ভাগবত বলেন, হিন্দুরা যদি না থাকে তবে পৃথিবীর অস্তিত্বও থাকবে না।

মণিপুরে ভাগবত

দেশ বিদেশ

23 November, 2025 • Sunday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শনিবার তেলেঙ্গানায় আত্মসমর্পণ ৩৭ জন মাওবাদীর। রাজ্য পুলিশের ডিজি শিবধর রেড্ডির কাছে অস্ত্রসমর্পণ করেন তাঁরা। এই ৩৭ জনের মাথার দাম ছিল মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা

ফ্রেমবন্দি মামদানি-ট্রাম্পের সৌজন্যসাক্ষাৎ

■ মামদানি ক্ষমতায় এলে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ভেঙে পড়া শহরে বাস করতে হবে মানুষকে। নিউইয়র্ক শহরের মেয়র নির্বাচন প্রক্রিয়া চলার সময় এই মন্তব্যে জোহরান মামদানিকে বিদ্ধ করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু রিপাবলিকান প্রার্থীকে হারিয়ে ভোটে মামদানির বিপুল জয়ের পর এবার প্রকাশ্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎপর্বে তরুণ রাজনীতিকের প্রশংসাই শোনা গেল প্রেসিডেন্টের মুখে। আর ট্রাম্পের এই ভোলবদলে তাজ্জব আমেরিকাবাসী। সম্পর্কের বরফ যে এত তাড়াতাড়ি গলে যাবে, তা বোধহয় মার্কিন রাজনীতিকরা ধারণাও করতে পারেননি। ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের পরে মামদানি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তুলে ধরেন কীভাবে নিউইয়র্ক শহরে বসবাসকারী একজন সাধারণ মানুষ ট্রেন বা বাসে চড়ার জন্য ২.৯০ ডলার পর্যন্ত খরচ করতে পারেন না। তাঁদের সেই জীবনযাত্রার মান কীভাবে উন্নত করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হয় ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে। রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে যাতে সমাজের নিচুতলার এই মানুষেরা থাকতে পারেন, তা নিয়ে আলোচনার বিষয়টি স্পষ্ট করেন মামদানি। নবীন নেতা মামদানির এই উদ্যোগের কাছে কার্যত হার মানেন প্রবীণ ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, আমার মনে হয় আপনাদের কাছে একজন খুব ভাল মেয়র এসেছেন। উনি যত কাজ করবেন, তত আমি বেশি খুশি হব। আর আমরা তাঁকে সাহায্যও করব।

বাংলায় চলছে জোড়া ষড়যন্ত্র

■ তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে অরূপ চক্রবর্তী, প্রতিমা মণ্ডল।

(প্রথম পাতার পর)

গিয়েছেন তাঁর সুইসাইড নোটে, তিনি স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে বাঁচতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কমিশনের চাপে পড়ে তা সম্ভব হল না। শুধু তাই নয়, বিজেপিকে তুলোধোনা করে তাঁরা বলেন, এরা মুসলিম অনুপ্রবেশকারী বলছে, কিন্তু মতুয়ারা কী অন্যায় করেছে? তারা তো হিন্দু! এদিন দুপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল সিইও দফতরে স্মারকলিপি জমা দেয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সাংসদ পার্থ ভৌমিক ও অন্যেরা। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা বলেন, এসআইআর-আতঙ্কে বিএলও-সহ একাধিক সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কমিশন কোনওভাবেই এর দায় এড়াতে পারে না। রাজ্য তথা দেশ জুড়ে এসআইআরের নামে যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে, সেখানে সাধারণ মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। এমনকী বিএলওরাও আত্মঘাতী হচ্ছেন। অত্যধিক চাপে মৃত্যু হচ্ছে। কেন এই চাপ? কেন মানুষের জীবন সংশয়ে? উত্তর দেবে কি নির্বাচন কমিশন? বিএলও থেকে শুরু করে বিডিওদের সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। দু বছরের কাজ যেনতেনপ্রকারেণ দু মাসে শেষ করার চেষ্টা। একটাই উদ্দেশ্য, একটি বিশেষ দলকে সুবিধে করে দিতে হবে আসন্ন নির্বাচনে। নির্বাচন কমিশনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই অভিযোগ তৃণমূল নেতৃত্বের।রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ার মধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় একাধিক সাধারণ মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এদিনই সকালে নদিয়ার কৃষ্ণনগরে 'আত্মঘাতী' হয়েছেন এক বিএলও। এসআইআরের অত্যধিক কাজের চাপে তিন বিএলওর মৃত্যু হল। এছাড়াও ৩৪ জন সাধারণ মানুষ প্রাণ দিয়েছেন এসআইআর-আতঙ্কে।স্মাকরলিপিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, কমিশনের তৈরি পোর্টাল ভুলে ভরা। বারবার কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বুথ লেভেল কর্মীদের চরম বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তারপর সময়সীমা অত্যন্ত কম হওয়ায় বিএলওদের পক্ষে এত কম সময়ে কাজ শেষ করা অসম্ভব। কুলপি বিধানসভায় এখনও পর্যন্ত তালিকা প্রকাশ হয়নি। কুলপির ক্ষেত্রে ২০০৩ সালের তথ্য কেন মানা হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ভুলে ঠাসা সাইটের জন্য বহু মানুষ বিপাকে পড়ছেন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বহু ক্ষেত্রে, বুথওয়াড়ি ১৫০ থেকে ২০০ জনের নাম বাদ গিয়েছে। ছবি ভুল, ক্রমিক নম্বর ভুল, বাবার নাম-স্বামীর নাম ভুল। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পক্ষে বা বিএলওদের পক্ষে সঠিকভাবে কাজ করা সম্ভব নয়।অরূপ বিশ্বাসের স্পষ্ট বক্তব্য, ২, ৫, ১৪, ২০ নভেম্বর এবং এর আগে ৩০ অক্টোবর— মোট পাঁচবার চিঠি দেওয়া হলেও কমিশন কোনও উত্তর দেয়নি। কমিশনের কাছে একটি দাবিপত্রও জমা দেওয়া হয়েছে, যা চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য পড়ে শোনান। পার্থ ভৌমিক অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন গণতান্ত্রিক প্ল্যাটফর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে। তাঁর প্রশ্ন, এক কোটির বেশি নাম বাদ যাবে— এই তথ্য একটি রাজনৈতিক দল আগেভাগে জানল কীভাবে! কমিশন এ-ব্যাপারে কী বলছে— স্পষ্ট জবাব চায় তৃণমূল।

এবার আফটারশক বাংলাদেশে

ঢাকা: শুক্রবার বড়মাপের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা। মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১০ জনের। ভূমিকম্পের পর আফটারশকের আশঙ্কায় প্রস্তুত রাখা হয়েছিল বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকেও। সেই আফটারশক অনুভূত হল শনিবার সকালে। বাংলাদেশের বাইপাইল এলাকায় এদিন ৩.৩ মাত্রার ভূমিকম্পের জেরে ফের আতঙ্ক ছড়ায়।

সিসমোলজি বিভাগের হিসাব অনুযায়ী, শনিবার সকাল ১০.০৬ নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয় বাংলাদেশের বাইপাইল, গাজীপুর, কালীগঞ্জ, পলাশ, ঘোড়াশাল প্রভৃতি এলাকায়। তবে শুক্রবারের মতো এই কম্পন ততটা তীব্র ছিল না। ফলে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা কম রয়েছে। সিসমোলজি বিভাগের পরিসংখ্যান জানাচ্ছে শনিবারের কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৩। ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে এই কম্পনের উৎপত্তিস্থল। যে কারণে স্বল্পমাত্রার কম্পন হলেও আতঙ্ক ছড়ায় বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায়। প্রায় ১২ সেকেন্ড স্থায়ী হয় এই কম্পন। যদিও শনিবারের ভূমিকম্পের প্রভাব ভারতের কোনও এলাকায় সেভাবে পড়েনি।

চক্রব্যূহে ফেঁসেছিলেন ধনকড়?

ভোপাল: একটি মন্তব্য। আর বহুমুখী জল্পনা। সংসদের অধিবেশন শুরুর মুখে জাতীয় রাজধানীর অলিন্দে ডালপালা ছড়াল দেশের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়ের সেই মন্তব্য। কী বলেছেন ধনকড়? এক বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, ঈশ্বর করুন যেন কেউ চক্রব্যূহে না পড়ে। চক্রব্যূহে কেউ ফাঁসলে বেরোনো খুব কঠিন! উপরাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেওয়ার দীর্ঘদিন পরে নীরবতা ভেঙে এই মন্তব্য বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের। শুক্রবার ভোপালে আরএসএস-এর সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সদস্য মনমোহন বৈদ্য লেখা 'হম অউর ইহ বিশ্ব' বইটির প্রকাশ অনুষ্ঠানে 'চক্রব্যূহ' শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন তিনি। আর তা নিয়ে ফের রাজনৈতিক মহলে চর্চা। এই শব্দ দিয়ে কী ইঙ্গিত করতে চাইলেন প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি? গত জুলাই মাসে সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথমদিন আচমকা স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন জগদীপ ধনকড়। যদিও ইস্তফাপত্রে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ মন্ত্রিপরিষদের সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য রুটিনমাফিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশও করেন। কিন্তু সেই সময় থেকেই তাঁর ইস্তফা ঘিরে প্রবল চর্চা হয় রাজনৈতিক মহলে। উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর দীর্ঘ চারমাস নীরব ছিলেন ধনকড়। শুক্রবার বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে হাজির হন তিনি। সেখানে তথ্যযুদ্ধ এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ব্লকচেইন, মেশিন লার্নিং-এর মতো প্রযুক্তির উন্নতির কথা উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, বর্তমান সমাজে সভ্যতাগত প্রতিযোগিতা চলছে। এরপরই ধনকড় বলেন, ঈশ্বর করুন, যেন কেউ চক্রব্যূহে না পড়ে। চক্রব্যূহে কেউ ফাঁসলে বেরোনো খুব কঠিন। যদিও তারপরই হাসিমুখে যোগ করেন, আমি নিজের উদাহরণ দিচ্ছি না। এই টিপ্পনী ঘিরেই প্রশ্ন আর জল্পনা এখন চরমে। তবে কি মোদি-শাহ জুটিকেই কৌশলে বিঁধলেন পূর্বতন উপরাষ্ট্রপতি?

দাবি আদায়ে ২০০ স্কুলপড়ুয়ার অপহরণ

নাইজেরিয়া

আবুজা: প্রশাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের দাবি আদায়ে অপহরণের পথ বেছে নিয়েছে নাইজেরিয়ার জেহাদি গোষ্ঠীগুলি। উত্তর নাইজেরিয়ায় বারবার অপহরণের ঘটনা ঘটছে। গত এক সপ্তাহে একাধিকবার অপহরণের শিকার হয়েছে স্কুলপড়ুয়ারা। এবার একটি মিশনারি স্কুল থেকে ২১৫ স্কুল পড়ুয়া ও ১২ জন শিক্ষককে অপহরণ করল জেহাদিরা। এই ঘটনার জেরে দক্ষিণ আফ্রিকায় জি-২০ সামিট সফর বাতিল করেন নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বোলা তিনুবু। শুক্রবার উত্তর নাইজেরিয়ার পাপিরি দিয়ে এলাকার একটি মিশনারি স্কুল সেন্ট মেরিস স্কুলে হামলা চালায় সশস্ত্র জেহাদিরা। স্কুল পড়ুয়াদের অপহরণ করার সময় কিছু পড়ুয়া পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই ঘটনার কয়েকদিন আগে সোমবার ২০ জন স্কুলপড়ুয়াকে অপহরণের ঘটনা ঘটেছিল। কেব্বি এলাকার একটি ছাত্রাবাস থেকে তাদের অপহরণ করা হয়। নাইজেরিয়ার এই অপহরণের ঘটনায় ধর্মীয় রং লাগানোর চেষ্টা চালানো হলেও আদতে তেমন কোনও বিষয় নেয়

বলেই দাবি প্রশাসনের। সাম্প্রতিক সময়ে যে অপহরণের ঘটনাগুলি ঘটেছে সেখানে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের অপহরণ যেমন হয়েছে, তেমনই মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদেরও অপহরণ করা হয়েছে। ফলে অপহরণের ঘটনায় ধর্মীয় রঙ লাগানো উচিত নয় বলে মত প্রশাসনের।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অপহরণকারীরা মূলত ডাকাতির উদ্দেশ্যে এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে। জল, জমি ইত্যাদি পরিষেবার দাবিতে তারা অপহরণ করে বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণের দাবি করে থাকে। শুক্রবারের অপহরণের ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট বোলা তিনুবু পরিস্থিতি আলোচনার জন্য বৈঠক করেন। দ্রুত উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বস্ত করেন। জঙ্গল এলাকায় জোর তল্লাশি শুরু হয়েছে।

অভিযান তাই রাজভবনে

(প্রথম পাতার পর) চার শিশুর পরিবারকে রাজ্য সরকারের তরফে আর্থিক ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়। তার পরই ঘটনার ৮ দিনের মাথায় ঘটনাস্থলে যান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। শোকাহত চার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তাদের চার লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। কিন্তু সেই সাহায্য আজ পর্যন্ত হাতেই পায়নি পরিবারগুলি। রাজ্যপাল বোস কেন নিজের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি? সেই জবাব চেয়ে এবার রাজভবনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই চার পরিবারের সদস্যরা। সংবাদমাধ্যমকে তাঁরা জানিয়েছেন, চলতি মাসেই তাঁরা রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলবেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দেবাশিস ঘোষের সম্পাদনায় হাওড়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে ‘সপ্তধা’ পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা। পুজোর গল্প উপহার দিয়েছেন এই সময়ের বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা। দাম ১৫০ টাকা

দুই বিষয় দুই বই

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ভিন্ন বিষয়ের দুটি বই। প্রথমটি কবি কাজী নজরুল ইসলামের পুত্র বুলবুলের উপর। দ্বিতীয়টি নানা রঙের গদ্যের। অনবদ্য বই দুটির উপর আলোকপাত করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

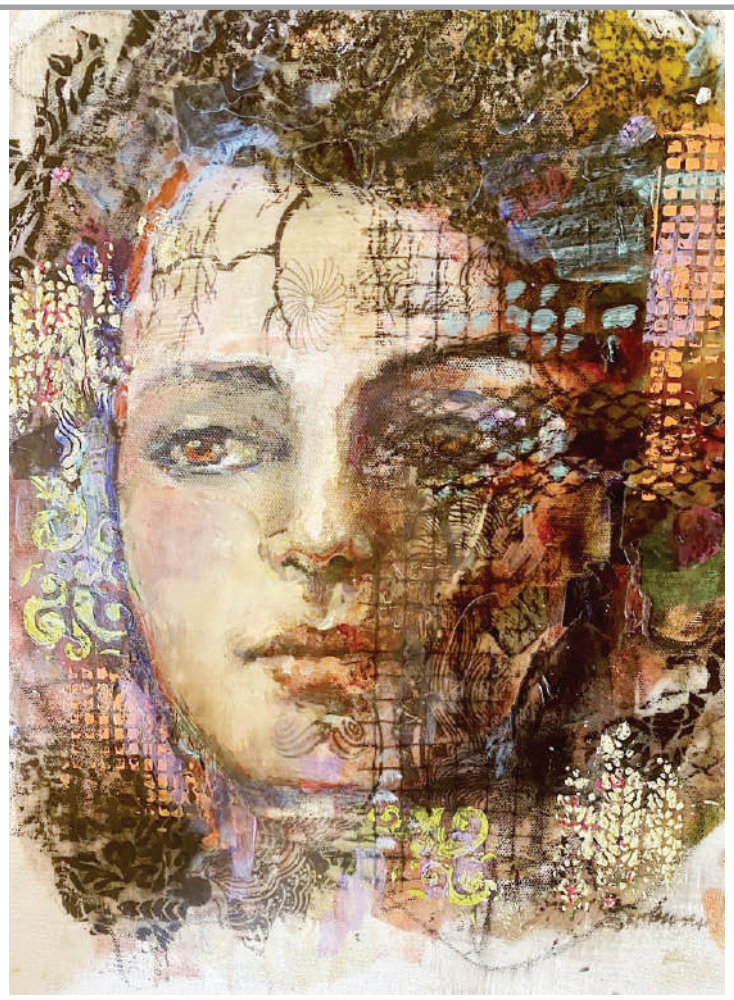

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় পুত্র বুলবুল। অল্প বয়সে গুটিবসন্ত রোগে মারা যান। শোকাহত হন নজরুল। পুত্রকে নিয়ে রচনা করেন গান। এইবছর বুলবুলের জন্মশতবর্ষ।

সেই উপলক্ষে ছায়ানট (কলকাতা)-র উদ্যোগে রিসার্চ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে ‘বুলবুল : বিদ্রোহীর বুকে বিষাদের সুর’ শীর্ষক একটি গ্রন্থ। সম্পাদনায় সোমঋতা মল্লিক।

৭২ পৃষ্ঠার এই সংকলন-গ্রন্থে বুলবুলকে নিয়ে প্রবন্ধ, কবিতা লিখেছেন দুই বাংলার কবি, সাহিত্যিক ও নজরুল গবেষকরা। মুখবন্ধ ‘বিদ্রোহীর বুকে বিষাদের সুর’-এ ড. শেখ মকবুল ইসলাম দেখিয়েছেন, অসুস্থ পুত্রের জন্য প্রবল সংগ্রামী, বাস্তববাদী, চেতনাসম্পন্ন কবিকেও অলৌকিক পথে সংকটের সমাধানে ভরসা রাখতে হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, ‘দ্বিতীয় পুত্রের আগমনে নজরুল খুবই উচ্ছ্বসিত ছিলেন। বুলবুলের আকস্মিক মৃত্যু কেউই আশা করেনি। বসন্ত রোগে আক্রান্ত বুলবুলের জন্য তিনি দমদমে কোনও এক সাধুর খোঁজ করেছিলেন।’

সোমঋতা মল্লিকের ‘নজরুলের প্রাণপ্রিয় বুলবুল’ প্রবন্ধে রয়েছে কয়েকজন ব্যক্তির স্মৃতিচারণ। পুত্রের শেষকৃত্যের জন্য অর্থ সংগ্রহে কতটা বেগ পেতে হয়েছিল নজরুলকে, আছে তার হৃদয়বিদারক বিবরণ। আর্থিক দুরবস্থা কোনও দিন কাটেনি বিদ্রোহী কবির। তাই পুত্রের কবরটি বাঁধাতে পারেননি। তিনি লিখেছেন, ‘পুত্রের শোক এত প্রবল হয়েছিল যে নজরুল পরে গভীরভাবে আধ্যাত্ম সাধনার দিকে ঝোঁকেন এবং লালগোলা স্কুলের হেড মাস্টার যোগসাধক বরদাচরণ মজুমদারের কাছে যোগ-সাধনার দীক্ষা নেন।’

দ্বিতীয় পুত্রের অকালমৃত্যুতে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল কবির মধ্যে। ড. মইনুল হাসান ‘কাজী নজরুল পুত্র বুলবুলের কথা’ প্রবন্ধে লিখেছেন, ‘বুলবুলের মৃত্যুর পর কাজী নজরুল অন্তর্মুখী হয়ে পড়েন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে প্রায় সরিয়ে নেন। গানের জগতে ডুব দেন।’ জানা যায়, বুলবুল যখন অসুস্থ, তখন নজরুল ‘রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ’ অনুবাদ করছিলেন। কিন্তু সেটা শেষ হওয়ার আগেই বুলবুল চলে যায়। যখন হাফিজের অনুবাদটি বই হয়ে প্রকাশিত হয় তা উৎসর্গ করেন বুলবুলকে।

এই পুত্রের জন্ম কতটা আনন্দ দিয়েছিল কবিকে, জানা যায় মোস্তফা কামালের ‘নজরুলের প্রাণপাখি বুলবুল’ প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন, ‘গ্রেস কটেজে তখন নবজাতককে নিয়ে আনন্দের বন্যা। সেই আনন্দের সাগরে ভাসতে লাগলেন নজরুলও। ছেলের নাম রাখলেন বুলবুল। ভাল নাম অরিন্দম খালেদ।’ যদিও এই আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরবর্তী সময়ে ঠিক কী ঘটেছিল, প্রবন্ধে রয়েছে তার বর্ণনা।

প্রবন্ধগুলোর পাশাপাশি আছে ১৩টি কবিতা এবং বুলবুলের দুর্লভ ছবি। এই সংকলনে ধ্বনিত হয়েছে পুত্রহারা নজরুলের তীব্র হাহাকার, ক্রন্দনরোল। বুলবুল সম্পর্কে আগ্রহ থাকলে সংগ্রহে রাখা যায়। প্রচ্ছদ নীলাদ্রি চট্টোপাধ্যায়ের। দাম ১৭৫ টাকা।

কালি কলম মনন থেকে প্রকাশিত হয়েছে মলয় সিনহা-র গদ্যের বই ‘শতং বদ, মা লিখ’র প্রথম খণ্ড। অর্থ হল, যত পার বলে যাও, কিন্তু লিখো না খবরদার। তবু লেখা হয়েছে। নানা রঙের বিষয়। ধরা পড়েছে সমাজ, বিজ্ঞান, খেলা, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্যে ঘটে যাওয়া নানান ঘটনা। এমন অনেককিছু, যেগুলো থেকে যেত লোকচক্ষুর আড়ালে। লেখক সেগুলোকেই মনের মাধুরী মিশিয়ে অক্ষরমালায় গেঁথেছেন। ১০০ পৃষ্ঠার বই। ৪৫টি লেখা।

‘নতুন তারার খোঁজে’ ক্রিকেট নিয়ে মুচমুচে একটি লেখা। সাহেবদের এই খেলাটি শীতকাল থেকে কীভাবে ধীরে ধীরে সারা বছরের দখল নিল, বলা হয়েছে সেটাই। বাঙালির দুর্গাপুজো আছে। সেইসঙ্গে বছরের শুরুতে আছে একটা বইমেলাও। শীতের নরম রোদ গায়ে মাখা এই মেলার উজ্জ্বল ছবি আঁকা হয়েছে ‘বাঙালির বইমেলা’ গদ্যে।

দ্রুত বদলাচ্ছে সময়। বই কিন্তু এখন আর শুধুমাত্র পড়ার নয়, শোনারও। এসে গেছে ইউটিউব, অডিও বুক। অত্যাধুনিক বিষয়গুলো ধরা পড়েছে ‘পড়া আর শোনা দিব্য মিশে গেছে’ গদ্যে। বাঙালি মানেই ফুটবল। আর ফুটবল মানেই মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের লড়াই। এই লড়াই এবং একটি দলের সাফল্য নিয়েই টানটান লেখা ‘অধরা মাধুরী’।

পাশাপাশি পড়তে ভাল লাগে ‘দুই প্রেম দিবস’, ‘আ মরি বাংলা ভাষা’, ‘অধরা রনজি ট্রফি’, ‘ভরসা থাকুক গণতন্ত্রে’, ‘অকথা-কুকথা’, ‘সোনার চেয়েও মূল্যবান’, ‘শিকড়ের কাছাকাছি’, ‘গর্বের কলকাতা’

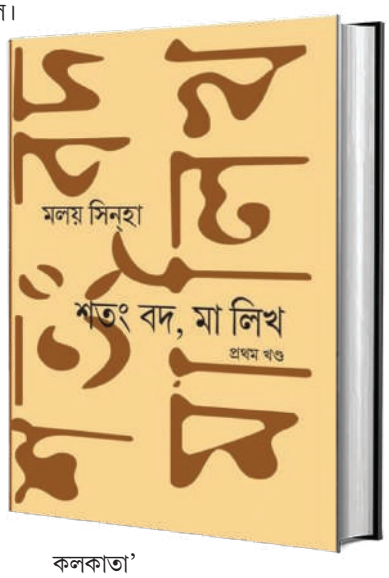

প্রভৃতি মুক্তগদ্যগুলো। রচনাকাল ২০২৩-’২৪। কিছু বিষয় চিরকালীন। কিছু বিষয়ে পড়েছে ধুলোর স্তর। এটা ঠিক, দুই মলাটের মধ্যে ধরা হয়েছে একটা বিশেষ সময়কে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সময়ের মধ্যে কী কী ঘটেছে, চোখ বুলিয়ে দেখে নেওয়া যায়। কোনওরকম পণ্ডিতি নেই। ভাষা সহজ সরল। এগিয়েছে নদীর মতো। ছোট ছোট বুদ্ধিদীপ্ত লেখা। পড়ে ফেলা যায় চট করে। অল্প সময়ের মধ্যে। সবমিলিয়ে অনবদ্য। সংগ্রহে রাখার মতো বই। প্রচ্ছদশিল্পী পোগো। দাম ৩০০ টাকা।

নবসোপান

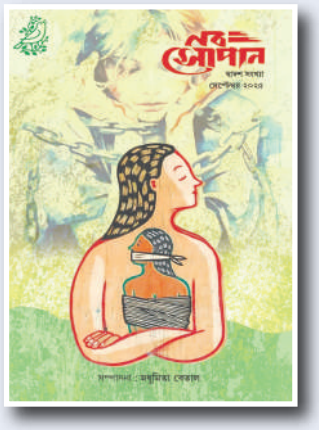

» শালবনি থেকে প্রকাশিত হয় মধুমিতা বেতাল সম্পাদিত ‘নবসোপান’। মহিলাদের সাহিত্য পত্রিকা। বেরোয় বছরে একবার। দ্বাদশ সংখ্যার সূচনায় বিজয়া মুখোপাধ্যায় পর্ব। কবিতা লিখেছেন বীথি চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্না কর, তনুজা চক্রবর্তী, উপাসনা পুরকায়স্থ প্রমুখ। জয়া মিত্র পর্বে গল্প রয়েছে মায়া রায়, সালেহা খাতুন, মোনালিসা পাহাড়ি, অদিতি চক্রবর্তী প্রমুখের। শিখা মল্লিক পর্বে কবিতা উপহার দিয়েছেন নমিতা চৌধুরী, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, দীপশিখা পোদ্দার, শকুন্তলা সান্যাল, সুপ্তশ্রী সোম প্রমুখ। কবিতা সিংহ পর্বে রয়েছে নানা বিষয়ের গদ্য। লিখেছেন তৃষা বসাক, জয়শ্রী সরকার, সালমা বেগ প্রমুখ। আছে আরও কয়েকটি পর্ব। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, অর্থিতা মণ্ডল, বাণী বসু, তমালিকা পণ্ডা শেঠ, চিত্রা লাহিড়ী, অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়ের নামে। অমৃতা খেটো পর্বে তনুশ্রী ভট্টাচার্য লিখেছেন শিখা মল্লিকের কাব্যগ্রন্থ ‘মায়াবী পৃথিবী এবং’-এর উপর। পম্পা মণ্ডলের কাব্যগ্রন্থ ‘সব ছোঁয়া স্পর্শ হয় না’ নিয়ে লিখেছেন পারমিতা ভৌমিক। জুলি লাহিড়ীর কাব্যগ্রন্থ ‘আমার আকাশ’ নিয়ে লিখেছেন সুস্মেলী দত্ত। এছাড়াও আছে সাক্ষাৎকার। সবমিলিয়ে পরিচ্ছন্ন একটি সংখ্যা। দাম ৩০০ টাকা।

পদ্য

» শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত হয় ‘পদ্য’। রিমি দে-র সম্পাদনায়। পঁচিশ বছরের কবিতা ও কবিতা-বিষয়ক পত্রিকা। উৎসব সংখ্যার বিষয় নারী। সংখ্যাটিকে বিভক্ত করা হয়েছে কয়েকটি পর্বে। প্রতিটি পর্বের নামকরণ করা হয়েছে সৃষ্টিশীল নারীদের নামে। এনহেডুয়ানা পর্বে উর্মিলা চক্রবর্তী লিখেছেন ‘মানবীচেতনার উৎস সন্ধানে’। পরিশ্রমলব্ধ রচনা। ঈশিতা ভাদুড়ীর ‘নারীরাই নারীদের শত্রু?’, জয়া চৌধুরীর ‘নিঃসঙ্গতার শতবর্ষে উরসুলা ইগুয়ারান’, নবনীতা সান্যালের ‘নিহিত জীবনসত্যের সন্ধানে এক অনুভবী আখ্যান’ সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। গীতা চট্টোপাধ্যায় পর্বে যশোধরা রায়চৌধুরীর ‘নারীর ব্যালান্স শিট— হিসেবনিকেশ’ শীর্ষক লেখাটি অনবদ্য। সুকুমারী ভট্টাচার্য পর্বে ‘মালয়ালম সাহিত্যের উজ্জ্বল নারী চরিত্র’র উপর আলোকপাত করেছেন তৃষ্ণা বসাক। রিমি মুৎসুদ্দি লিখেছেন ‘সিলভিয়া প্লাথের লেখায় আত্মকথন অথবা দ্রোহ’। আছে আরও কিছু উৎকৃষ্ট গদ্য। পাশাপাশি কবিতা, সাক্ষাৎকার। দাম ২২৫ টাকা।

মাঠে ময়দানে
23 November, 2025 • Sunday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার কোরিয়া ম্যাচ দিয়ে আজলান শাহ হকি অভিযান শুরু করছে ভারত

ইডেনকেও ছাপিয়ে গেল পারথ, দু'দিনেই টেস্ট জয় অস্ট্রেলিয়ার

পারথ, ২২ নভেম্বর : শনিবাসরীয় বিকেলে এক অলৌকিক ইনিংস দর্শনের পর বলা হচ্ছে বাজবলকে নাকি ধ্বংস করল ট্রাভবল। ভুল নেই, যেহেতু বাজবল নিয়ে ইংল্যান্ডের গর্বের ফানুস ফেটে চৌচির অপটাস স্টেডিয়ামে। ট্রাভিস হেডের ৬৯ বলের সেঞ্চুরিতে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে অ্যাডাম গিলক্রিস্টের ১৮ বছর আগে করা ৫৭ বলে সেঞ্চুরি। কিন্তু গিলিরও যা ছিল না, সেটা এই সীমাহীন ঔদ্ধত্য। যা দেখাল হেডের ব্যাট। দুনিয়া দেখল কীভাবে ২৮.২ ওভারে ২০৫-২ করে দু'দিনেই অ্যাসেজে ১-০ করে ফেলল অস্ট্রেলিয়া।

ইডেনে আড়াই দিনে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট শেষ হওয়ার পর অনেক প্রশ্ন উঠেছিল উইকেট নিয়ে। খেলাটাই নাকি গোল্লায় যাচ্ছে এমন অসম স্পিন-বাউন্সে। ইডেনে যা হয়েছে সেটা কেউ সমর্থন করবে না। কিন্তু অ্যাসেজ যদি আরও বড় মঞ্চ হয় তাহলে পারথে কী হল? হেডের এই ইনিংস মহাকাব্যে ঠাঁই পাবে নিশ্চিত। অ্যাসেজে ওপেনার হিসাবে এটা দ্রুততম সেঞ্চুরি। ভেঙে গেল ১২৭ বছর আগে ব্যাগি গ্রিন মাথায় জো ডার্লিং নামের এক অস্ট্রেলীয়র করা ১২৭ রানের রেকর্ড। সিডনিতে তিনি সেঞ্চুরি করেছিলেন ৮৫ বলে। কিন্তু এ-সবের পরও সেই প্রশ্নটা কিছুতেই আড়াল করা যাচ্ছে না যে টেস্ট ক্রিকেট কি এবার তিন দিনের করার সময় এল? চার দিনের কথাটা আগে থেকেই ছিল।

২০৫ রান তাড়া করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া একেবারে টি ২০ মেজাজে খেলেছে। এই উইকেটে যদি মিচেল স্টার্ক দুই ইনিংস মিলিয়ে ১০ উইকেট নিয়ে থাকেন বা বেন স্টোকস ৫ উইকেট, তাহলে সিমাররা এখান থেকে নির্ঘাত সাহায্য পেয়েছেন। পাঁচ সেশনে তিন ইনিংস মিলিয়ে ১১৩ ওভারে পড়ে গিয়েছিল ৩০ উইকেট। সেখান থেকে সিমারদের এই দাপুটে ভূমিতে ১৬টি চার ও ৪ ছক্কায় অমর কাহিনি রচনা করে গিয়েছেন হেড। শেষমেশ ৮৩ বলে ১২৩। ততক্ষণে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের ঠিকানা লেখা হয়ে গিয়েছে। জ্যাক ওয়েদারাল্ড করেছেন ২৩ রান। লাবুশেনের ৫১ নট আউটও এই জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

শনিবার অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছিল ১৩২ রানে। প্রথম দফায় ৪০ রানে পিছিয়ে পড়েও অজি বোলাররা পাল্টা আঘাত হেনে ইংল্যান্ডকে দ্বিতীয় দফায় ১৬৪ রানে গুটিয়ে দেন। প্রথম ইনিংসে ৭ উইকেট নেওয়া স্টার্ক এবার নিয়েছেন ৩টি উইকেট। এছাড়া বোল্যান্ড ৩৩ রানে ৪টি ও ব্রেন্ডন ডগেট ৫১ রানে ৩টি উইকেট নিয়েছেন। চাপের মুখে গাস অ্যাটকিনসন করেন ৩৭ রান। এছাড়া বলার মতো রান ডাকেটের ২৮, পোপের ৩৩ ও কার্সের ২০। কিন্তু দরকারের সময় ইংল্যান্ডের প্রয়োজন ছিল রুট (৮) ও ব্রুকের (০) ব্যাটে রান। কিন্তু সেটা হয়নি বোল্যান্ড ও স্টার্কের জন্য। শুধু জেমি স্মিথের (১৫) আউট নিয়ে সামান্য বিতর্ক আছে। বাকিটা এই যে ইংল্যান্ড ভাল শুরু করেও অ্যাসেজে পিছিয়ে পড়ল।

বিধ্বংসী হেড, ম্যাচের সেরা স্টার্ক

ম্যাচ জেতানো সেঞ্চুরির পর হেড। শনিবার পারথে।

রাহুলের সঙ্গে দৌড়ে ঋষভও

আজ সাদা বলের দল ঘোষণা

গুয়াহাটি, ২২ নভেম্বর : গুয়াহাটি টেস্টের পরই দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে তিনটি একদিনের সিরিজ। যা শুরু হচ্ছে রাঁচিতে ৩০ নভেম্বর। এরপর রয়েছে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ। প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকর ইতিমধ্যেই গুয়াহাটি চলে এসেছেন। রবিবার দ্বিতীয় দিনের খেলার পরেই সাদা বলের দুই সিরিজের দল ঘোষণা করে দেওয়া হবে। যা খবর, তাতে টি-২০ সিরিজে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া সফরের দলটাই কার্যত অপরিবর্তিত থাকতে চলেছে। তবে একদিনের সিরিজের দলে বেশ কিছু পরিবর্তন হতে পারে।

পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটের নিয়মিত অধিনায়ক শুভমন গিলকে পাওয়া যাবে না। শোনা যাচ্ছিল, তাঁর বদলে নেতৃত্ব দিতে পারেন কে এল রাহুল। যদিও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে প্রবলভাবে চলে এসেছেন ঋষভ পন্থ। কোনও অঘটন না ঘটলে, ঋষভই হয়তো একদিনের সিরিজে দলকে নেতৃত্ব দেবেন। তেমনটা হলে, এক বছরের বেশি সময় পরে পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে দেখা যাবে ঋষভকে। দেশের হয়ে তিনি শেষ কোনও একদিনের ম্যাচ খেলেছিলেন ২০২৪ সালের আগস্টে, কলম্বোয় শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে।

চোটের কারণে শ্রেয়স আইয়ারকেও একদিনের সিরিজে পাওয়া যাবে না। তাঁর সুস্থ হতে আরও অন্তত মাস দুয়েক সময় লাগবে। শ্রেয়সের পরিবর্তে দলে আসতে পারেন তিলক ভার্মা। যা শোনা যাচ্ছে তাতে অস্ট্রেলিয়ায় একদিনের সিরিজে না খেলা জসপ্রীত বুমরাকে ঘরের মাঠে একদিনের সিরিজেও বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে।

আগামী বছরের মার্চে 'ফিফা সিরিজ ২০২৬'

জুরিখ, ২২ নভেম্বর : আগামী বছরের জুন-জুলাই মাসে হবে ফুটবল বিশ্বকাপ। ইতিমধ্যেই ৪২টি দেশ মূলপর্বের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে। প্লে-অফ খেলে বিশ্বকাপের টিকিট পাবে আরও ছ'টি দেশ। তবে বিশ্বকাপের আগে ২০২৬ সালের মার্চ-এপ্রিলের আন্তর্জাতিক বিরতির সময় আরও একটি টুর্নামেন্টের আয়োজন করছে ফিফা। যার নাম ফিফা সিরিজ ২০২৬। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালেও এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল ফিফা। যা দু'বছর পর ফের ফিরতে চলেছে।

যে দেশগুলি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে পারবে না, তাদের নিয়েই হবে এই টুর্নামেন্ট। তবে সেই তালিকা বেশ দীর্ঘ। পুরুষ এবং মহিলা উভয় বিভাগেই হবে এই টুর্নামেন্ট। মহিলাদের ফিফা সিরিজ ২০২৬ হবে ব্রাজিল, থাইল্যান্ড ও আইভরি কোস্টে। পুরুষদের ম্যাচ হবে অস্ট্রেলিয়া, আজারবাইজান, উজবেকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, কাজাখস্তান, মরিশাস, পুয়ের্তো রিকো ও রুয়ান্ডায়।

২০২৪ সালের টুর্নামেন্টে মোট ২৪টি দেশ অংশ নিয়েছিল। সেবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ক্রোয়েশিয়া। এবার সম্ভবত টুর্নামেন্টের দল আরও বাড়াতে চলেছে ফিফা। ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো জানিয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ দেশগুলির উন্নয়নের সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে তোলা।

চাপে আয়ারল্যান্ড

ঢাকা : বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টেও হারের দোরগোড়ায় আয়ারল্যান্ড। জেতার জন্য ৫০৯ রানের বিশাল টার্গেট তাড়া করতে নেমে, চতুর্থ দিনের শেষে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৭৬ রান তুলেছে আইরিশরা। জেতার জন্য শেষ দিনে বাংলাদেশের চাই আর মাত্র ৪ উইকেট। এর আগে ৪ উইকেটে ২৯৭ রান তুলে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার করেছিল বাংলাদেশ। মোমিনুল হক ৮৭ ও সাদমান ইসলাম ৭৮ রান করেন। ৫৩ রানে অপরাজিত থাকেন শততম টেস্ট খেলতে নামা মুশফিকুর রহিম।

ফাইনালে ভারত

কলম্বো: দৃষ্টিহীন মহিলাদের প্রথম টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠল ভারত। শনিবার কলম্বোয় সেমিফাইনালে ভারত ৯ উইকেটে হারায় অস্ট্রেলিয়াকে। জয়ের কান্ডারি ওড়িশার মেয়ে বাসন্তী হাঁসদা। তিনি ম্যাচের সেরা হয়েছেন। জয়ের জন্য ১১২ রান তাড়া করতে নেমে বাসন্তী ও গঙ্গা কদমের ব্যাটে ভর করে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ভারত। বাসন্তী করেন ৩৯ বলে ৪৫ রান। গঙ্গার সংগ্রহ ৩১ বলে ৪১। ভারতের আঁটোসাঁটো বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের কারণে অস্ট্রেলিয়া ১১১ রানের বেশি তুলতে পারেনি। পাকিস্তান-নেপাল ম্যাচের বিজয়ীর বিরুদ্ধে রবিবার ফাইনাল খেলবে ভারত।

রুদ্ধশ্বাস জয়ে ফাইনালে লক্ষ্য

সিডনি, ২২ নভেম্বর : অস্ট্রেলিয়ান ওপেন সুপার ৫০০ ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে লক্ষ্য সেনের দৌড় অব্যাহত। শনিবার সেমিফাইনালে টানটান উত্তেজনার মধ্যে চিনা তাইপের চো তিয়েন চেনকে ১৭-২১, ২৪-২২, ২১-১৬ ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছেন ভারতীয় শাটলার। তিন গেমের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যারাথন ম্যাচ জিততে ৮৬ মিনিট সময় লাগে লক্ষ্যর।

এই নিয়ে চলতি বছরে দ্বিতীয়বার কোনও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠলেন লক্ষ্য। এর আগে হংকং ওপেনের ফাইনালে উঠেও রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। এবার লক্ষ্যর সামনে বছরের প্রথম খেতাব জয়ের সুবর্ণ সুযোগ। রবিবার ফাইনালে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জাপানের ইউশি তানাকা। এদিন অপর সেমিফাইনালে তানাকা ২১-১৬, ২১-১৫ সরাসরি গেমে হারিয়েছেন চিনা তাইপের লিন চুন ই-কে।

বিশ্বের ছয় নম্বর চেনের বিরুদ্ধে শুরুটা ভাল হয়নি লক্ষ্যর। প্রথম গেমে প্রতিপক্ষ শাটলারের আগ্রাসী খেলার সামনে কিছুটা গুটিয়ে ছিলেন। গেমও হেরে পিছিয়ে পড়েন। কিন্তু দ্বিতীয় গেম জিতে ম্যাচে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ান ভারতীয় শাটলার। রুদ্ধশ্বাস গেমে কখনও লক্ষ্য এগিয়েছেন তো কখনও চেন। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যই শেষ হাসি হাসেন। এরপর নির্ণায়ক তৃতীয় গেমের শুরুতেই ১১-৬ পয়েন্টে এগিয়ে যান লক্ষ্য। এরপর ম্যাচ যত গড়িয়েছে, ততই জাঁকিয়ে বসেছেন লক্ষ্য। শেষ পর্যন্ত গেম এবং ম্যাচ পকেটে পুরে ফাইনালে উঠে যান।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

23 November, 2025 • Sunday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৩ নভেম্বর ২০২৫
রবিবার

আমি এখন কেবল ক্রিকেটকে উপভোগ করতে চাই, রাজস্থান রয়্যালসে ফেরা নিয়ে জাদেজা

কাশীকে উড়িয়ে শেষ চারে ডায়মন্ড হারবার

সিকিম গভর্নর'স গোল্ড কাপ

প্রতিবেদন : সিকিম গভর্নর'স গোল্ড কাপের সেমিফাইনালে উঠল ডায়মন্ড হারবার এফসি। শনিবার গ্যাংটকের পালজোর স্টেডিয়ামে কোয়ার্টার ফাইনালে ইন্টার কাশীকে ৩-১ গোলে হারিয়ে শেষ চারে খেলার ছাড়পত্র পেল ডায়মন্ড। জোড়া গোল করে দলকে জিতিয়ে ম্যাচের সেরা নরহরি শ্রেষ্ঠা। অপর গোলদাতা নবাব। ২৭ নভেম্বর সেমিফাইনালে ডায়মন্ড হারবার খেলবে ইস্টবেঙ্গল-সার্ভিসেস ম্যাচের বিজয়ীর বিরুদ্ধে।

ডায়মন্ড হারবারের মতোই গত মরশুমের আই লিগ চ্যাম্পিয়ন ইন্টার কাশী টুর্নামেন্টে জুনিয়রদের নিয়ে খেলছে সিকিমে। এদিন এক ঝাঁক তরুণের লড়াকু ফুটবল উপভোগ করেন পাহাড়ের দর্শকরা। তবে গোটা ম্যাচে আধিপত্য নিয়ে খেলেই জয় তুলে নেয় ডায়মন্ড হারবার। প্রথম গোলের জন্য অবশ্য ডায়মন্ডকে অপেক্ষা করতে হয় ৩৩ মিনিট পর্যন্ত।

ডেডলক ভাঙেন নরহরি। উইং প্লে থেকে গোল করেন বাংলার সন্তোষজয়ী দলের স্ট্রাইকার। বিরতির আগেই দ্বিতীয় গোল তুলে নেয় ডায়মন্ড হারবার। ব্যবধান বাড়ান নবাব। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ডায়মন্ড রক্ষণের ভুলের সুযোগ নিয়ে গোল করে যায় কাশী। তবে কলকাতা জায়ান্টরা তাদের ম্যাচে ফেরার কোনও সুযোগ দেয়নি। ৫৫ মিনিটেই ব্যবধান ৩-১ করে ডায়মন্ড হারবার। নিজের দ্বিতীয় গোল করেন নরহরি। ম্যাচের বাকি সময় আক্রমণে ঝাঁজ বাড়িয়েও ব্যবধান বাড়াতে পারেনি ডায়মন্ড হারবার।

সেমিফাইনালে উঠে প্রতিযোগিতায় ডায়মন্ড হারবারের কোচ অভিষেক দাস বলেন, আমরা সেরা ফুটবল খেলতে পারিনি। তবে উন্নতি করছি। সেমিফাইনালের আগে ভুলত্রুটি শুধরে নিতে হবে। সেমিফাইনালের প্রতিপক্ষ নিয়ে ভাবছি না। ইস্টবেঙ্গল সামনে পড়লেও আমরা তৈরি।

বিয়ের আগে ম্যাচে স্মৃতি বনাম পলাশ

মুম্বই, ২২ নভেম্বর : ভারতে মেয়েদের ক্রিকেটের অন্যতম সেরা আইকন তিনি। স্মৃতি মান্ধানা বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন আজ, রবিবার। ক্রিকেটকন্যার বিয়েতে ক্রিকেট থাকবে না, তা হয় নাকি! বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রাক-মুহূর্তে স্মৃতিকে নিয়ে উৎসবে মেতে উঠেছেন সদ্য বিশ্বকাপজয়ী দলে ভারতীয় ব্যাটারের সতীর্থরা। উৎসবের আনন্দকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিল ক্রিকেট ম্যাচ। বাইশ গজের লড়াইয়ে স্মৃতির মুখোমুখি হন তাঁর হবু বর পলাশ মুচ্ছল। ভিডিও মুহূর্তে ভাইরাল। স্মৃতি ও পলাশ দু'জনেই নিজ নিজ দলকে নেতৃত্ব দেন। দু'দলের নাম 'টিম গ্রুম' এবং 'টিম ব্রাইড'। দু'দলের অধিনায়ক যথাক্রমে পলাশ এবং স্মৃতি। শেফালি ভার্মা, জেমাইমা রডরিগেজ, রেণুকা সিং, রিচা ঘোষ, রাধা যাদব-সহ ভারতীয় দলের আরও অনেকেই ছিলেন স্মৃতির দলে। টসে জিতলেও ম্যাচ হেরে যায় পলাশের দল। জিতে আনন্দে মেতে ওঠে স্মৃতির 'টিম ব্রাইড'। শেফালিরা হাতে তুলে নেন স্টাম্প। দুষ্টু-মিষ্টি হাসিতে পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন স্মৃতি-পলাশ। উপভোগ করেন উপস্থিত সকলে।

কল্যাণকে কড়া চিঠি ক্লাব জোটের

প্রতিবেদন : দায়িত্ব নিয়ে ভারতীয় ফুটবলকে শেষ করছেন তিনি। আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরিই হয়েছে ফুটবল প্রশাসনে অনভিজ্ঞ, অকর্মণ্য, ক্ষমতালোভী এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবের জন্য। বিষটিকে অহেতুক জটিল করে, তাকে আদালতে টেনে নিয়ে গিয়ে মাসের পর মাস সময় নষ্ট করে ভারতীয় ফুটবলকে চরম সংকটে ফেলে দিয়েছেন কল্যাণ ও তাঁর অপেশাদার শাগরেদরা। ফেডারেশন ব্যর্থ হওয়ায় বাধ্য হয়ে সরকারকে আইএসএল শুরু করার উদ্যোগ নিতে হয়েছে। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেই ফেডারেশন সভাপতিকে কড়া চিঠি দিয়ে অবিলম্বে সব পক্ষকে নিয়ে বৈঠক ডাকতে বলল দুই প্রধান-সহ আইএসএলের ক্লাব জোট। চিঠিতে সই করেছেন হায়দরাবাদ এফসি-র সিইও ধ্রুব সুদ। সলিসিটর জেনারেলের বক্তব্য শোনার পর সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, আইএসএলের ক্লাবগুলো, এআইএফএফ, ভারত সরকার এবং লিগ আয়োজন করতে আগ্রহী বিডার বা সংস্থাগুলিকে নিয়ে আলোচনা করে দু'সপ্তাহের মধ্যে সমাধানসূত্র বের করার চেষ্টা করতে হবে। এটা করতে হবে প্রাক্তন বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাওয়ের প্রস্তাবিত সুপারিশগুলির উপর ভিত্তি করে। সরকার ফিফার নিয়মের বাইরে যেতে পারবে না। সমঝোতা করে তারা শুধু জট খুলবে, টাকা জোগাড় বা লিগ চালানোর দায়িত্ব ফেডারেশন এবং বাণিজ্যিক সংস্থার।

ক্লাব জোট সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ উল্লেখ করে ফেডারেশন সভাপতিকে চিঠিতে লিখেছে, আদালত দু'সপ্তাহ সময় দিয়েছে সমাধানসূত্র বের করার। ৮ ডিসেম্বর চূড়ান্ত সময়সীমার মধ্যেই তা করে আদালতকে জানাতে হবে। এআইএফএফ-এর কাছে আমাদের অনুরোধ, অবিলম্বে সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে মিটিং ডেকে লিগ চালানোর একটি গঠনমূলক রোডম্যাপ তৈরি করা হোক।

নায়ক হেনরি

হ্যামিলটন : ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ করেই একদিনের সিরিজ জিতল নিউজিল্যান্ড। শনিবার তৃতীয় একদিনের ম্যাচে ক্যারিবিয়ানদের ৪ উইকেটে হারিয়েছে কিউয়িরা। প্রথমে ব্যাট করে ৩৬.২ ওভারে মাত্র ১৬১ রানেই গুটিয়ে গিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিউয়ি পেসার ম্যাট হেনরি ৪ উইকেট দখল করেন। ২টি করে উইকেট পান জেকব ডাফি ও মিচেল স্যান্টনার। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ৩০.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬২ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় নিউজিল্যান্ড। মার্ক চ্যাপম্যান ৬৪ ও মিচেল ব্রেসওয়েল অপরাজিত ৪০ রান করেন। তিন ম্যাচের সিরিজ ৩-০ ব্যবধানে জিতে নিল নিউজিল্যান্ড।

ড্র ভারতের

আমেদাবাদ : অনূর্ধ্ব ১৭ এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রথম ম্যাচে এগিয়ে থেকেও জয় হাতছাড়া করল ভারত। শনিবার আমেদাবাদে প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও ম্যাচ ১-১ ড্র করল বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের দল। বিরতির আগেই শুভম পুনিয়ার গোলে এগিয়ে যায় ভারত। কিন্তু ৭৪ মিনিটে গোলশোধ করে দেয় প্যালেস্টাইন।

জিতেই নক আউটে যেতে চায় ইস্টবেঙ্গল

আজ সামনে নাসাফ

প্রস্তুতি সৌম্যাদের। চিনের উহানে।

প্রতিবেদন : ইতিহাসের সামনে ইস্টবেঙ্গল। প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে মেয়েদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নক আউট পর্বে যোগ্যতা অর্জনের মুখে দাঁড়িয়ে ময়দানের শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব। রবিবার চিনের মাটিতে এএফসি উওমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে উজবেকিস্তানের পিএফসি নাসাফের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা। পয়েন্ট টেবল অনুযায়ী, নাসাফের বিরুদ্ধে ড্র অথবা জয় ইস্টবেঙ্গলকে জায়গা করে দেবে নক আউটে। মশালবাহিনী অবশ্য সরাসরি জিতেই কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র পেতে মরিয়া।

তিন গ্রুপের প্রথম দুই দলের পাশাপাশি সেরা তৃতীয় স্থানাধিকারী দু'টি দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পাবে। গ্রুপ 'বি'-তে ইস্টবেঙ্গল দুই ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। ইরানের বাম খাতুনের সঙ্গে পয়েন্টে সমান হলেও গোল পার্থক্যে এগিয়ে ইস্টবেঙ্গল। রবিবার শেষ ম্যাচে নাসাফের কাছে হারলেও নক আউটে যাওয়ার সুযোগ থাকবে সৌম্যা গুগলথদের কাছে। তবে হারের ব্যবধান ২ গোলের বেশি হওয়া চলবে না। পাশাপাশি আশায় থাকতে হবে উহান যেন হারায় বাম খাতুনকে।

ইস্টবেঙ্গল অবশ্য কোনও অঙ্কে না গিয়ে শক্তিশালী নাসাফকে হারিয়েই শেষ আট নিশ্চিত করতে চায়। হেড কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ বলেছেন, এই পর্যায়ে আমাদের মেয়েদের সত্যিকারের পরীক্ষা। আমরা কোনও অঙ্ক মাথায় রাখছি না। বরং নাসাফের বিরুদ্ধে সেরাটা দিয়ে ক্লাব ও দেশকে গর্বিত করাই লক্ষ্য দলের।

৫৮ বছরে বাবা হলেন বেকার

ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, ২২ নভেম্বর : শনিবার ছিল তাঁর ৫৮তম জন্মদিন। ঠিক তার একদিন আগে ফের বাবা হলেন প্রাক্তন জার্মান টেনিস তারকা বরিস বেকার। স্ত্রী লিলিয়ান কার্ভালহো মন্টেইরো কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। এই নিয়ে পঞ্চমবার পিতৃত্বের স্বাদ পেলেন জার্মান টেনিস কিংবদন্তি। বেকারের থেকে তাঁর স্ত্রী ২৪ বছরের ছোট। ইনস্টাগ্রামে নবজাতকের ছবি পোস্ট করেছেন বেকার। সেখানে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী মেয়ের হাত ধরে রয়েছেন। সদ্যোজাত সন্তানের নামও দিয়েছেন তাঁরা। পোস্টে লিখেছেন, পৃথিবীতে স্বাগত জো ভিত্তোরিয়া বেকার ২১.১১.২০২৫। বেকার এবং লিলিয়ান গতবছর বিয়ে করেছিলেন। প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন এর আগেও দু'বার বিয়ে করেছেন। আগের তিন সন্তান রয়েছে।

কোর্টে ফিরে আর দুঃখ পেতে চাইনি

অবসরোত্তর জীবন নিয়ে শারাপোভা

নিউ ইয়র্ক, ২২ নভেম্বর : প্রাক্তনদের অনেকেই অবসরের পর কোর্টে ফেরেন বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নিতে। কিন্তু মারিয়া শারাপোভাকে কখনও তা করতে দেখা যায়নি। ২০২০-তে টেনিস ছাড়ার পর আর কখনও কোর্টে পা দেননি। যা নিয়ে মেয়েদের টেনিসের প্রাক্তন এক নম্বরের বক্তব্য হল, আমি চাইনি আমার জীবনে আবার দুঃখের অধ্যায় ফিরে আসুক। তুমি যদি অনেকদিন এই খেলাটা না খেলো তাহলে এটার প্রয়োজন আর তোমার জীবনে নেই।

এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন টেনিস কুইন জানান, আমি জানি কত তাড়াতাড়ি এই খেলাটাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। এই ভালবাসা কত শক্তিশালী ছিল তাও জানি। প্রাক্তনদের অনেকেই নিজের কেরিয়ার জোর করে লম্বা করেছেন। আসলে ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেননি। ৩৮ বছরের শারাপোভাও সেই দলে পড়েন। তিনি এটা মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এটা নিয়ে ভিন্ন মত থাকতে পারে। কিন্তু এখন ভাবেন, আরও আগে কোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারলেই বোধহয় ভাল হত।

পুরনো কথা টেনে শারাপোভা জানান, অদম্য জেদ তাঁর টেনিস জীবনে অনেক সমস্যা এনেছিল। এর জন্য অনেক ভাল জয় পেয়েছিলেন এটা ঘটনা। কিন্তু পরে মনে হয়েছে সুস্থ জীবন, কাঁধের সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে এটা আঁকড়ে থেকে ক্ষতি হয়েছিল। তাছাড়া তখন শরীর সেরে উঠতে সময় নিচ্ছিল। একটা দুটো বছর এই অদম্য জেদ জাঁকিয়ে বসেছিল।

কেরিয়ারে পাঁচটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন শারাপোভা। পেয়েছিলেন ৩৬টি ডব্লুটিএ খেতাব। ২০১২-তে কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যাম সেরে ফেলেছিলেন। তিনি হয়ে ওঠেন একটি ব্র্যান্ড। ১৯ বছরের পেশাদার টেনিস জীবন শেষ করে ২০২০-তে শারাপোভা অবসর নেন।

শুভমন আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরবে : পন্থ

ব্যাট-বলের উপভোগ্য লড়াই বর্ষাপাড়ায়

গুয়াহাটি, ২২ নভেম্বর : বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে প্রথম দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার রান ২৪৭-৬। 'ঘূর্ণি উইকেটই চাই' জাতীয় আব্দার ওঠার আগে পর্যন্ত এভাবেই টেস্ট ক্রিকেট হত ভারতে। তাহলে কি ইডেন-কাণ্ডের পর ভারতীয় ড্রেসিংরুম বুমেরাংয়ের ভয়ে সতর্ক হয়েছে? বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়ার শহরে শনিবার শুধু ব্যাট-বলের উপভোগ্য লড়াই হয়নি, সবাই স্বাভাবিক ক্রিকেট খেলতে পেরেছেন। ফলে সাবধান-সাবধান বাণী হাওয়ায় ঘুরছে!

হালফিলের ক্রিকেটে পাঁচ দিনের ক্রিকেটের খুব অভাব। ইডেনে প্রথম টেস্ট আড়াই দিনে শেষ হয়েছে। পারথে অ্যাসেজের প্রথম টেস্ট দু'দিনে গুটিয়ে গিয়েছে। গুয়াহাটির ফাঁকা মাঠ দেখে এটা ভাবা বিচিত্র নয় যে লোকে আর পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে ঠকতে চায় না। তারা পাঁচ দিনের টিকিট কেটে দু-আড়াই দিনের ম্যাচ দেখবে কেন? ব্রহ্মপুত্রের তীরে এটাই প্রথম টেস্ট। প্রচুর লোক খেলা দেখতে আসবে মনে করা হয়েছিল। যা হয়নি। তবে এলে ভালই করতেন। ইডেন, পারথ যা পারেনি, বর্ষাপাড়া স্টেডিয়াম অন্তত সেটা পেরেছে। টেস্ট ক্রিকেটকে স্বমহিমায় ফেরাতে পেরেছে।

ইডেনে পাঁচদিন আগে থেকে উইকেটের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন ভারতীয় কোচ ও সাপোর্ট স্টাফেরা। নাজেহাল হয়েছিলেন ইডেন কিউরেটর। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো লোককে পর্যন্ত ভারতীয় ড্রেসিংরুমের ঘূর্ণি উইকেটের আব্দার মেনে নিতে হয়েছিল। দেখে মনে হচ্ছে ইডেনের ঘটনা দেখে কিছুটা সমঝেছে ভারতীয় দল। তাতে আব্দার কমেছে। ফলে উইকেটে ব্যাট-বলের ভারসাম্য এসেছে। টেম্বা বাভুমারা সেট হয়ে যাওয়ার পর তাঁদের আউট করা কঠিন হয়েছিল। তাঁরা বোলারদের পরীক্ষা নিয়েছেন। আবার কুলদীপ, বুমরার ধুরন্ধর চাতুরিতে তাঁরা ঠকেও গিয়েছেন।

বাভুমা টেসে জিতে ব্যাটিং নিয়েছিলেন। বিনা উইকেটে ৮২ রান তুলেও ফেলেছিলেন দুই ওপেনার মার্করাম ও রিকেলটন। চা বিরতির ঠিক আগে মার্করাম বুমরার বল স্কোয়ারে পুশ করতে গিয়ে ভিতরে টেনে নিয়ে

আরও একটা উইকেট, উচ্ছ্বসিত কুলদীপ। শনিবার গুয়াহাটিতে।

এলেন। তাঁর রান তখন ৩৮। আলোর কথা ভেবে সকাল এগারোটায় চা বিরতি হয়ে গেল এখানে। দ্বিতীয় সেশনের পরে হল লাঞ্চ। গুয়াহাটিতে প্রথম টেস্টের মতো এটাও প্রথমবার হল ভারতে কোনও ভেনুতে। আগে টি, পরে লাঞ্চ। এটা চমক হিসাবে মনে রাখবে সবাই।

দক্ষিণ আফ্রিকা এত ভাল শুরু করেও নিয়মিত উইকেট হারিয়েছে। তার থেকেও বড় কথা হল টপ অর্ডার সেট হয়ে উইকেট দিয়ে গেল। রিকেলটন ৩৫, স্টাবস ৪৯, বাভুমা ৪১, ডি জর্জি ২৮, মুল্ডার ১৩ রান করে আউট হয়েছেন। মুল্ডারকে বাদ দলে বাকিদের সবাইকে দেখে মনে হয়েছে তাঁরা বড় রানের দিকে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে সেটা হয়নি। এক্ষেত্রে ঋষভের মস্তিষ্কের প্রশংসা করতে হবে। বাভুমা মিড অফ আর এক্সট্রা কভার দিয়ে বারবার শট খেলছিলেন। ঋষভ তাই যশস্বীকে একটু এগিয়ে এনে তাঁকে তুলে মারার টোপ দিয়েছিলেন। বাভুমা সেই ফাঁদে আটকে যান।

অলরাউন্ডার মুথুস্বামী ২৫ রানে ব্যাট করছেন। তিনি যতক্ষণ আছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার তিনশো পার করার আশা ততক্ষণ। তাঁর সঙ্গী কাইল ভেরেইন ব্যাট করছেন ১ রানে। এরপর মার্কো জেনসেনের কিছুটা ব্যাট করার অভ্যেস আছে। ভারতীয় বোলিংয়ে বুমরা মোটে একটি উইকেট পেলেও ব্যাটারদের সমীহ পেয়েছেন। তুলনায় সিরাজ একটি উইকেট নিতে ৫৯ রান খরচ করেছেন। জাদেজাও একটি উইকেট নিয়েছেন ৩০ রানে। তবে বোলারদের মধ্যে সেরা ছিলেন কুলদীপ। তিনি ৪৮ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। উইকেটে বল যে তেমন কিছু ঘুরেছে এমন নয়। কিন্তু কুলদীপ হাওয়ায় বল রেখে সাফল্য পেলেন।

শুভমন নেই এটা আগের দিনই জানানো হয়েছিল। এদিন অক্ষরকেও প্রত্যাশিতভাবে বাইরে রেখে খেলতে নেমেছিল ভারত। এই দুজনের জায়গায় এলেন সাই সুদর্শন ও নীতীশ রেড্ডি। নীতীশকে সাদা বলের ক্রিকেট খেলতে পাঠিয়েও শুভমনের চোট লাগার পর ডেকে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় সিমার হিসাবে চার ওভারের বেশি তাঁকে বল দেওয়া হয়নি। ভারত যেমন এখানে তিন স্পিনারে খেলছে, তেমনই দক্ষিণ আফ্রিকাও সেই পথে হেঁটেছে কেশব মহারাজ, হার্মার ও মুথুস্বামীকে একসঙ্গে রেখে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুই টেস্টে এই তিন স্পিনার ৩৩টি উইকেট নিয়েছিলেন। আর ভারত এখানে চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করবে। তাই ঋষভদের প্রথম ইনিংস খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে।

স্কোরবোর্ড

দক্ষিণ আফ্রিকা (প্রথম ইনিংস) : এইডেন মার্করাম বোল্ড বুমরা ৩৮, রায়ান রিকেলটন ক পন্থ বো কুলদীপ ৩৫, ট্রিস্টান স্টাবস ক রাহুল বো কুলদীপ ৪৯, টেম্বা বাভুমা ক জয়সওয়াল বো জাদেজা ৪১, টনি ডি জর্জি ক পন্থ বো সিরাজ ২৮, উইয়ান মুল্ডার ক জয়সওয়াল বো কুলদীপ ১৩, সেনুরান মুথুস্বামী নট আউট ২৫, কাইল ভেরেইনি নট আউট ১। অতিরিক্ত : ১৭। মোট (৮১.৫ ওভারে ৬ উইকেটে) : ২৪৭ রান। বোলিং : জসপ্রীত বুমরা ১৭-৬-৩৮-১, মহম্মদ সিরাজ ১৭.৫-৩-৫৯-১, নীতীশ রেড্ডি ৪-০-২১-০, কুলদীপ যাদব ১৭-৩-৪৮-৩, ওয়াশিংটন সুন্দর ১৪-৩-৩৬-০, রবীন্দ্র জাদেজা ১২-১-৩০-১।

এমন উইকেটই চাই : দুশখাতে

গুয়াহাটি, ২২ নভেম্বর : ইডেন টেস্ট শেষ হওয়ার পর থেকেই চর্চায় ছিল ২২ গজ। এমনকী, বর্ষাপাড়ার পিচ কেমন হবে, তা নিয়েও বিস্তর আলোচনা হয়েছে গত কয়েক দিনে। প্রথম দিনের খেলার শেষে লিখতেই হচ্ছে, লেটার মার্কস পাচ্ছে গুয়াহাটি টেস্টের পিচ।

পিচ নিয়ে খুশি ভারতীয় শিবিরও। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এসে গৌতম গম্ভীরের অন্যতম সহকারী রায়ান টেন দুশখাত আবার পিচের প্রশংসা করতে গিয়ে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিলেন। তাঁর বক্তব্য, কলকাতা টেস্টের উইকেটে থেকে এখানকার উইকেটের চরিত্র পুরোপুরি বিপরীত। একেবারে ধ্রুপদী টেস্ট ম্যাচ পিচ। সম্ভবত এমন উইকেটই আমাদের জন্য বেশি মানানসই। এই পিচ দেখে মনে হচ্ছে না খুব দ্রুত ভাঙবে।

দেরিতে হলেও বোধোদয়! দুশখাতে এদিন কার্যত স্বীকার করে

সুর বদল সহকারী কোচের

রিকেলটনের ক্যাচ ধরছেন পন্থ। গুয়াহাটিতে।

নিলেন, ইডেনে তাঁরা যে ফরমায়েশি পিচ তৈরি করিয়েছিলেন, তা টেস্ট ক্রিকেটের জন্য আদর্শ ছিল না। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কেন ইডেনে ঘূর্ণি পিচ তৈরি করার জন্য টিম ম্যাজেমেন্টের তরফ থেকে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল? চাপে পড়ে গম্ভীরের সহকারীর ব্যাখ্যা, ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি, পিচের চরিত্র ম্যাচের ফলাফলে খুব বেশি প্রভাব ফেলে না। ইডেনে যদি আমরা ভাল ব্যাটিং করতাম, তাহলে ওখানে আমরাই ম্যাচ জিততাম।

ভারতীয় শিবির আবার স্বপ্ন দেখছে, রবিবার সকালে দ্রুত দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস গুটিয়ে দেওয়ার। দুশখাতে বলে গেলেন, আমাদের লক্ষ্য, কাল সকালে যতটা দ্রুত সম্ভব শেষ চারটে উইকেট তুলে নেওয়া। প্রথম ইনিংসের রান এই টেস্টে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমরা যদি লিড নিতে পারি, তাহলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে চাপে ফেলে দেওয়া যাবে। কুলদীপের মতো রিস্ট স্পিনার রয়েছে আমাদের দলে। ও এক্স ফ্যাক্টর হতে পারে। ম্যাচ যত গড়াবে, আমাদের বাকি স্পিনারদের খেলাও কঠিন হবে।

অধিনায়ক শুভমন গিল চোটের জন্য গুয়াহাটি টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে চারে কে ব্যাট করবেন? গম্ভীরের সহকারীর জবাব, কে ব্যাট করবে, সেটা কালকেই দেখতে পাবেন। আমাদের পরিকল্পনা তৈরি রয়েছে।

বিশ্বকাপে হয়তো এক গ্রুপে ভারত-পাকিস্তান

দুবাই, ২২ নভেম্বর : আগামী বছরের টি-২০ বিশ্বকাপেও একই গ্রুপে থাকছে ভারত এবং পাকিস্তান। আগামী মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিশ্বকাপের সূচি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবে আইসিসি। ইতিমধ্যেই টি-২০ র‍্যাঙ্কিংয়ের নিরিখে টুর্নামেন্টের গ্রুপ বিন্যাস চূড়ান্ত করে ফেলা হয়েছে। আর র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ থাকার সুবাদে তুলনামূলকভাবে সহজ গ্রুপে থাকছেন সূর্যকুমার যাদবেরা।

মোট চারটি গ্রুপে পাঁচটি করে দল রাখা হয়েছে। গ্রুপ এ-তে ভারতের সঙ্গে রয়েছে ক্রমতালিকার সাতে থাকা পাকিস্তান। ১৩তম স্থানে থাকা নেদারল্যান্ডস এবং ১৫ ও ১৮ নম্বরে থাকা নামিবিয়া এবং আমেরিকা। অন্যদিকে, গ্রুপ বি-তে থাকছে র‍্যাঙ্কিংয়ে দু'নম্বরে থাকা অস্ট্রেলিয়া, আট নম্বরে থাকা শ্রীলঙ্কা এবং জিম্বাবোয়ে (১১), আয়ারল্যান্ড (১২) ও ওমান (২০)। সি গ্রুপে ইংল্যান্ড (৩), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৬), বাংলাদেশ (৯), নেপাল (১৭) এবং যোগ্যতা অর্জন পর্ব থেকে উঠে আসা ইতালি। গ্রুপ ডি-তে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা (৫), নিউজিল্যান্ড (৪), আফগানিস্তান (১০), সংযুক্ত আরব আমিরশাহি (১৬) এবং কানাডা (১৮)। আগামী বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ হবে বিশ্বকাপ। ভারত অভিযান শুরু করবে ৮ ফেব্রুয়ারি। আমেদাবাদে আমেরিকা ম্যাচ দিয়ে। সূর্যদের দ্বিতীয় ম্যাচ ১২ ফেব্রুয়ারি। দিল্লিতে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে। এরপর ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্যাচ। গ্রুপের শেষ ম্যাচে ১৮ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ে নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে ভারত। ফাইনাল হতে পারে আমেদাবাদে। দু'টি সেমিফাইনাল পেতে পারে কলকাতা ও মুম্বই। তবে পাকিস্তান সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেললে, এই দু'টি ম্যাচ হবে কলম্বোয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

23 November, 2025 • Sunday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন রামমোহন

গোঁড়া হিন্দুদের পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধেও আওয়াজ তুলেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। নবজাগরণের পথিকৃৎ তিনি। অতীতে এবং বর্তমানে তিরবিদ্ধ হয়েছেন বহুবার। আড়াইশো বছর আগে জন্মানো এই তেজস্বী পুরুষ ছিলেন সময়ের থেকে বহু যোজন এগিয়ে। তাই হয়তো তাঁকে যথাযথভাবে বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন বাবা

ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না তাঁর। সমস্তকিছু বোঝার চেষ্টা করতেন যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে। আবেগের বশবর্তী হয়ে কখনও কিছু করেননি। অনড় থেকেছেন নিজের সিদ্ধান্তে। অগাধ পাণ্ডিত্য। সত্যকে সত্য বলেছেন, ভুলকে ভুল। সেই কারণেই সারাজীবন তিরবিদ্ধ হয়েছেন। ঘরে এবং বাইরে। হিন্দুদের কিছু প্রথার বিরোধিতা যেমন করেছেন, তেমনই প্রতিবাদ করেছেন ব্রিটিশ সরকারের অনৈতিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ, রেয়াত করেননি কাউকেই। নত হননি। ছিলেন সৎ, সাহসী। সবমিলিয়ে এক আশ্চর্য পুরুষ। তিনি রাজা রামমোহন রায়। নবজাগরণের পথিকৃৎ।

কৌলিক উপাধি 'বন্দ্যোপাধ্যায়'। পূর্বপুরুষ রাজ সরকারের অধীনে কাজ করে পেয়েছিলেন 'রায়' উপাধি। রামমোহনের বাবা রামকান্ত ও মা তারিণী দেবী, দু'জনেই ছিলেন ধর্মপ্রাণ মানুষ। বাবা শেষ জীবনে বৈষ্ণব হয়েছিলেন। হরিনাম করতেন। রামমোহন হেঁটেছিলেন বাবার বিপরীত পথে। পশ্চিমের আলো-বাতাস ছুঁয়েছিল তাঁকে। অল্প বয়সেই গর্জে উঠেছিলেন ভারতের সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে। অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন বাবা। দু'জনের মধ্যে রচিত হয়েছিল সাময়িক দূরত্ব। মামলা লড়েছিলেন মায়ের বিরুদ্ধে। সেই মামলায় জয়ী হয়েছিলেন রামমোহন।

ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে

স্বামীর মৃত্যুর পর তখন জ্বলন্ত চিতায় সহমরণে যেতে হত স্ত্রীকে। হিন্দু ধর্মের এই প্রথা ছিল অমানবিক, নির্মম। তৎকালীন শাসক সমস্তকিছু জেনেও কোনওরকম হস্তক্ষেপ করেননি। তবে দেশের সাধারণ নারীদের দুর্দশা গভীরভাবে চিন্তিত করেছিল রামমোহনকে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন— যেভাবেই হোক, এই প্রথা বন্ধ করতেই হবে। এরপর সতীদাহের বিরুদ্ধে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রকাশ করেন ইংরেজি অনুবাদ। প্রমাণ দিয়ে দেখান যে, এই প্রথা পুরোপুরি শাস্ত্রবিরোধী।

শুধুমাত্র সতীদাহ নিয়ে বই লিখেই থেমে থাকেননি, ইংরেজদের এই প্রথার বিরুদ্ধে আইন করার জন্যে আবেদন করেছিলেন। সেইসঙ্গে বন্ধুদের নিয়ে একটি দল গঠন করে সতীদাহ বন্ধের জন্যে বিভিন্ন শ্মশানে ছুটে যেতেন। এই প্রথার বিরুদ্ধে বোঝাতেন। কাজটি করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছনা, অপমান সহ্য করতে হয়েছে। তারপরও তিনি থেমে থাকেননি। শেষপর্যন্ত মুঠোয় পুরেছিলেন সাফল্য। সতীদাহ প্রথা নিষেধ করে ইংরেজ সরকার জারি করেছিলেন আইন। এর ফলে ধর্মান্ধ রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে যেন একটা বোমা ফেটেছিল। চারদিকে শুরু হয়েছিল তোলপাড়। বহু মানুষ রামমোহনের শত্রু হয়ে গিয়েছিলেন।

গোঁড়া হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে নেমেছিলেন সই সংগ্রহ অভিযানে। রামমোহনের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরা মুরগির ডাক ডাকতেন। বাড়ির ভিতরে ফেলে দিতেন গরুর হাড়। রামমোহনের বিরুদ্ধে রচনা করেছিলেন গান। কলকাতার রাস্তায় সেই গান গাওয়া হত। এইভাবেই সতীদাহ রদ আইন বাতিল করার জন্য গোঁড়া হিন্দু সমাজ হয়েছিলেন একজোট। তাঁরা রাতারাতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ধর্মসভা'। প্রথম দিনের মিটিংয়ে চাঁদা উঠেছিল প্রায় বারো হাজার টাকা। হিন্দুদের মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় রামমোহনের বিরুদ্ধে লেখালেখি শুরু হয়েছিল। গোঁড়া হিন্দুরা যখন বুঝেছিলেন— ভারতবর্ষে এই আইন রদ হওয়ার আর কোনও সুযোগ নেই, তখন তাঁরা বিলেতের পার্লামেন্টে আপিল করেছিলেন। ইংল্যান্ডের ধর্মসভায় সেই আপিল অগ্রাহ্য হয়েছিল। অর্থাৎ, শেষপর্যন্ত জিতেছিলেন রামমোহনই। এই যুদ্ধে জয়ী হয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে এক নতুন ভারত গড়তে পেরেছিলেন তিনি।

পুত্রের সঙ্গে স্ত্রীর সমান অধিকার

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধেও মতপ্রকাশ করেছিলেন রামমোহন। তৎকালীন বাংলায় বিলিতি বণিকদের সঙ্গে রফতানি-ব্যবসায় গজিয়ে ওঠা বাবু সম্প্রদায়ের হাতে প্রচুর কাঁচা টাকা। ঘরে-ঘরে দুর্গাপুজো, মহোৎসব। খাওয়া দাওয়া হইহল্লা। এই পরিবেশে দাঁড়িয়েই ধর্মের নামে জাতপাতের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন রামমোহন।

নারীর সম্পত্তি লাভের জন্যেও আন্দোলন করেছিলেন। শাস্ত্র ঘেঁটে বলেছিলেন, প্রাচীন ঋষিগণ ব্যবস্থা করেছিলেন যে, মৃত-স্বামীর সম্পত্তিতে পুত্রের সঙ্গে স্ত্রীও সমান অধিকার পাবেন। একাধিক স্ত্রী থাকলেও তাঁরা সবাই সমানভাবে সম্পত্তির অংশীদার। এর ফলে আরও খেপে উঠেছিলেন কলকাতার হিন্দু সমাজ। তাঁরা রামমোহনের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি হার মানেননি। এই আইনও পাশ করিয়েছিলেন। সমাজসংস্কারক হিসেবে তাঁর নাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল।

রামমোহন কিন্তু হিন্দুধর্ম বিরোধী ছিলেন না। তিনি লিখেছেন, 'আমার সমস্ত তর্ক বিতর্কে আমি কখন হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল।'

আত্মীয় সভার বিরুদ্ধে গুজব

রামমোহন প্রায়শই ব্রাহ্মসভায় উপাসনা করতে যেতেন। নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। সেই সময় কলকাতার কিছু গোঁড়া মানুষ তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়তেন। এরপর বাধ্য হয়েই রামমোহন আত্মরক্ষার জন্য সঙ্গে রাখতেন পিস্তল।

'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। সপ্তাহে একদিন এই সভা অনুষ্ঠিত হত। সেখানে বেদান্ত অনুযায়ী এক ব্রহ্মের উপাসনা এবং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার কথা বলা হত। সভায় বেদপাঠের পর গাওয়া হত ব্রাহ্মসঙ্গীত। **(এরপর ১৯ পাতায়)**

রবিবার
23 November, 2025 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হেমন্তের অরণ্যে...

বাংলার অরণ্যে হেমন্তের আগমন নিয়ে আসে রূপান্তরের বার্তা। পাতাঝরার শব্দ, নদীর শান্ত-স্নিগ্ধ স্রোত, কুয়াশার নরম পর্দা আর হলদে সোনালি আলো। উত্তর থেকে দক্ষিণ—সব জায়গায় হেমন্তের রূপ আলাদা হলেও সুর এক। সেই সুর জীবনের। সেই সুর প্রকৃতিকে বেঁধে রাখে এক সুতোয়। লিখলেন **সৌরভকুমার ভূঞ্যা**

পাতাঝরার ঋতু

বাংলার ঋতুচক্রে হেমন্ত আসে নীরবে, নিঃশব্দে। এই সময় রোদের তেজ অনেকটাই কমে যায়। হিমেল স্পর্শ নিয়ে তিরতির করে বয়ে যায় উত্তরের বাতাস। মনে করিয়ে দেয় ঋতু বদলের গোপন সঙ্কেত। দিনের আয়ু ফুরিয়ে যায়। দুপুর দ্রুত গড়িয়ে গিয়ে নেমে আসে ধীর, শান্ত বিকেল। দূষণ আর বিশ্ব উষ্ণায়নের দাপটে হেমন্ত এখন অনেক ক্ষীণ হয়ে গেলেও তাকে পুরোপুরি অস্বীকার করার উপায় নেই। সোনালি স্বপ্নের ঋতু, হেমন্তের যে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তা উপভোগ করার জন্য চাই দেখার মতো চোখ আর উপলব্ধি করার মতো মন। হেমন্ত পাতাঝরার ঋতু। ঝরাপাতার সুরে একদিকে যেমন জেগে ওঠে উদাসীন বিষণ্ণতা, একই সঙ্গে বেজে ওঠে তারুণ্য আর সবুজে সাজিয়ে তোলার আনন্দ গান। বিষাদ সুখের সেই রূপ আর সুরের সাক্ষী হতে গেলে আমাদের ছুটে যেতে হয় অরণ্যের কাছে।

কলমে আনে শব্দের তুফান

শস্যশ্যামলা বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্যতম হল তার বিস্তীর্ণ বনভূমি। প্রকৃতির প্রাণ স্পর্শ করতে গেলে আমাদের অবশ্যই করে যেতে হবে অরণ্যের কোলে, যেখানে প্রকৃতি কথা বলে তার নিজের ভাষায়। দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলমহল থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের অরণ্য, অঞ্চলের প্রকৃতিভেদে অরণ্যের চরিত্র বদলে যায়। তবে ঋতু বদলের ছোঁয়া সমানভাবে ছাপ রেখে যায় অরণ্যের শরীরে। ঝাড়গ্রাম-বেলপাহাড়ির লালমাটি, পুরুলিয়ার পাহাড়ি রুক্ষতা কিংবা উত্তরবঙ্গের নরম কুয়াশা— সব মিলেমিশে হেমন্তের অরণ্য বাংলার প্রকৃতিকে সাজিয়ে তোলে অপরূপ সাজে। হৈমন্তিক অরণ্য কবি সাহিত্যিকদের কলমে শব্দের তুফান আনে, মানুষের মনে উন্মাদনা জাগায় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ার। প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ ছুটে যায় অরণ্যের কাছে। বনের শান্ত নির্জন পথে হাঁটতে হাঁটতে উপলব্ধি করে উদাসীন বিষণ্ণতা আর সৃষ্টির উল্লাসের অদ্ভুত জীবন দর্শন।

ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসী

জঙ্গলমহলে হেমন্ত আসে নীরবে। ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার বিস্তৃত জায়গা নিয়ে জঙ্গলমহল। শাল, সেগুন, পিয়াল, মহুয়া প্রভৃতির গাছে ঘেরা ঝাড়গ্রামের বিস্তীর্ণ অরণ্য হেমন্তের স্নিগ্ধ আলোয় অপরূপ সাজে সেজে ওঠে। এখানকার লাল ল্যাটেরাইট মাটি হেমন্তের নরম রোদ মেখে যেন আরও গাঢ় হয়ে ওঠে। বর্ষার জঙ্গলমহল যেখানে সবুজ, হেমন্তে তা যেন হয়ে ওঠে ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসী। শাল সেগুনের পাতা ঝরে পড়ে মাটিতে। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় জেগে ওঠা মৃদু খসখস শব্দ, যেন নীরবে প্রকাশ করে প্রকৃতির নীরব বেদনা। পাতাঝরার টুপটাপ সুর, গাছের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া মৃদুমন্দ বাতাশের শোঁ শোঁ শব্দ আর রাতের ঝিঁঝির বিরামহীন সঙ্গীত, সবমিলিয়ে জেগে ওঠে এক অদ্ভুত, রোমাঞ্চকর অনুভূতি। হেমন্তে অরণ্যের পশুপাখিরাও ভিন্ন রূপে দেখা দেয়। বর্ষার

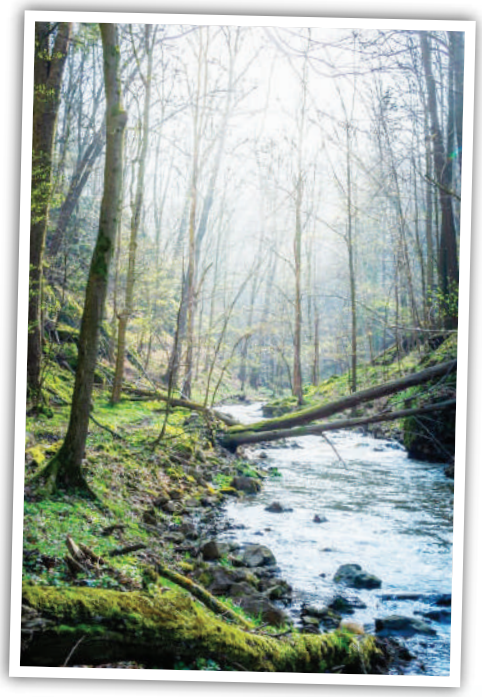

স্যাঁতস্যেঁতে ভাব না থাকায় প্রাণীদের চলাফেরা বাড়ে। হাতির পালের ধীর, রাজকীয় চলন; হরিণের দলের মৃদু ছোটাছুটি, দোয়েল-শ্যামা-টিয়া প্রভৃতির গান বনভূমির সৌন্দর্যকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়।

মধুর মিলনক্ষেত্র

এখানে বাস করে সাঁওতাল, মুণ্ডা, শবর, কোল প্রভৃতি উপজাতির মানুষ। অরণ্যের সঙ্গে তাদের নিবিড় সম্পর্ক। অরণ্য তাদের কাছে জীবন, আরণ্যই তাদের কাছে ঈশ্বর। অরণ্যকে আঁকড়ে প্রবাহিত হওয়া তাদের জীবনে হেমন্ত নতুন মাত্রা আনে। নতুন ফসল ঘরে তোলার আনন্দ, বনজ সম্পদ সংগ্রহের ব্যস্ততা, শিকার প্রভৃতি ব্যাপারগুলো এইসময় বিশেষ গুরুত্ব পায়। হেমন্তে আদিবাসী সমাজ মেতে ওঠে টুসু উৎসবে। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিন থেকে শুরু হওয়া এই উৎসব টুসু দেবীর পুজোকে কেন্দ্র করে। এই উৎসবের প্রাণ হল টুসু গান। এই গানের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে মেয়েদের জীবনের অনুভূতি, অরণ্যের সঙ্গে নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক আর তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা। সাঁওতালদের ঢাক, ঢোল, মাদলের সুরের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় অরণ্যের সুর। এই ঋতু তাই মানুষ ও অরণ্যের মধুর মিলনক্ষেত্র।

নরম সোনালি আলোর ছটা

যাঁরা প্রকৃতি ভালোবাসেন, হেমন্তের হাল্কা হিমের উঁকি দিতেই তাঁরা পাড়ি জমান জঙ্গলমহলে। অরণ্যের শোভা উপভোগ পাশাপাশি এখানকার উপজাতি সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতির স্বাদ নেন। জঙ্গলমহলের আশপাশে রয়েছে অনেক নদী, দ্রষ্টব্য স্থান, ঝরনা, ব্যারেজ। হেমন্তের রোদ মেখে মানুষ ছুটে যায় সেসবের সাক্ষী থাকতে।

ঝাড়গ্রাম থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে রয়েছে বেলপাহাড়ি, প্রকৃতির হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা এক অপূর্ব সুন্দর জায়গা। এখানে রয়েছে বিশাল কাকরাঝোড় বনভূমি। পাহাড়ে গায়ে ছড়িয়ে থাকা শাল, সেগুন, মহুয়ার বিস্তৃত বনরাজি হেমন্তে অসাধারণ রূপ ধারণ করে। হেমন্তের নরম সোনালি আলোর ছটায় পুরো বনকে মনে হয় ধ্যনমগ্ন। হাল্কা শীতের আমেজ গায়ে মেখে এই বনভূমির শান্ত, নির্জন পথে পরিভ্রমণ মনের মধ্যে এক অসাধারণ অভিব্যক্তি জাগিয়ে তোলে। বেলপাহাড়ির এই অরণ্যে হেমন্ত আসলে এক গভীর অনুভব।

জীবনের ব্যঞ্জনাময় ছন্দ

রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্তে পুরুলিয়া। পাহাড়, টিলা, লালমাটি আর অরণ্যের অনন্য সংমিশ্রণ। এখানে অরণ্যের প্রকৃতি একদিকে যেমন রুক্ষ-কঠিন, অপরদিকে স্নিগ্ধ-কোমল। এই বৈপরীত্যের মধ্যেই তার অনন্যতা। হাল্কা হিমেল হাওয়ার স্রোত নিয়ে যখন হেমন্ত আসে, তখন অরণ্যও বদলে ফেলে তার রূপ। সবুজের উচ্ছ্বাস কিছুটা ফিকে হয়ে যায়, বাতাসে গায়ে জড়িয়ে থাকে শুষ্ক সুবাস। অরণ্য, পাহাড়, ঝরনা আর আদিবাসী জীবন সংস্কৃতি মিলে রচনা করে জীবনের ব্যঞ্জনাময় ছন্দ। অযোধ্যা পাহাড়ের গায়ে রয়েছে শাল, সেগুন, শিমুল, পলাশের বন। হেমন্তের আগমনে বদলে যায় তাদের রূপ। সবুজ পাতায় দেখা যায় শুষ্কতার ছোঁয়া। বাতাসে কান পাতলে শোনা যায় পাতাঝরার শব্দ। হেমন্তের দুপুরে শাল সেগুনের দীর্ঘ ছায়ায় ফুটে ওঠে অনাদিকালের নকশা। পলাশের সারি আগুনরঙা ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে নিজেদের যেন ডুবিয়ে রাখে নীরব সাধনায়। **(এরপর ১৯ পাতায়)**

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

23 November, 2025 • Sunday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
২৩ নভেম্বর ২০২৫
রবিবার

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন রামমোহন

(১৭ পাতার পর)

সভা সকলের জন্যে উন্মুক্ত ছিল না, কেবলমাত্র রামমোহনের কয়েকজন নিকট বন্ধু যোগদান করতেন। সেইসময় নিন্দুকেরা আত্মীয় সভার বিরুদ্ধে গুজব রটিয়েছিলেন যে, আত্মীয় সভায় লুকিয়ে লুকিয়ে গোমাংস খাওয়া হয়। এইকথা শুনে কিছু বন্ধু রামমোহনকে ত্যাগ করেছিলেন।

একটা সময় বেদ শোনার অধিকার ছিল না শূদ্র সম্প্রদায়ের। রামমোহন সেই বেদ-কে অনুবাদ করে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এর ফলে তাঁর বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। রামমোহন ছিলেন যথারীতি অকুতোভয়।

প্রস্তুত করেছিলেন আন্দোলন-ক্ষেত্র

ভারতীয় আধ্যাত্মবাদ ও পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক-যুক্তিবাদের মিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন রামমোহন। একদিকে সংস্কৃত শিক্ষা, অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষা— উভয়কেই সমান্তরালভাবে শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গীভূত করার চেষ্টা করেছিলেন। এই সমস্ত বিষয়ে সাহায্য পেয়েছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকের।

পাশাপাশি ব্রিটিশ শাসনের কুফল সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিন্তু বেশিরভাগ ভারতবাসীর দৈন্য, অশিক্ষা, স্বাধীনতা সম্পর্কে অচেতনতা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে তাঁর কাছে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি চাইলেও একাকী সেই লড়াই চালিয়ে যেতে পারতেন না। বরং বিভিন্ন প্রকার সংস্কার সাধনের মাধ্যমে ব্রিটিশ-অপশাসন থেকে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন-ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। দারিদ্র, দৈন্য মুছে দেওয়ার জন্য ভারতবাসীকে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি ধ্যান দিতেও বলেছিলেন।

তাঁর নারী মুক্তি আন্দোলন প্রকারন্তরে পরাধীনতার জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে ভারতবাসীর মুক্তির আন্দোলন। বিভিন্ন প্রকারের কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশবাসীকে উদ্ধার করার জন্য রামমোহন যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ‘ভারত পথিক’ আখ্যায়িত করেছিলেন।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী

মেঘের আড়ালে থেকে নয়, প্রয়োজনে প্রকাশ্যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন রামমোহন। সংবাদপত্র ও মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতীয়দের নানাভাবে শিক্ষিত করে তোলা। ব্রিটিশ কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে গণচেতনা তৈরির লক্ষ্যে নিজে ইংরেজি, বাংলা এবং ফারসি ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। একজন মহান সমাজ সংস্কারক হওয়ার পাশাপাশি তিনি বাংলা সাহিত্যেও রেখেছিলেন মূল্যবান অবদান। তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১৮২৩ সালে ব্রিটিশ সরকার আইন করেছিলেন যে, সংবাদপত্র প্রকাশ করতে হলে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে। তখন রামমোহন ব্রিটিশ সরকারের এই অনৈতিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্টে আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে প্রিভি কাউন্সিলের আপিলে স্বাক্ষর— সবেতেই যোগ দিয়েছিলেন। এর ফলে তাঁকে বড় রকমের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। তাও চালিয়ে গিয়েছিলেন লড়াই। অর্থাৎ, শুধুমাত্র গোঁড়া হিন্দুদের বিরুদ্ধেই নয়, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতেও পিছ-পা হননি রামমোহন।

খ্রিস্টানদের বিরোধিতার মুখে

গোঁড়া হিন্দু সমাজ ও ধার্মিকদের পাশাপাশি রামমোহন খ্রিস্টান পাদ্রিদের বিরোধিতার মুখেও পড়েছিলেন। ‘Precepts of Jesus-Guide to Peace and Happiness’ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলছন তিনি। বইটি লেখার জন্য বাইবেল, ওল্ড টেস্টামেন্টের ইংরেজির পাশাপাশি গ্রিক ও হিব্রু ভাষাও জানতে হয়েছিল তাঁকে। দুই ব্রিটিশ মিশনারি পাদ্রি উইলিয়াম কেরি ও মার্শম্যান সাহেব বিরোধিতা করেছিলেন এই বইয়ের। ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া’য় তীব্র ভাষায় তাঁরা প্রতিবাদপত্র লিখেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, রামমোহন যিশুর উপদেশ মান্য করেছেন ঠিক কথা, কিন্তু যিশুর অলৌকিক ঘটনাগুলোকে অস্বীকার করেছেন।

আগে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস রামমোহনের সমস্ত বই ছাপতেন। খ্রিস্টানরা বিরোধিতা করার ফলে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস রামমোহনের নতুন বই ‘Final Appeal’ ছাপাতে অস্বীকার করেন। তখন রামমোহন নিজেই ‘ইউনিটেরিয়ান প্রেস’ নামে একটি প্রেস নির্মাণ করেছিলেন। সেই প্রেস থেকেই ‘Final Appeal’ বইটি ছাপা হয়েছিল। এই গ্রন্থে তাঁর মেধা ও পাণ্ডিত্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন সবাই। রামমোহন যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছিলেন তাঁর ভাবনাই সঠিক ছিল। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন মার্শম্যান।

সাহেবদের তুলনায় কম ছিলেন না

খাঁটি বাঙালি হয়েও রামমোহন নিজেকে তুলে ধরেছিলেন প্রায় ব্রিটিশদের উচ্চতায়। উপলব্ধি করেছিলেন— পদলেহনের পথ ধরে নয়, দেশের মঙ্গলের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপের দাবি জানাতে হবে নিজেকে শাসকের সম উচ্চতায় দাঁড় করিয়ে। নাহলে হবে না কার্যসিদ্ধি। মিলবে না গুরুত্ব। শিক্ষাদীক্ষা, বুদ্ধিমত্তা, আধুনিকমনস্কতায় তিনি সাহেবদের তুলনায় কোনও অংশে কম ছিলেন না। তাই ইংরেজ শাসক বাধ্য হয়েই তাঁকে মান্যতা দিতেন।

রামমোহনের বই অনুবাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। তাঁর নাম পৌঁছে গিয়েছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা-সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে।

জীবনের শেষ তিন বছর কাটিয়েছিলেন ইংলন্ডে। বিলেত যাওয়ার আগে দিল্লির বাদশাহের কাছ থেকে ‘রাজা’ উপাধি লাভ করেছিলেন। ইংল্যান্ডের মাটিতে যখন পা রাখেন, তখন তাঁকে দেখার জন্য, তাঁর কথা শোনার জন্য ভিড় জমিয়েছিলেন বহু বিদেশি। আরও কয়েকটি দেশে গিয়েছিলেন। সেখানেও ঘটেছিল একই ঘটনা। নিজের দেশে নিন্দিত, তিরস্কৃত হলেও সমাজসংস্কার ও নারীমুক্তি আন্দোলনের কারণে অন্য দেশের অগণিত মানুষের মনে রামমোহন বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিলেন। এইভাবেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব।

বহুবার তিরবিদ্ধ হয়েছেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁকে তিরবিদ্ধ হতে হচ্ছে আজও। নানাভাবে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে। অপকর্মগুলো সংঘটিত হচ্ছে মূলত অজ্ঞদের দ্বারা, সংকীর্ণমনাদের দ্বারা। আড়াইশো বছর আগে জন্মানো এই তেজস্বী পুরুষ ছিলেন সময়ের থেকে বহু যোজন এগিয়ে। পর্বত-সমান উঁচু। তাই হয়তো অতীতে এবং বর্তমানে তাঁকে, তাঁর অবদানকে যথাযথভাবে বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। ভারতবর্ষ এখন যেদিকে এগোচ্ছে, সুদূর ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে কি না, সেটা নিয়েও দেখা দিয়েছে বিরাট প্রশ্নচিহ্ন!

হেমন্তের অরণ্যে...

(১৮ পাতার পর)

এককথায় পুরুলিয়ার অরণ্যে হেমন্ত আসে রূপের ডালি সাজিয়ে, নীরব অথচ গভীর মায়াজল বুনে। শাল সেগুনের বন, লালমাটি, পাহাড়, ঝরনা, আদিবাসী উৎসব মিলিয়ে হেমন্ত এখানে রচনা করে জীবনের অদ্ভুত সংলাপ। অরণ্যের সেই হৈমন্তিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য অসংখ্য মানুষ এই সময় এখানে ভিড় জমায়। এককথায় হেমন্ত এখানে প্রকৃতি ও মানুষের আত্মিক মেলবন্ধনের এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়।

অপূর্ব সুর মূর্ছনা

উত্তরবঙ্গের অরণ্যে হেমন্ত মানে আলো-ছায়ার অপূর্ব মেলবন্ধন। দার্জিলিং-কালিম্পং এর চিরসবুজ পাহাড়ি ঢাল, ডুয়ার্সের সমতল, বক্সার ঘন সবুজ অরণ্য হেমন্তের আগমনে সেজে ওঠে নতুন রূপে। পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স, চা-বাগান, নদী এই সময়

স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। বর্ষার সবুজকে জড়িয়ে ধরে রূপালি কুয়াশা আর সোনালি শুষ্কতা। ডুয়ার্সের অরণ্যে হেমন্ত যেন এক নীরব উৎসব। পাহাড় ঘেরা সমতলের এই অঞ্চলে হেমন্তের নরম আলো ছুঁয়ে যায় শাল, সেগুন, শিমুলের শরীর। শালের পাতায় জমে থাকা শিশির ভোরের আলোয় ঝিকমিক করে ওঠে, শিমুলের খালি ডালে লেগে থাকে কুয়াশার ভেজা স্নিগ্ধতা।

ডুয়ার্সের পথ ধরে হাঁটলে মনে হয় হাল্কা কুয়াশা যেন স্নিগ্ধ চাদর মেলে দিয়েছে গাছগাছালির মাথায়। মাঝে মাঝে ভেসে আসা ময়ূরের ডাক পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে তৈরি করে অপূর্ব সুর মূর্ছনা। এসময় শালগাছের পাতার ঘন সবুজ রং উঠে গিয়ে ফুটে ওঠে হলদে-সবুজ দ্যুতি। হেমন্তের আগমনে অরণ্যের প্রতিটি কোণ যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আলোছায়ার অপূর্ব নকশা

দার্জিলিং আর কালিম্পংয়ের অরণ্যে হেমন্ত যেন এক নীরব রূপান্তর। এখানে পাহাড়ের ঢালে মাইলের পর মাইল জুড়ে রয়েছে পাইনের বন। হেমন্তের সকালে পাইনের ডগায় ঝুলে থাকা শিশির সূর্যের আলোয় ঝলমল করে ওঠে। এছাড়াও রয়েছে ওক, ম্যাপল, ফার, রডোডেনড্রনের বন। হেমন্তে ওক গাছের পাতা ধীরে ধীরে বাদামি হতে থাকে, ম্যাপলের পাতায় লাগে হলুদের ছোপ। রডোডেনড্রন ফুল যেন নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকে প্রস্ফুটিত হওয়ার জন্য। গাছের এই রঙের পরিবর্তন অরণ্যকে সাজিয়ে তোলে অপরূপ সৌন্দর্যে। পাতার ফাঁক গলে আসা নরম আলো মাটির বুকে তৈরি করে আলোছায়ার অপূর্ব নকশা। হেমন্তে পাখিদের সুর স্পষ্টভাবে শোনা যায়। নানারকম পাখির ডাক নীরব বনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে সমধুর সঙ্গীত। এই সময় বনের মধ্যেকার ঝরনাগুলো হয়ে ওঠে শান্ত ও স্বচ্ছ। দার্জিলিং-কালিম্পংয়ের অরণ্যে হেমন্তের বিকেল যেন হয়ে ওঠে রহস্যময়। বিকেলে সূর্য যখন পাহাড়ের কোলে ঢলে পড়ে তখন অদ্ভুত সোনালি আভা ছড়িয়ে যায় গোটা বন জুড়ে। গাছের ছায়া লম্বা হয়, কুয়াশার ঘুম ভাঙতে শুরু করে। তারপর রাত্রি নামলে বনের মধ্যে নেমে আসে গভীর নৈঃশব্দ্য। অরণ্যকে তখন মনে হয় পৃথিবীর নয়, দূরের কোনও বাসিন্দা।

নদীর ঢেউয়ের মতো

হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে হেমন্ত নিয়ে আসে স্নিগ্ধ পরিবর্তন। এখানকার জঙ্গলে রয়েছে শাল, সেগুন, পিয়াল, শিমুল, কদম প্রভৃতি গাছ। হেমন্তের আগমনে এদের শরীরে ফুটে ওঠে উজ্জ্বল সোনালি আলো। শাল সেগুনের পাতা ধীরে ধীরে তাদের রং বদলায়। ঝরে পড়া পাতা মাটির বুকে জমে তৈরি করে সোনালি কার্পেট। হেমন্তে তরাইয়ের বনে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে পাখিদের দল। তাদের ডাক স্পষ্ট ও মোহময় হয়ে ওঠে। মাঝেমধ্যে বুনো হাতির দল যখন নদী পেরিয়ে অরণ্যের দিকে যাত্রা করে, তখন তাদের সেই যাত্রার মধ্যে ফুটে ওঠে রাজকীয় সৌন্দর্য। হেমন্তে নদীও বদলে ফেলে তার রূপ। তিস্তা, মহানন্দা প্রভৃতি নদীগুলো বর্ষার উদ্দামতা ছেড়ে হয়ে ওঠে শান্ত ও স্বচ্ছ। নদীর ধারে তখনও ফুটে থাকা কাশবন হেমন্তের মৃদুমন্দ বাতাসে নদীর ঢেউয়ের মতো দুলে ওঠে। বালিমাটির ওপর ছোট ছোট প্রাণীদের ছোটাছুটি, বাতাসে জেগে ওঠা গাছের পাতার মৃদু শব্দ কিংবা রাতচরা পশুপাখির ডাকে তরাইয়ের হৈমন্তিক রাতগুলো হয়ে ওঠে মায়াবী ও রহস্যময়। এককথায়, তরাইয়ের হেমন্ত রুক্ষ নয়, তা ধীর ও স্নিগ্ধ।

জীবনের সুর

বাংলার অরণ্যে হেমন্তের আগমন নিয়ে আসে রূপান্তরের বার্তা। পাতাঝরার শব্দ, নদীর শান্ত-স্নিগ্ধ স্রোত, কুয়াশার নরম পর্দা আর হলদে সোনালি আলো। সব মিলিয়ে হেমন্ত তৈরি করে এক ধ্যানমগ্ন পরিবেশ। এই ঋতু আমাদের শেখায় সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম ভাষা, অনুভব করতে শেখায় নীরবতার গভীরতা। দক্ষিণবঙ্গের লালমাটি, পাহাড়, শালবন থেকে শুরু করে কুয়াশামাখা উত্তরবঙ্গ– সব জায়গায় হেমন্তের রূপ আলাদা হলেও তার সুর এক। সেই সুর জীবনের। সেই সুর প্রকৃতিকে বেঁধে রাখে এক সুতোয়।

রবিবার
23 November, 2025 • Sunday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবারের গল্প

সহজিয়ার বুকে

বীথি ব্রহ্ম

এ কি তোর চোখে জল কেন শিশিরকণা? কণা হাতের ডায়েরিটা বন্ধু প্রিয়ব্রতকে দেয়। ডায়েরিটা বহুদিনের পুরোনো। পাতাগুলো লালচে হয়ে গেছে। প্রিয় পাতা উল্টে দেখল ওটা ওর মায়ের ডায়েরি। প্রথম পাতায় লেখা— 'কাকে বলি আমার কথা!'

শিশিরকণার মায়ের হাতের মেয়েলি অক্ষরগুলো যেন শিউলির মতো টুপ টাপ ঝরতে থাকল প্রিয়র সামনে— আমার কথা শোনার কেউ নেই। তাই ডায়েরির পাতা ভরাই রাতের আঁধারে। সব নদীই একসময় প্রাণোচ্ছল বেগবতী থাকে। তারপরে বোধহয় সবাই...! আমি স্মৃতিকণা। ছোট্টবেলা থেকেই জল নদী আমার খুব প্রিয়। যতদূর মনে পড়ে শিশুবেলায় বাবার আঙুল ধরে বিকেলে বেড়াতে যেতাম নদীর ধারে। আমার ক্ষেত্রে যা হল, আমি নদীর তীরে গেলেই নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম। ভাবতাম আমি নিজেও একটা নদী! চুপ করে নদীর পাশে বসে থাকতাম। নদীর তীরে পাখিরা ডাকত, উড়ত। নদীর কুলুকুলু শব্দ বুকের মধ্যে বয়ে যেতে শুনতাম। বাবা অনেক লোকের সাথে কথা বলে ফিরে আসার সময় আমায় ডাকত, 'আয় মা বাড়ি যাবি না?' আমি জুতো জোড়া খুলে রেখে নদীর জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকতাম। বাবার ডাকে বিড়বিড় করে নদীকে বলতাম, 'আজ আসি, কালকে আবার আসব।'

বাবার মুখে হাসি দেখে মনটা টলমল করত। দিন যায়। আমি বড় হই। আমার দশ বছরের জন্মদিনে বাবা আমাকে একটা আস্ত নদী উপহার দিলেন। নাম রাখলেন সহজিয়া। আমি খুশিতে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠেছিলাম।

প্রিয়ব্রত শিশিরকণাকে জিজ্ঞেস করল— নদী উপহার দিল তোর দাদু, এটা কী রকম ব্যাপার হল?

নদীর কথা উঠলেই আজ শিশিরকণার চোখের পাতা ভিজে ওঠে। আলতো করে চোখের পাতা মুছে উত্তর দিল— দাদুর অনেক জমিজমার সাথে একটা বড় গভীর ঝিলও ছিল। দাদু ওটাই মাকে উপহার দিয়ে বলেছিলেন, 'নে মা, এটা তোকে উপহার দিলাম জন্মদিনে।' তার আগে অবশ্য মা বলেছিল, 'আমায় একটা নদী দেবে?' দাদু ওটার নাম রেখেছিলেন সহজিয়া।

বড় ঝিল মানে আমার মায়ের মনগড়া নদী। সেখানে ছোট ছোট ঢেউ উঠত। নদী কুলকুল করে হাসত। পুঁচকে সব মাছেরা নদীর জলের সাথে লুকোচুরি খেলত। জলেও খেলা হয় বইকি!

আবার পড়তে শুরু করল প্রিয়— নদীর ঢেউয়ের হাসি আর আমার হাসির মধ্যে বিশেষ একটা ফারাক ছিল না। সহজিয়ার মতো আমিও হাসিতে খুশিতে বয়ে যেতাম। ওর তীরে বসে ছোট্ট হাতে তালি দিতাম। আমার সাথে সাথে সহজিয়াও বেড়ে উঠছিল। মনে হত ওটাও দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বাড়ছে। ওর পাড়ে বসলেই আমাদের কথার আদানপ্রদান হত। দুই পাড়ের গাছপালা, ঝোপঝাড় ওর বুকে সবুজের প্রতিচ্ছবি ফেলেছিল। আমার মনেও কৈশোরের ছায়া পড়েছিল। ক্রমে আমি যৌবনবতী হয়ে উঠলাম। যৌবন আমাকে আপাদমস্তক নতুন করে গড়ে তুলল! সাথে সহজিয়াও বেশ ডাগর ডোগর হয়ে উঠল।

বাহ্! তোর মায়ের তো দারুণ লেখার হাত! যত পড়ছি মুগ্ধ হচ্ছি। আমি কাব্য, সাহিত্য পড়ি না। তবুও আমাকে বেশ টানছে— প্রিয়ব্রত বলে।

শিশিরকণার ফুলো ফুলো চোখে স্মৃতিমেদুরতা। না দেখা মায়ের জন্য একরাশ হাহাকার!

প্রিয়ব্রত পড়তে থাকে— কোনও এক চাঁদনি রাতে আমরা ডিঙি নৌকা নিয়ে সহজিয়ার বুকে ভেসেছিলাম। সঙ্গে ছিল আমার 'সে', আর ছিল মায়াবী চাঁদ। সে এসেছিল বাঁশি নিয়ে। সে বাঁশিওয়ালা আমাকে তাঁর পাশটিতে বসিয়ে আকাশ বাতাস চাঁদ নদীকে সাক্ষী রেখে বাজিয়েছিল বাঁশিতে ধুন। সে বাঁশির সুরের মূর্ছনায় আমার চোখে মনে ঘোর লেগেছিল। বাঁশিওয়ালা আমার বাবার বন্ধুপুত্র। বাইরে পড়াশুনা করত, তারপরে চাকরিও বাইরেই পায়। সদ্য ফিরেছিল ওখান থেকে। নাম প্রবাল। আমি আছন্ন হয়ে বলেছিলাম, 'প্রবালদা, আমাকে বাঁশির সুরটা শিখিয়ে দেবে?' সেও মোহগ্রস্থর মতো ফিসফিস করে বলে উঠেছিল, 'শুধু সুর কেন স্মৃতি? তোমাকে আমার সব সুর তাল লয় দিয়ে দেব। সুরে সুরে ভরিয়ে দেব যদি তুমি আমার হও। তুমি আমার হবে?' আমি মাথা নিচু করে বসে নৌকার ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে সহজিয়ার জল ছুঁয়েছিলাম। ও কলকল ঝরঝর করে যেন হেসে উঠলো। যেন বলল, 'তোর পেটে খিদে মুখে লাজ! তুই তো একপ্রকার প্রবালেরই। বলেই দে না, আমি তোমার হব।'

প্রিয়ব্রত তন্ময় হয়ে পড়ছে। আর শিশিরকণা আনমনা হয়ে শুনছে— তারপর আমরা দু'জনে চাঁদ, নদীকে সাক্ষী রেখে একে অপরের কাছে সমর্পণ করেছিলাম। জীবনের সেই মধুর সময় আমরা নৌকার বুকেই কাটিয়েছিলাম। সহজিয়া খুব আনন্দ পেয়েছিল। আমরা দুই জনে একটু একটু করে এক হয়েছিলাম। যেন একটা পদ্মকুঁড়ি! সহজিয়া ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল করে নৌকার গায়ে আছড়ে পড়ছিল। ওটা ওর আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। তারপরে? আমার জীবনে এসেছিল বেগ! আমাদের বাগদান হল। তারপর বহু প্রত্যাশিত বিয়েও হল। চলে গেলাম অনেক দূরে। স্বামীর ঘর করতে দক্ষিণ ভারতের শেষ প্রান্তে। সহজিয়া মন খারাপ করে বয়ে যেত। একা ওর বয়ে যেতে ভাল লাগত না। ওর সাথে খেলা করার কেউ নেই। পাশে বসে জলে পা ডুবিয়ে থাকার কেউ নেই। ওদিকে আমার সাথেও কথা বলার কেউ ছিল না। ওখানে বিজাতীয় ভাষা। না পারতাম কারও সাথে প্রাণখুলে মিশতে না পারতাম বাইরে বেরোতে। খুব দমবন্ধ করা অবস্থায় কাটাতে হল বেশ কয়েক বছর। ভাল লাগছিল না এখানে। কী যে করি!

এরপরে প্রিয়ব্রত বেশ কয়েকটা ফাঁকা পাতা উল্টে গেল। তারপরে কিছু একটা শুরু যেন করেছিল, বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু মাঝপথে থেমে গেছে স্মৃতিকণা। কয়েকটা পাতা পরে লেখা— শ্বশুরবাড়ি থেকে নানান আত্মীয়স্বজন আসে যায়। তাঁদের জন্য ঘরদোর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হয়। শ্বশুরবাড়ির লোকজন রক্ষণশীল মানসিকতার। ঠারে ঠোরে প্রথমবার বলে গেল প্রবাল বংশের একমাত্র পুত্রসন্তান। বংশরক্ষার্থে পুত্রসন্তান চাইই চাই। প্রথমবার টুংটাং, অতটা কেয়ার করিনি। দ্বিতীয়বার এল জোরদার আবেদন। তৃতীয়বার যখন এল বছর প্রায় ঘুরে গেছে। তখন তো প্রায় জোরাজুরি, 'কেন আসছে না বংশধর? তোমার কিছু ত্রুটি আছে!' কী উত্তর দেব? ওরা সময় নিচ্ছিল। এই বেশ ভাল আছি নিয়ে দিনযাপন করছিলাম। ওদের শেষবারের কথায় বেশ কটূক্তি আর প্রচণ্ড দোষারোপ ছিল। তারপরে যেদিন গর্ভসঞ্চার হল আনন্দের পরিবর্তে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা ছিল প্রবল। স্বামীকেই জানিয়েছিলাম বেশ কিছুদিন বাদে। অনেক অনুনয়-বিনয় করে আমি নিজের বাবার কাছে ফিরে এসেছিলাম। সহজিয়ার কাছে চুপটি করে বসে থাকতাম। সহজিয়া খুশিতে ছলাৎছল ছলাৎ ছল করে উঠেছিল, যেন বলতে চেয়েছিল, 'সুন্দর সন্তানের মা হও।' হল সন্তান। তবে কন্যাসন্তান। প্রবাল আমি আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু শাশুড়ি ননদ একেবারে খড়্গহস্ত! এতদিন ভাল মন্দ খেয়ে দেয়ে একটা নাদুসনুদুস মেয়ের জন্ম দিল? ছেলেকে কদর্য রূঢ় ভাষায় বলে গেল, ওই সন্তান-সহ বউকে ত্যাগ করতে। আবার বিয়ে দেবে।

প্রিয়ব্রত বলে ওঠে— এসব কী পড়ছি কণা? তোর ইঞ্জিনিয়ার বাবার ভেতরে এসব ছিল?

আরেকটা পাতায় লেখা সহজিয়ার চারপাশে জঞ্জাল আবর্জনা! ঠিক আমারই মতো। আমিও সংকটে ওটাও তাই। প্রেমিক ও স্বামীর কাছে কোন সহানুভূতি না পেয়ে ছটফট করে ব্যথায় বেদনায় দিশেহারা আমি। কী করি এখন! বাবার কাছে আমি অশান্তির জিনিস। স্বামীর কাছে অবহেলিত আর অবাঞ্ছিত। তারপরে আর কিছুই লেখা নেই।

সেই সময় থেকেই স্মৃতিকণা নিখোঁজ। শিশিরকণা দাদুর কাছে বড় হতে থাকে। দাদুর মৃত্যুর পরে ফিরে যায় বাবার কাছে। এখন ধরা গলায় শিশিরকণা বলল— জানিস প্রিয়, আমাকে ছোটবেলা থেকে বলা হয়েছিল বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী আমার মা। অতি সম্প্রতি দিদুন জানাল, আমার মা সহজিয়ার বুকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তবে ওর বডি পাওয়া যায়নি।

প্রিয়ব্রত ওকে হাত ধরে সঙ্গে নিয়ে সহজিয়ার পাড়ে গেল। দু'জনে পাশাপাশি বসে দেখল, কী নোংরা! মজে হেজে যাওয়া ঝিল! স্মৃতিকণার সাধের নদী! শিশিরকণার দু'ফোটা চোখের জল সহজিয়ার বুকে পড়ল। ওর মায়ের বুকেই যেন পড়ল!

অঙ্কন : শংকর বসাক

জাগোবাংলা-র 'রবিবার' বিভাগের জন্য গল্প পাঠান কম-বেশি হাজার শব্দের। নাম ঠিকানা মোবাইল নম্বর-সহ লেখা টাইপ করে মেল করুন
robbarergolpo@gmail.com